উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

স্মৃতির শতরানে সিরিজ ভারতের ›› ১২

পুলওয়ামার দায় স্বীকার পাকিস্তানের
পাকিস্তানের ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ স্বীকার করেছেন, আমাদের কৌশলগত দক্ষতার নমুনা আমরা পুলওয়ামায় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামাতে রাজি পুতিন ›› ৭

শিলিগুড়ি ২৮ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 12 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 351

গুলির বদলে গোলা

১০০ জঙ্গি নিকেশ • ৪০ পাক সেনা হত • ভারতে শহিদ ৫

আজ বৈঠকে ভারত-পাক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ মে : শুধু ভারত ও পাকিস্তান নয়, গোটা বিশ্ব এখন তাকিয়ে বিবদমান দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের দিকে। সোমবার বেলা ১২টায় ওই বৈঠক হবে দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ে। প্রাথমিকভাবে এই বৈঠক নিরপেক্ষ কোনও স্থানে হওয়ার কথা থাকলেও শেষমেশ দুই দেশ হটলাইনে আলোচনায় বসবে বলে ঠিক করেছে। সংযত না হলে পাকিস্তানকে যে মারাত্মক ফল ভুগতে হবে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মোদির বার্তা, ওপার থেকে গুলি এলে জবাব মিলবে গোলায়। আর রাজনাথ সিং বলেছেন, যারা সিঁদুর মুছেছিল তারা যোগ্য জবাব পেয়েছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবেই। বিশ্ব শক্তিশালীদের সম্মান করে, ভীতুদের নয়।

উত্তপ্ত সীমান্ত পরিস্থিতিতে এই সংলাপ কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির বোঝাপড়া লঙ্ঘন করে শনিবার রাতে ড্রোন হামলা চালায় পাক সেনা। সে কারণে রবিবার রাতেও বেশ কয়েকটি স্থানে হাই অ্যালার্ট রয়েছে। ব্ল্যাক আউট করা হয় পঞ্জাবের গুরদাসপুরে। যদিও রবিবার দিনভর আর কোনও অপ্রীতিকর কাণ্ড হয়নি।

তবে সোমবারের বৈঠকের আগেই রবিবার ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন। উপস্থিত তিন বাহিনীর আধিকারিকদের বক্তব্যের সুর ছিল একরকম, 'আমাদের লড়াই পাক সেনার সঙ্গে ছিল না। আমাদের লড়াই শুধুমাত্র জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে পরিস্থিতি ঘোরালো করে তোলে।'

বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাকিস্তানকে মারাত্মক ফল ভুগতে হবে বলে তাঁরা একযোগে বার্তা

লক্ষ্য স্থায়ী যুদ্ধবিরতি

দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কথাতেও তার অনুরণন। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু সামরিক ঘাঁটি ও সেনাছাউনিগুলিকে নিশানা করিনি, বরং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তির প্রভাব রাওয়ালপিন্ডিতে পাক সেনার সদর দপ্তরেও শোনা গিয়েছে।'

ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়েছে, অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে।

এরপর দশের পাতায়

সংঘর্ষ বিরতিতে ফিরছেন বিপজ্জনক এলাকার বাসিন্দারা। পুঞ্চ বাসস্ট্যান্ডে।

পাক গোলায় নিহত প্রশাসনিক কর্তা রাজকুমার থাপার শেষকৃত্যে পরিবারের হাহাকার। রবিবার জম্মুতে।

২ ঘণ্টায় সমঝোতার সূত্র

- ›› ১০ মে বিকেল ৫টা থেকে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার আগের দুই ঘণ্টাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতেই সমঝোতায় পৌঁছানোর পথ খোলে
- ›› বিদেশসচিব রুবিয়ো ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স
- ›› দুই দেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে মোদিকে অনুরোধ করেন ভান্স
- ›› তারপরই ভারত ও পাকিস্তানে ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস-এর ফোনে কথা হয়। সিদ্ধান্ত হয় সমঝোতার
- ›› ভারত-পাক সমঝোতার নেপথ্যে সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান, চিন, রাশিয়া, ইতালি, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কাতারের ভূমিকাও রয়েছে।
- ›› পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। পরে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও কথা বলেন ওয়াং
- ›› বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তি ও সংঘর্ষ বিরতির বার্তাতেই শেষপর্যন্ত ভারত-পাক সমঝোতা সম্ভব হয়

'বড় কিছু'র আশঙ্কায় তৎপর আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১১ মে : সংঘর্ষ বিরতির আগে পর্যন্ত পুরোদস্তুর যুদ্ধের দিকেই এগোচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান। শনিবারের ঘটনাবলিতে সেই ইঙ্গিত দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম। তার আগে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পিছনে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দায়ী কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। আবার পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারকে ভারত নিশানা করার প্রস্তুতি নিয়েছিল বলেও রটনা কম ছিল না।

ভারত বা পাকিস্তান সেইসব কোনও জল্পনাতেই সিলমোহর দেয়নি বটে। কিন্তু 'বড় কিছু'র আঁচ গোয়েন্দা সূত্রে পেয়ে মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষস্তরে চরম তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রবিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লিখিত সেই ইঙ্গিত এই প্রশ্নটিই উসকে দিয়েছে যে, তাহলে কি উপমহাদেশের দুই প্রতিবেশীর মধ্যে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল?

পহলগামে জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করে সংঘাতের গোড়া থেকে ভারত বা পাকিস্তান, কোনও দেশের প্রতি একপাক্ষিক সমর্থন দেয়নি আমেরিকা। বরং উভয়ের থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে রবিবারের রিপোর্ট জানিয়েছে, ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে 'উদ্বেগজনক তথ্য' পেয়ে বৈঠকে বসেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স, সেদেশের বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো, হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলস সহ আমেরিকার প্রশাসনের বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক।

ওই বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন ভান্স। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফোন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। সংঘাতে রাশ টানা না গেলে চলতি সপ্তাহের শেষদিকে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে ভারত সরকারকে সতর্ক করেন ভান্স। প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার বিকল্পটি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানান তিনি।

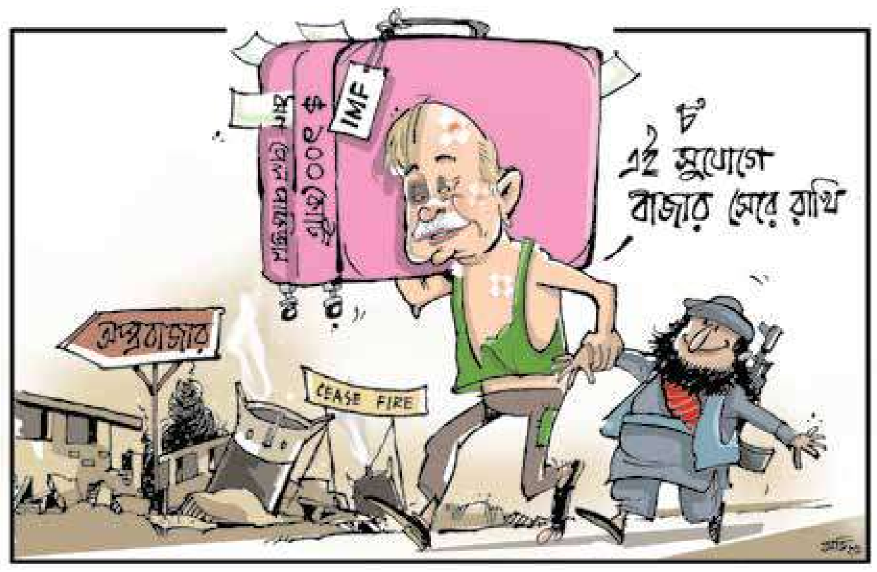

ভান্স মাত্র কিছুদিন আগে ভারত সফর সেরে দেশে ফিরেছেন। এই সফরে মোদির সঙ্গে তাঁর রসায়ন ভালোই তৈরি হয়েছিল। সেই সখ্যকে কাজে লাগিয়ে মোদি-ভান্সের সেই ফোনালাপ জট কাটাতে সহায়ক হয় বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে জানানো হয়েছে। সংঘাতের জটিলতা কাটানোর পাশাপাশি উভয় দেশের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্যের পথ আরও প্রশস্ত হওয়ার আভাস মিলেছে।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব জনতা, নেতাদেরও

দীপককুমার রায়

উত্তরবঙ্গ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিভিন্ন জাতি, জনজাতির মানুষ বসবাস করেন এই এলাকায়। প্রায় ১৫১টি ভাষার মানুষ উত্তরবঙ্গে বসবাস করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাঁদের সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত পরম্পরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন করে চলেছে। এই একতা যেমন উত্তরবঙ্গকে শক্তিশালী করেছে তেমনি ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে চিন্তাও বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে আটটি জেলা নিয়েই উত্তরবঙ্গ। দেশের এই অংশটি আন্তর্জাতিক সীমানা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে ভুটান, চিন, পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে নেপাল। অর্থাৎ নেপাল সীমান্ত, ভুটান সীমান্ত, বাংলাদেশ সীমান্ত এবং চিন সীমান্তের পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে উত্তরবঙ্গ। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের উক্ত ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সীমান্ত এলাকা নিয়ে আমরা কতটুকু সচেতন সেই প্রশ্ন উঠছে।

সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিনিয়ত আমরা লক্ষ করছি উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাচালানের খবর। গোরু, মাদক, অস্ত্র, জাল নোট পাচার ইত্যাদি বিষয় যা জনজীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ। অন্যদিকে, অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। এখনও সর্বত্র কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তের হাঁড়িপুকুর থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ির সীমান্ত সমস্যা আজও মেটানো সম্ভব হয়নি। কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ড স্বাধীন দেশে পরাধীনতার প্রতীক হয়ে গিয়েছে।

সীমান্তের ভূবৈচিত্র্য ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। জনসংখ্যার পরিবর্তন সীমান্তের নিয়ন্ত্রণে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই উত্তরবঙ্গে রয়েছে বহু আলোচিত চিকেন নেক, শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী এই করিডর মাত্র ২২ কিলোমিটার সংকীর্ণ অংশ। *এরপর দশের পাতায়*

সিঁদুরের সাফল্যগাথা, চাপ বাড়াল নয়াদিল্লি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ মে : ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ে ভারত-পাকিস্তানের সোমবারের বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে রবি-সন্ধ্যায় অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যগাথা শুনিয়ে ইসলামাবাদের স্নায়ুর চাপ বাড়াল নয়াদিল্লি। ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই পাকিস্তানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'সংঘর্ষ বিরতি ভাঙলে ফের কড়া জবাব দেওয়া হবে।'

তিনি সাফ বলে দিয়েছেন, 'প্রয়োজনে আবার কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।' রবিবার তিন বাহিনীর সাংবাদিক বৈঠকের সূচনা হয় শক্তির প্রতীক 'শিবতাণ্ডব'-এর সুরে। সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব প্রথম পাকিস্তান দিয়েছিল জানিয়ে সে দেশের কোথায় কোথায়, কীভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, তার সবিস্তার বর্ণনা দেন তিন বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা।

ডিজিএমও-র কথায়, অপারেশন সিঁদুরে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধূলিসাৎ করা হয়েছে। যাতে শতাধিক জঙ্গি খতম হয়েছে। নিহতদের মধ্যে আইসি ৮১৪ বিমান অপহরণ ও পুলওয়ামায় হামলার মাস্টারমাইন্ড মুদাসসির খাস, হাফিজ জামিল এবং রউফ আজহার রয়েছে। মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর ইত্যাদি আক্রান্ত জঙ্গিঘাঁটিগুলির অপারেশন সিঁদুরের আগের ও পরের ছবি প্রকাশ করা হয় সাংবাদিক বৈঠকে।

পাকিস্তান বারবার ভারতের ক্ষয়ক্ষতির যেসব দাবি সামনে এনেছে, সেসব উড়িয়ে ডিজিএমও জানান, ৭ থেকে ১০ মের মধ্যে অপারেশন সিঁদুরে অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ জন পাক সেনা নিহত হয়েছেন। তবে পাক হানাতেও ৫ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরে শামিল ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটরা সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এয়ার মার্শালের কথায়, 'আমরা আমাদের লক্ষ্যপূরণে সফল হয়েছি।'

তবে তিনি স্বীকার করেন, 'পাকিস্তান জনবসতিপূর্ণ এলাকা, গ্রাম, গুরদোয়ারাকে নিশানা করেছিল। এতে বহু নাগরিকের প্রাণহানি ঘটে।' সেনার দাবি, পাকিস্তানের কোনও সাধারণ মানুষকে নিশানা করা হয়নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের অভিযোগ খারিজ করে এয়ার মার্শাল অবধেশ কুমার ভারতী বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরে নিশানা করা হয়েছিল শুধুমাত্র জঙ্গি এবং তাদের ঘাঁটিগুলি। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমরা জঙ্গিদের বেছে বেছে নিশানা করেছি। অন্যদিকে পাকিস্তান আমাদের সাধারণ মানুষ এবং সামরিক

এরপর দশের পাতায়

চরম হেনস্তা বিদেশসচিবের

নয়াদিল্লি, ১১ মে : কেন পাকিস্তানের সঙ্গে 'যুদ্ধ' বন্ধ করা হল, এই প্রশ্ন তুলে স্বয়ং বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রিকে অকথ্য গালাগাল দেওয়া হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাধ্য হয়ে মিস্রি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট করে দেন। মিস্রির সঙ্গে তাঁর মেয়েকেও গালাগাল দেয় অনেকে। বিদেশসচিব সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণার পরেই।

বাঘা যতীন পার্কের পিছনে বহিরাগতদের জটলা। রবিবার। -সংবাদচিত্র

শহরের সব মাঠে বহিরাগত জটলা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : বাঘা যতীন পার্ক, সূর্যনগর ময়দান, বলাকা মাঠ, বাল্মীকি স্কুলের মাঠ। এগুলোর মধ্যে মিল কোথায়? শিলিগুড়ির বাসিন্দারা বলছেন, এই জায়গাগুলিতে বহিরাগতদের দাপট লেগেই থাকে। তাতে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা।

তাঁরা বলছেন, রাতে তো বটেই এমনকি দিনদুপুরেও এই মাঠগুলির চারপাশে মদ, গাঁজার আসর বসছে। বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বহিরাগতরা। সেসব বাইকে আবার লাগানো থাকে মডিফায়েড সাইলেন্সার। ভয়ংকর শব্দে বাইক চালিয়ে এই মাঠগুলির চারপাশে চক্কর কাটে বহিরাগতরা। অথচ প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরনিগম এবং পুলিশ প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। এর আগে পুরনিগমের তরফে পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য বলা হয়েছে বলে মেয়র জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতি হয়নি। বরং অসামাজিক কাজকর্ম আরও বেড়েছে।

মানুষের এত ভোগান্তি হলেও পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বিষয়টিকে বড় করে দেখতে নারাজ।

এরপর দশের পাতায়

রাতের গাড়ি ঘিরে শঙ্কা উত্তরায়ণে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : উত্তরায়ণের খালি বাড়ি ও বাংলোগুলোতে রাত হতেই ভিনরাজ্যের গাড়ির আনাগোনা বাড়ছে। কে আসছে, কে যাচ্ছে, সেই তথ্য কারও কাছেই নেই। আর এনিয়েই স্থানীয় আবাসিকরা শঙ্কিত। অনেকেই বলছেন, খালি বাড়িগুলোর একাংশকে অসামাজিক কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলোর আড়ালে নকল মদের কারখানার বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে নানা বিষয় সামনে আসতে শুরু করেছে। আবাসিকদের অভিযোগ, রাতে এই আবাসন সংলগ্ন মলের পাবগুলোর মতোই পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে উত্তরায়ণ এলাকারও। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'রাতে উত্তরায়ণ এলাকায় ভিনরাজ্যের গাড়ি ঢোকার কোনও অভিযোগ যদি এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমেও আমরা উত্তরায়ণ এলাকায় নজরদারি রাখছি।'

শহর সংলগ্ন উত্তরায়ণ কার্যত মুক্তদ্বারে পরিণত হয়েছে। উত্তরায়ণের মূল রাস্তা দিয়েই নার্সিংহোম সহ বিলাসবহুল হোটেলে যাওয়া- আসার রাস্তা থাকায় ২৪ ঘণ্টাই ওই গেট খোলা থাকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবাঞ্ছিত গাড়িও রাতের অন্ধকারে উত্তরায়ণে ঢুকে পড়ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন সেখানকার আবাসিক কৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সময় দেখা যায়, বিহার, ঝাড়খণ্ডের গাড়ি উত্তরায়ণের ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির মধ্যেই চলছে মদ্যপান।'

- উত্তরায়ণের মূল গেট ২৪ ঘণ্টাই খোলা
- সেই সুযোগে বিহার, ঝাড়খণ্ডের গাড়ি রাতের অন্ধকারে ঢুকে পড়ছে

এমনকি মাস তিনেক আগে গাড়ির ভেতরে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে মদ্যপরা পুলিশের সঙ্গে ঝামেলাতেও জড়িয়ে পড়েছিল। তবে শুধু রাস্তায় মদ্যপানই নয়, একশ্রেণির মানুষ উত্তরায়ণে বাংলো-বাড়ি কিনে সেটা খালি রেখে আনন্দ-ফুর্তির জন্যও ব্যবহার করছে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন উত্তরায়ণের আর এক আবাসিক আইনজীবী অনুপ সরকার। তিনি বলেন, 'খালি বাংলো-বাড়িগুলোর অধিকাংশই এখন জুয়া, অসামাজিক কার্যকলাপের জায়গা হয়ে উঠেছে। আসলে সোসাইটির সঙ্গে আউটপোস্টের কোনও সংযোগ না থাকার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ডালিমটারে ৭০ ধরনের প্রজাপতি

ডালিমটারে ন্যাফের তরফে তোলা বিরল প্রজাপতির ছবি।

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১১ মে : ঈশ্বর যেন প্রজাপতি সংরক্ষণের জন্যই ডালিমটারকে বেছে নিয়েছেন। সেখানেই পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর উদ্যোগে গত ৯ মে থেকে তিনদিনব্যাপী প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উচ্চতায় কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের শান্ত ও নিরিবিলি গাছগাছালিতে ভরা পাহাড়ি গ্রাম এই ডালিমটার। রবিবার শিবির শেষে নিজেদের দারুণ উপলব্ধির কথা শোনালেন রাজ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতিবিদ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ মহুয়া সিনহা প্রমুখ। মহুয়া বললেন, 'ডালিমটারে আয়োজিত শিবিরে প্যারিস পিকক, চকোলেট অ্যালবাট্রস, ব্লু টাইগার, ক্যাভেজ হোয়াইট, মরমন এসব ধরনের প্রজাপতি তো দেখেছিই। কিন্তু তার পাশাপাশি আর যেগুলো দেখেছি বা ছবি তুলে রেখেছি সেই প্রজাতির প্রজাপতি সাধারণত দেখা যায় না। বিরল প্রজাপতির ওই তালিকায় হিমালয়ান কমন টিনসেল, লার্জ ইয়োমেন, অটাম লিফ, রাজা যেমন রয়েছে তেমনই ইস্টার্ন কোর্টিয়ারও দেখতে পেয়েছি।'

অন্যদিকে যুধাজিতের বক্তব্য, 'প্রজাপতি সংরক্ষণের জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা ডালিমটার। এলাকায় আরও বেশি করে নেকটার প্ল্যান্ট, হোস্ট প্ল্যান্ট ফুলের গাছ লাগিয়ে জায়গাটিকে প্রজাপতি সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।' রবিবারই শিবির শেষ হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত চেকলিস্ট তৈরি করা হয়নি বলে জানিয়েছেন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'গত তিনদিনে সংখ্যা ও ভ্যারাইটির দিক থেকে প্রায় ৭০ ধরনের প্রজাপতির দেখা পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ অনুযায়ী শিডিউল ১ শ্রেণিভুক্ত হোয়াইট স্পটেড কোর্টিয়ারও রয়েছে।' সবমিলিয়ে শুধুই পর্যটনের জন্য নয়, স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অসাধারণ ডালিমটারকে প্রজাপতি সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হলে বাস্তুতন্ত্রে নিশ্চিতভাবেই তার একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই সকলের মত।

এশিয়ান হাইওয়ের জমি বেদখল

আকাশছোঁয়া দামে কেনাবেচা চালাচ্ছে অসাধুচক্র, উদাসীন প্রশাসন

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়িতে এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন জমি দখল করে এভাবেই চলছে নির্মাণকাজ। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১১ মে : ভুটানের পাশাপাশি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ আড়াআড়ি দু'ভাগে ভাগ করেছে ধূপগুড়ি শহরকে। রাতের অন্ধকারে নয়, বরং দিনের আলোতেই আকাশছোঁয়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সেই সড়কের দু'পাশের জমি। শুধু বিক্রি হচ্ছে না, গড়ে উঠছে কাঁচা-পাকা দোকানঘরও। অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন, সবাই সবটাই জানে। কিন্তু তাদের চরম উদাসীনতায় চড়া দামে জমি কেনাবেচা আটকানো যাচ্ছে না। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং অবশ্য বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ব্যস্ত মহাসড়কের পাশে জমি দখলদারিতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া ওই জমি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন। ওই জমি দখল বেআইনি।'

এদিকে, এই দখলের গেরোয় সড়কের পাশের বৈধ জমি মালিকরাও সমস্যায় পড়েছেন। ধূপগুড়ি ২ নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন একটি জমির মালিক বাচ্চু সাহা। তিনি বললেন, 'এশিয়ান হাইওয়ে নির্মাণের সময় আমাদের বলা হয়েছিল সামনের জমিটা ফাঁকা থাকবে। কখনও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা অনুমতি সাপেক্ষে ওই জমিতে প্রবেশপথ বানাতে পারব। এখন দেখছি, আমাদের জমি এবং সড়কের মাঝে ঘর উঠছে। সেটা ভাড়াও দেওয়া হচ্ছে আবার কেনাবেচাও চলছে। সবার চোখের সামনে হলেও কেউ কিছু করছে না। কিন্তু কেন জানি না।'

এই প্রশ্নটাই ঘুরছে ধূপগুড়ি শহরের বামনি সেতু থেকে ওভারব্রিজ পর্যন্ত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পেশিশক্তি এবং আড়ালে থাকা স্থানীয় রাজনৈতিক আশ্রয় এই কাজের মূল পুঁজি। এভাবেই প্রথমে তৈরি হয় অস্থায়ী কাঠামো। তারপর সেখানে গড়ে ওঠে কাঠ এবং বাঁশের কাঠামো।

ধূপগুড়ি চৌপথি মোড় থেকে স্টেশন মোড় হয়ে ওভারব্রিজ পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশে একশো বর্গফুট জায়গাও কয়েক লাখ টাকায় হাতবদল হয়। খোঁজ করলে কেউ সামনে না এলেও সড়কের পাশে পোঁতা খুঁটি কিংবা ছোট অস্থায়ী দোকান দেখলেই বোঝা যায় সরকারি জমির কোন অংশে কার দখলে।

খোলা চোখেই এ নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ের তরফে নজরদারি দেখা না গেলেও কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। এশিয়ান হাইওয়ের এই অংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু বলেন, 'আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে আমরা নোটিশ জারি করি। এই কাজে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতাও নেওয়া হয়। তাতেও কাজ না হলে আইনি পদক্ষেপের জন্য বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়।'

যদিও বাস্তব এবং বক্তব্যের মধ্যেকার ফারাক বরাবরই অনেকটা বেশি। এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশের মহার্ঘ জমির দখল এবং বেআইনি কেনাবেচা নিয়েও সে কথা খাটে।

> ব্যস্ত মহাসড়কের পাশে জমি দখলদারিতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া ওই জমি দখল বেআইনি।
>
> -রাজেশকুমার সিং
> *ভাইস চেয়ারম্যান ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ড*

> আমাদের কাছে অভিযোগ এলে নোটিশ জারি করি। এই কাজে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতাও নেওয়া হয়।
>
> -সৌরভ বসু
> *জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ*

দখল চলছেই

- এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশে জমি ফাঁকা রাখা হয়েছিল নির্মাণের সময় থেকে
- গত কয়েক বছরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে একে একে
- অভিযোগ, এই দখলদারদের মাথায় রয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের 'হাত'
- একশো বর্গফুট জায়গাও কয়েক লাখ টাকায় হাতবদল

মেখলায় সীমার মাঝে অসীম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

মেখলা তৈরির জন্য চরকায় ব্যস্ত সীমা সাহা। বক্সিরহাটে।

বক্সিরহাট, ১১ মে : যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। এই আপ্তবাক্যটি প্রমাণ করছেন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের সীমারা। মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে দিশা দেখাচ্ছেন ওঁরা। সংসার সামলে চরকা ঘুরিয়ে তাঁত বুনছেন সীমারা। ওঁদের হাতের কারুকার্যে ফুটে উঠছে উত্তর-পূর্বের জনপ্রিয় মেখলা, ডোকনা। তাঁদের প্রচেষ্টায় আজ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে অনেকেই।

এক সময় তুফানগঞ্জে তাঁতের তৈরি শাড়ি, গামছা, চাদরের চাহিদা ছিল ব্যাপক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে সেসব সামগ্রী যেত। তবে সেসব দিন এখন ফুরিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসমের পোশাক মেখলা, ডোকনা তৈরি করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি সীমা, মামণিদের মতো অনেকেই। ওদের হাতে ফুটে উঠছে অসমের ঐতিহ্যবাহী পোশাক মেখলা। এই শাড়ির এতদিন মূলত অসমে সীমাবদ্ধ হলেও ফ্যাশন ও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বাংলার মেয়েরাও এখন এই শাড়ি পরতে পছন্দ করেন। আর সেই মেখলা নিজে হাতে বোনেন বক্সিরহাটের সীমা, মামণি, সুমনারা। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকার সীমা মোদক সাহা দীর্ঘ এক দশকের অধিক সময় মেখলা শাড়িতে সুতো বোনার কাজ করেন। তাঁর হাতে প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজ করছেন অনেকেই।

এলাকার তাঁতশিল্পীরা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট বাজার গড়ে না ওঠায় পরবর্তীতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হতে থাকে তাঁতকলগুলি। বাধ্য হয়ে অনেকেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে যোগ দেন। আবার অনেকেই বেছে নিয়েছেন অন্য পেশা। অনেকেই তাঁতের শাড়ি, গামছার বদলে মেখলা, ডোকনা তৈরি করছেন।

কী এই মেখলা? এই শাড়ি কখনও ছাপা হয় না। সব সময় তার গায়ে নকশা বোনা হয়। শাড়িতে ফুটে ওঠে বিভিন্ন কারুকার্য। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে তিনি শুরু করেন সুতো বোনার কাজ। পুরুষ কারিগরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কাজ শিখে সীমা এখন একা হাতেই মেখলা বানাতে পারদর্শী।

সীমার কথায়, 'একটু ভালো মানের ও দরের মেখলা তৈরিতে একজন কারিগরকে অন্তত দু'দিন সময় দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে আমার থেকে ২৮-৩০টি মেখলা কেনেন পাইকাররা। দাম থাকে চার থেকে পাঁচ হাজারের আশপাশে।'

সীমা এই কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন মামণি দাস, সুমনা দে'র মতো গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলাকে। মামণির কথায়, 'মেখলায় সুতোর সূক্ষ্ম নকশা তোলার কাজে ধৈর্য প্রয়োজন। সীমার থেকে আমরাও তাঁতের কাজ শিখেছি। নিজে হাতে একটা মেখলা শাড়ি বোনা মুখের কথা নয়।'

সীমান্তে পাচারের আগে ওষুধ উদ্ধার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ মে : মাদক নয়, বিভিন্ন রোগের ওষুধ পাচারের করিডর হয়ে উঠেছে বালুরঘাটের সীমান্ত। বেশ কয়েক মাস ধরে বিপুল পরিমাণে ব্যথার, হৃদরোগের, কাশি ও ভিটামিন সহ অন্যান্য ওষুধ বাংলাদেশ পাচারে জোর দিচ্ছে পাচারকারীরা।

শনিবার রাতে পাচারের আগেই বালুরঘাট থানার জলঘর সীমান্ত থেকে বেশ কিছু ওষুধ উদ্ধার করল বিএসএফ- এর ২৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন। উদ্ধার করা ওষুধের বাজারমূল্য কয়েক হাজার টাকা। ওই ঘটনায় অবশ্য কাউকে ধরা যায়নি। রবিবার বিএসএফ- এর পক্ষ থেকে বালুরঘাট থানায় ওষুধগুলি জমা দেওয়া হয়।

বিএসএফের প্রাথমিক অনুমান, এবার মাদকদ্রব্য পাচার নয় ওষুধ ও ইনজেকশন পাচারে জোর দিচ্ছে পাচারকারীরা। অনেকের অনুমান বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রোগী বৈধ অনুমতি নিয়ে ভারতে চিকিৎসা করাতে আসেন। চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ করা ওষুধ নিয়ে তারা বাংলাদেশে চলে যান। এরপর ওষুধ শেষ হয়ে গেলে ফের পড়শি দেশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় তাদের। আর এরই সুযোগ নেয় পাচারকারীরা। তারা ভারত থেকে ওষুধ কিনে বেশি দামে বাংলাদেশে পাচার করছে।

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'শনিবার বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু ওষুধ বালুরঘাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এই ওষুধগুলো ঠিক কি কি কাজে ব্যবহার হয় এনিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বিক্রয়

Flat for sale almost ready Ghosh Apartment, Netaji Road, Opp. Kaljani Govt. Housing Complex, Alipurduar. Contact : 98320-38844 / 94758-06888. (C/116448)

ক্রয়/বিক্রয়

বোলপুর, শান্তিনিকেতনে মনোরম পরিবেশে ছোট, বড় প্লট/বাংলোর জন্য যোগাযোগ করুন - 90384-40741/94325-25285. (C/116449)

অ্যাফিডেভিট

আমার মেয়ে Sneha Saha মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন নম্বর (6172059701), মার্কশিট ইনডেক্স নং (03026) ও সার্টিফিকেট (No. 100592N-0183) আমার নাম সজল সাহা থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 28/10/24 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে সজলবরণ সাহা হলাম। সজল সাহা, ওয়ার্ড নং. ৬, দিনহাটা। (S/M)

•

আমি শেফালী বেগম 10/3/2025 তারিখে জলপাইগুড়ি নোটারি পাবলিকে অ্যাফিডেভিট বলে লাজিনা বেগম হয়েছি। লাজিনা বেগম ও শেফালী বেগম একই ব্যক্তি। (C/116328)

কর্মখালি

Pharmacist চাই। Ph : 86170-03801. Anil Medical Hall. (C/116445)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় - 10-18000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। 94344-95134. (C/116323)

•

গ্যাংটক M.G. Marg-এর কাছে নতুন খোলা হোটেলে ম্যানেজার/ পার্টনার চাই। M: 9434117292 (C/116328)

আজ টিভিতে

লায়ন কান্ট্রি নাইট অ্যান্ড ডে সন্ধে ৭.৫৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৭.২৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.৩০ গোলমাল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.০০ পরান যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.১৫ শত্রু, সন্ধে ৭.১৫ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.১৫ দুজনে, ১.০০ একান্নবর্তী

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ সৎমা, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, রাত ১০.৩০ অভাগিনী, ১.৩০ সারথী : দ্য হিরো

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হাঁসুলি বাঁকের উপকথা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ১০.৫১ জয় সিমহা, দুপুর ১.৪৪ তিরঙ্গা, বিকেল ৪.৪৪ গুমনাম, সন্ধে ৭.৫৫ প্রলয় - দ্য ডেস্ট্রয়ার, রাত ১০.৫১ কালীবীরা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫২ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৫৪ এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৩০ হিম্মতওয়র, রাত ১০.২৫ রাধে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ থপ্পড়, ২.২৮ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, বিকেল ৪.৫৩ শর্মাজি নমকিন, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ ভীড়, ১০.৪৫ মুক্কাবাজ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৫৮ ডেট মুভি, ২.১৩ কুং ফু যোগা, বিকেল ৩.৫৫ ফায়ারহাউস ডগ, ৫.৪১ দ্য প্রোপোজাল

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪৪ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, বিকেল ৩.৪৪ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধে ৭.২৫ আইস এজ, রাত ৮.৪৩ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, ১০.১০ লিটল মনস্টার্স, ১১.৩৮ আওয়ার্স।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

রাধে রাত ১০.২৫ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ
দুপুর ১.৪৪ মুভিজ নাউ

ইনসাইড দ্য মহাকুম্ভ রাত ৮.০৮ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

ঝড়ের তাণ্ডবে দেরিতে দার্জিলিং মেল

হলদিবাড়ি, ১১ মে : ঝড়ের দাপটে রেলের বৈদ্যুতিক ওভারহেড তারের উপর বাঁশ পড়ে আগুন লাগে। ঘটনার জেরে ২৫ মিনিট দেরিতে হলদিবাড়ি থেকে ছাড়ে শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেল। রবিবার বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে প্রচুর গাছপালা ভেঙে গিয়েছে। হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ২৮/৩-৪ নম্বর পিলারের মাঝবরাবর একটি বাঁশ রেলের বৈদ্যুতিক ওভারহেড তারের উপর পড়ে। তারপরে সেখান থেকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ঘটনার খবর যায় রেলমন্ত্রকের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন রেলকর্মীরা। ফলে নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে ছাড়ে দার্জিলিং মেল। তাতেও যেন বিপত্তি পিছু ছাড়েনি। পাঁচ কিমি দূরে কাশিয়াবাড়ি রেলস্টেশনে পৌঁছে ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ না থাকায় পুনরায় ট্রেনটি থেমে যায়। এরপর রেলকর্মীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করলে ট্রেনটি এনজেপির উদ্দেশে রওনা দেয়। স্টেশন ম্যানেজার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'ঝড়ের জন্য রেললাইনের ওভারহেড তারের উপর বাঁশ পড়ে রেল চলাচল সাময়িক বিঘ্নিত হয়।'

রেলের ওভারহেড তারের উপর বাঁশ পড়ে আগুন

লাদাখের পোলোগোঙ্গকার পথে ২ মহিলা সহ ১২

শতবর্ষে জগন্নাথকে শ্রদ্ধা জানাতে অভিযান

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : এই প্রথমবার উত্তরবঙ্গের ছ'টি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব যৌথভাবে পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে বেরোতে চলেছে। সে ব্যাপারে আলোচনা করতে রবিবার আলিপুরদুয়ারের একটি হোটেলে ক্লাবের সদস্যরা একটি বৈঠকও করলেন। এই অভিযান সকলকে পর্বতারোহণের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ এনে দেবে। লাদাখের ২০,৯৬০ ফুট উচ্চতার মাউন্ট পোলোগোঙ্গকা শৃঙ্গ অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী জুলাই থেকে অগাস্ট মাসে ১২ জনের দল রওনা দেবে। তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলাও অভিযানে অংশ নেবেন। উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ও অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ের প্রাণপুরুষ সাহিত্যিক জগন্নাথ বিশ্বাসের জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং দেশের শহিদদের জন্য এই অভিযান উৎসর্গ করা হবে। আলিপুরদুয়ারের রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব, কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব, ময়নাগুড়ি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, ওদলাবাড়ি নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটি, নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি এবং নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাব-শিলিগুড়ির মোট ১২ জন ওই অভিযানে অংশ নেবেন।

অভিযানের কনভেনার সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সবাই একসঙ্গে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তাবে এর আগে জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবগুলি বৈঠকে এসেছিল। এদিন আলিপুরদুয়ারে আমাদের আরেকটি আলোচনা হয়।' দলের মধ্যে অভিজ্ঞদের সঙ্গে অনেক অনভিজ্ঞও থাকবেন। দলনেতা ভাস্কর দাস সহ জয়ন্ত সরকার, সুজয় বণিক, আমূল ঠাকুর, পার্থপ্রতিম দে, হীরক ব্রহ্ম, ত্রিদীপ সরকার, সায়ন ঘোষ, সুস্মিতা সরকার, পিয়ালি বিশ্বাস, নবনীশ গুহ এবং স্বরূপ খান দলে রয়েছেন। সকলে মিলে একসঙ্গে অভিযান করা হলে ঐক্যের বার্তাও ছড়িয়ে পড়বে। উত্তরবঙ্গ থেকে দিল্লি হয়ে মানালি পৌঁছাবে দলটি। সেখান থেকে দরচা, সোকার হয়ে পোলোগোঙ্গকা বেসক্যাম্প পৌঁছাবে। যার উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট। তারপর সেখান থেকে ক্যাম্প ১, ক্যাম্প ২ হয়ে সামিট করার চেষ্টা করবেন অভিযাত্রীরা। যদিও বাতাসে অক্সিজেনের অভাব, ঝোড়ো হওয়া, তুষারপাত, পাথর ভেঙে পড়ার মতো নানা সমস্যা রয়েছে। সেখানে অভিযাত্রীদের সুস্থ থাকাটাও চ্যালেঞ্জের বিষয়।

অভিযানের দলনেতা ভাস্কর বলেন, 'এই প্রথম একসঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে অভিযান হচ্ছে। এই অভিযানে ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সেইসঙ্গে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (আইএমএফ)-এর কাছে এই অভিযানের জন্য সাহায্যের আবেদন করা হবে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারিভাবেও আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে।' ওই দলেরই আরেক সদস্য আমূলও জানান, তিনি এর আগে অন্যান্য অভিযানে গিয়েছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সকলে একসঙ্গে যাননি। এটি একটি আলাদা অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে প্রথমবার এমন অভিযানে অংশ নেওয়া সুস্মিতা সরকার বলেন, 'আমি এব্যাপারে খুবই উৎসাহিত। এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।' উত্তরবঙ্গে বহু মানুষের মধ্যেই পর্বতারোহণের বিশেষ প্রতিভা রয়েছে। সে বিষয়ে নানারকম প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও মূলত আর্থিক অভাব ও অন্যান্য কারণে অনেকেই অভিযানে যাওয়ার সুযোগ পান না। তাই এবার অনেকে মিলে যৌথ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এছাড়া জয়ন্ত, সুজয়রা সকলেই এই অভিযান নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। **মিথুন :** অচেনা কাউকে বিশ্বাস করে কোনও কাগজপত্র হাতে দেবেন না। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। **কর্কট :** পেটের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **সিংহ :** প্রেমে মান অভিমান চলবে। হাঁটুর সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **কন্যা :** যে কোনও কাজ মাথা ঠান্ডা রেখে সেরে ফেলুন। ব্যবসায় সামান্য লোকসান। **তুলা :** অপরিচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **বৃশ্চিক :** বহুদিনের কোনও বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। আগুন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। **ধনু :** জমিজমা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায় আপনার জয় নিশ্চিত। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মকর :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে ঝামেলা মিটবে। ব্যবসায় ঋণ করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার বাধা কাটবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। **মীন :** সকালেই কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বিকেলের পর বাড়িতে আনন্দ উৎসব।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ বৈশাখ, ১২ মে, ২০২৫, ২৮ বহাগ, সংবৎ ১৫ বৈশাখ সুদি, ১৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।৬। সোমবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৯।১৯। স্বাতীনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৪৫। বরীয়ানযোগ অহোরাত্র। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।১৮ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, প্রাত ৫।৪৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১।৪০ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, প্রাতঃ ৫।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৯।১৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৪০ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১২ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ৮।১৮ গতে দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন যবশ্রাদ্ধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। বুদ্ধপূর্ণিমা। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস (১২ মে)। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।২ মধ্যে ও ১১।১৩ গতে ২।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মোষের পাল নিয়ে নদীতে। ফরাক্কা সংলগ্ন শ্রীঘরের সাহেবতলায়। রবিবার দুপুরে রাজু দাসের তোলা ছবি।

আলোচনার সিদ্ধান্ত মহকুমা পরিষদের

রুফটপ ক্যাফের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : কলকাতার ঘটনার রেশ। মহকুমা পরিষদ এলাকাজুড়ে বাড়তে থাকা রুফটপ রেস্টুরেন্টগুলি আদৌ অনুমতি নিয়ে তৈরি হয়েছে কি না, সেবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিল মহকুমা পরিষদ। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'যেহেতু পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্ল্যান পাশ হয়, তাই কোনও রুফটপ ক্যাফে বা রেস্টুরেন্ট অবৈধভাবে চললে, সেটা চিহ্নিত করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করব।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা ইতিমধ্যেই পুরোনো বাড়ি ও ভবনগুলি চিহ্নিত করতে সমীক্ষা শুরু করেছি। রেজোলিউশন করে সেই রিপোর্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে দেব।'

যদিও শহর লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে একের পর এক রুফটপ ক্যাফে ও রেস্টুরেন্ট হলেও সেগুলোর কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি বলে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায় স্পষ্ট বলেন, 'রুফটপ ক্যাফে ও রেস্টুরেন্টগুলোর বিষয়ে কোনও প্ল্যানই আমাদের থেকে পাশ করানো হয়নি। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে খুব দ্রুত মহকুমা পরিষদের সঙ্গে বৈঠকে বসব।'

মহকুমা পরিষদ এলাকার বিশেষ করে মাটিগাড়া, পাথরঘাটা, শিবমন্দির এলাকাজুড়ে শহুরে ছোঁয়া লেগেছে। রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফের সঙ্গেই গত কয়েক বছর ধরে রুফটপ রেস্টুরেন্ট-ক্যাফের সংখ্যা বেড়েছে।

ছবি : এআই

বেআইনি ব্যবসা

- কোন কোন রুফটপ ক্যাফে বা রেস্টুরেন্ট অবৈধভাবে চলছে, তা চিহ্নিত করার কাজ শুরু
- বহু ক্ষেত্রে প্ল্যান পাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ
- সমীক্ষা প্রয়োজন বলে মনে করছে পঞ্চায়েত

এমনকি শহর সংলগ্ন একটি শপিংমলে একাধিক রুফটপ ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজেদের জায়গার মধ্যে ছোট করে ইন্ডোর রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফে বানানো হয়েছে। পরে বাকি জায়গাটা রুফটপ রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফের ধাঁচে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এমনকি কিছু কিছু জায়গায় এক্সটেনশনও করা হয়েছে। যদিও সেই প্ল্যানও যে পাশ করা হয়নি, সেটা পরিষ্কার। লেকসিকন মোড়ের একটি রেস্টুরেন্টেও এক ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এই বিষয়টা নিয়েই কথা হচ্ছিল পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদের সঙ্গে। শপিং মলটি তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকারই অন্তর্গত। তিনি বলেন, 'কোনও ধরনের নির্মাণের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয় না, তাই পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমরা অন্ধকারে রয়েছি। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হলে, এই বিষয়গুলো দেখতে পারি।' একই বক্তব্য মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকারের।

একদিকে যেমন, রুফটপ রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফের দৌরাত্ম্য, তেমনই পুরোনো বাড়ি ও ভবনও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণ বলেন, 'সমীক্ষা করাটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ আমাদের এলাকায় প্রচুর পুরোনো বাড়ি আছে। সেগুলো জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সেই বাড়ি ও ভবনগুলোর কোনও ব্যবস্থা করা গেলে অবশ্যই ভালো হয়।'

শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে কড়ি ফেললেই মিলছে গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ নানা মাদক। অল্পবয়সীরা এতে আসক্ত হচ্ছে। নদীর পাড় বা স্কুল মাঠে বসছে নেশার আসর। ঠেক থেকে উড়ে আসছে কটূক্তি। সরব বাসিন্দারা।

নেশায় বুঁদ

অন্ধকার স্কুল মাঠে ঠেক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মে : ফাঁসিদেওয়া নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সোলার লাইট বসানোর দাবি উঠেছে। অভিযোগ, মাঠে আলোর ব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যা নামতেই নেশায় আসক্তরা সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। স্থানীয় কিছু তরুণ আবার আসর বসাচ্ছে একই চত্বরে থাকা ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলের পরিত্যক্ত হস্টেল এবং রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত ঘরেও। বাসিন্দাদের বক্তব্য, সীমানা প্রাচীর না থাকায় সমস্যা বেড়েছে। এসব বন্ধে পুলিশ ও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করুক। মাঠে বসানো হোক সোলার লাইট।

ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কাছে এমনটা চলতে থাকলেও ঘটনা প্রসঙ্গে নাকি কিছুই জানেন না প্রধান অণিমা রায়। তিনি বলেন, 'ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় লাইট লাগানো হয়েছে। স্কুল মাঠের পাশে যে এধরনের কার্যকলাপ চলছে, সেটি আমার জানা ছিল না। অবশ্যই সেখানে সোলার লাইট লাগানো হবে।' ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষের বক্তব্য, 'পুলিশ রাতেরবেলায় স্কুল মাঠে নজরদারি চালাবে।'

থানা মোড় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টির মাঠে পড়ে থাকছে খালি মদের বোতল, গ্লাস। এর কুপ্রভাব পড়ছে পড়ুয়াদের উপর। এর আগে পুরোনো হস্টেল ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন বাসিন্দারা। তবে সূত্রের খবর, প্রশাসনের তরফে অনুমতি না মেলায় সেই ঘরগুলি এখনও ভাঙা সম্ভব হচ্ছে না। সীমানা প্রাচীর তৈরিরও কোনও নির্দেশ আসেনি। তাই স্থানীয়রা চাইছেন, অন্তত আলোর ব্যবস্থা করা হলে মাঠে নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা কিছুটা হলেও কমবে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নেশার আসরের প্রতিবাদ করলে তাঁদের হুমকির মুখে পড়তে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামতেই ভিড় বাড়ে মাঠে। স্কুলের সহকারী শিক্ষক মনোজ দেবনাথের বক্তব্য, 'প্রশাসনের কাছে লাইট বসানোর আর্জি জানানো হবে।' এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল সভাপতি চন্দনকুমার রায় বলেছেন, 'স্কুল মাঠে সোলার লাইট বসানোর জন্য প্রস্তাব দেওয়া রয়েছে। ঘরগুলি ভেঙে দিলে আড্ডা বন্ধ করা যাবে।'

সাহু নদীর পাড়। এখানেই বসছে নেশার আসর।

সাহুর পাড়ে মাদকের আসর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১১ মে : দিন-রাত সাহু নদীর পাড়ে বসছে নেশার আসর। নেশায় আসক্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভোলানাথপাড়া, ক্ষুদিরাম কলোনি, ছোটা ফাঁপড়ি সহ পাড় লাগোয়া বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। নেশার আসর থেকে অনেক সময় পথচলতি মহিলাদের কটূক্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সেকারণে তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। আসর বন্ধে পুলিশের কাছে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন পুলিশ মাঝেমধ্যে এলাকায় টহলদারি চালায় ঠিকই কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়।

এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেছেন, 'নেশার আসর বন্ধে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হয়ে থাকে।' আশিঘর ফাঁড়ির এক আধিকারিকের কথায়, 'আশপাশে জঙ্গল রয়েছে। অভিযান টের পেলে দুষ্কৃতীরা দৌড়ে সেখানে ঢুকে পড়ছে।' স্থানীয় সূত্রের খবর, বর্তমানে সাহুর পাড় লাগোয়া এলাকায় অন্তত ১০টি মদের ঠেক রয়েছে বলে অভিযোগ। বেশ কিছু চায়ের দোকান ও অন্য দোকানে গাঁজাও পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া বাইরে থেকে ব্রাউন সুগার এনে এলাকায় বিক্রি করছে একটি চক্র। ক্ষুদিরাম কলোনির পিংকি রায়ের কথায়, 'সাহু নদীর সেতু সংলগ্ন এলাকায় সকাল সন্ধ্যা নেশার আসর বসে। অনেক সময় রাস্তার পাশেও বসছে মাদকের আসর।' ছোটা ফাঁপড়ির রীতা শর্মার বক্তব্য, 'ফাঁকা রাস্তায় মহিলাদের একা দেখলে দুষ্কৃতীরা কটূক্তি করে।'

এবিষয়ে এলাকাবাসীকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তৃণমূলের মজেন্দ্রনাথ রায়। তিনি বলেন, 'এলাকায় কেউ আসর বসালে স্থানীয়দের এসবের প্রতিবাদ করতে হবে। নেশার কুফল কী, সেটা পরিবারের লোকেদেরই আসক্তকে বোঝাতে হবে।' প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'বহু বাসিন্দা এমন অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরাও প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যকে ঘটনার দিকে লক্ষ রাখতে বলেছি। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হবে।'

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com
ADMISSION NOTICE 2025
উচ্চ মাধ্যমিকের পরে
3 YEARS
BACHELOR'S DEGREE
WITH GUARANTEED INTERNSHIP & APPRENTICESHIP
LIFETIME PLACEMENT SUPPORT
Paramedical Science
- Medical Lab Technology
- Operation Theatre Technology
- Radiology and Medical Imaging
- Physiotherapy
Hospitality Management
- Hospitality and Tourism Management
Banking & Finance
- Bachelor's Degree in Banking, Financial Service and Insurance (BFSI)
Top-tier University Tie-ups
Bvoc SKP of GALGOTIAS UNIVERSITY
MANGALAYATAN UNIVERSITY
0% Interest Education Loan
THE GEORGE TELEGRAPH TRAINING INSTITUTE
• COOCHBEHAR CENTRE : RRN Road, Rajmata Street, Ward No-7, Beside Rajmata Temple, Coochbehar - 736101, Ph. : 9830277023
• MALDA CENTRE : Rabindra Avenue, Malda - 732101, Ph : 9674165585
• SILIGURI CENTRE : Hill Cart Road, Venus More, Siliguri - 734001, Ph : 8335078359
• SILIGURI CENTRE : Lala Lajpat Roy Road, Ashramprara, Siliguri Ward No 13 of S.M.C, Dist - Darjeeling - 734 001, Ph. : 9083299024

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি

চোপড়া, ১১ মে : ক্ষণিকের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠুনঠুনিয়া ও গোয়াবাড়ি এলাকার কয়েকটি পরিবার। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রবিবার বিকেল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল। তারপর আচমকা ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়। মাত্র ৫ মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ে কয়েকটি কাঁচা ঘর ভেঙে পড়ার পাশাপাশি অনেকের ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। বেশকিছু গাছ উপড়ে যায়। ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।

ঠুনঠুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার ইসলাম জানান, হঠাৎ করে শুরু হওয়া ঝড়-বৃষ্টিতে গ্রামে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাড়ায় দুজনের ঘর ভেঙে গিয়েছে। ঘর হারিয়ে পরিবারগুলি অসহায় হয়ে পড়েছে। কাইমুল হক ও আতিরুল দুই ভাইয়ের টিনের শোয়ার ঘর, রান্নাঘর মিলিয়ে মোট চারটি ঘরের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঝড়ে। বেশকিছু আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে তাঁদের। গোয়াবাড়ি এলাকায় আবু

দাসপাড়া

তাহের নামে এক ব্যক্তির দুটি ঘর ভেঙেছে। এদিনের ঝড়ের প্রভাব পড়ে নিমতলা মোড় ও নয়াহাট এলাকাতেও।

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'আচমকা ঝড়ে বেশ কয়েকটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ নিয়ে ব্লক প্রশাসনকে জানানো হবে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা উত্তম বিশ্বাস - কে 21.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81K 71985 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এবং আমার জীবনকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার এক বিশাল সুযোগ দিয়েছে। আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য আমি তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফোনে তথ্য দিয়ে উধাও সাড়ে ৬ লক্ষ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : হাজারো সচেতনতা সত্ত্বেও যেন সাইবার ক্রাইমে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। এবার নিজের যাবতীয় তথ্য ফোনের অপরপ্রান্তের ব্যক্তিকে দিয়ে প্রতারণার শিকার এক অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। প্রতারিতের নাম সুরেশ্বর রাই। তিনি ভোলা মোড়ের বাসিন্দা। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে তিনি ৯ মে শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পেনশন অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যাংকে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী সুরেশ্বর। পরদিন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার অফিসের অ্যাকাউন্ট সেকশনের কর্মী পরিচয় দিয়ে তাঁকে

ফোন করেন একজন। অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে আলোচনার পর ব্যক্তিগত নানা তথ্য ফোনের অপরপ্রান্তের ব্যক্তিকে দেন সুরেশ্বর। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। সুরেশ্বরের কথায়, 'ফোনে ওই ব্যক্তি আমার নাম থেকে শুরু করে যাবতীয় তথ্য ঠিকঠাক বলে দিচ্ছিল। এমনকি আমার সঙ্গে আরেক রেলকর্মীও অবসর নিয়েছেন, তাঁর কথাও ফোনে বলা হয়।'

অবসরপ্রাপ্ত ওই রেলকর্মী বলেছেন, 'মার্চ মাসের শেষে আমি অবসর নিই। এরপর রেলের তরফে বলা হয়েছিল পেনশন অ্যাকাউন্ট করার জন্য। এপ্রিলে আমি তা তৈরি করতে পারিনি। এ ব্যাপারে আমি চলতি মাসের ৬ তারিখ একটি ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করি।' এরপরই ঘটে বিপত্তি।

৭ মে সুরেশ্বরের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে। তাঁর কথায়, 'হোয়াটসঅ্যাপে কল রিসিভ করার পর আমার পিপিও নম্বর, নাম- সবই ঠিক বলছিল

প্রতারণার শিকার অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী

অপরপ্রান্তের ব্যক্তি। এপ্রিল ও মে মাসের পেনশন দ্রুত যাতে অ্যাকাউন্টে ঢোকে, সেজন্য এই হোয়াটসঅ্যাপ কল বলে দাবি করা হয়। সেকারণে বিশ্বাস করে ফেলি।'

এরপর ওই প্রবীণকে অবসরের তথ্য সংক্রান্ত একটি ফর্ম্যাট পাঠানো হয় হোয়াটসঅ্যাপে। তার দেড় ঘণ্টা পরই সুরেশ্বরের নজরে আসে, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে কীভাবে টাকা তোলা হল, সেটা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। তাঁর ব্যাপারে এত তথ্যই বা সাইবার অপরাধীরা কীভাবে পেল, সেটা নিয়েও রহস্য রয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম থানা। সাইবার ক্রাইমের এক কর্তার কথায়, 'তদন্ত করা হচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের কোনও তথ্যই কাউকে দেওয়া উচিত নয়।'

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করুন
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in
আধিকারিক প্রবেশ
১০+২ টিইএস-৫৪ কার্যধারা (জানুয়ারি ২০২৬)-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করার আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি www.joinindianarmy.nic.in-এ ১৩ মে ২০২৫ থেকে ১২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে। টিইএস-৫৪ কার্যধারার জন্য জেইই মেইনস ২০২৫ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। এই কার্যধারার নির্ণায়ক রূপে দ্বাদশ শ্রেণিতে পিসিএম-এ (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিতে) ন্যূনতম ৬০% নম্বর পাওয়া অনিবার্য।
COMMISSIONED OFFICER
Applications are invited for 10+2 TES-54 course (Jan 2026). Online applications will open on www.joinindianarmy.nic.in from 13 May 2025 to 12 Jun 2025. Appearance in JEE (Mains 2025 is mandatory for TES-54 Course. This is in addition to the criteria of minimum 60% marks in PCM (Physics, Chemistry and Mathematics) in Class 12th.
দ্রষ্টব্য :-
১। সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণ সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালালচক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in পরিদর্শন করুন।
Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, visit www.joinindianarmy.nic.in
CBC 10601/11/0014/2526

বারলার বাড়িতে গেরুয়া শিবির, জল্পনা তুঙ্গে

বানারহাট, ১১ মে : গত জানুয়ারি মাসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমঞ্চে থেকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে দলবদলের যে জল্পনা চলছিল, তাতে আরও হাওয়া দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তারপর মাস চারেক কেটে গেলেও যোগদান হয়নি এখনও। এরই মধ্যে স্ত্রীকে হারিয়েছেন বারলা। রবিবার প্রয়াত স্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাদেরই বেশি বেশি আনাগোনা দেখা গেল। তুলনায় তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতি নগণ্যই। তা নিয়ে আবার জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

তবে পদ্ম বা ঘাসফুলের কোনও নেতাই এদিনের শোকের আবহে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চাননি। এসবের সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে আপত্তি রয়েছে শোকবিহ্বল বারলারও। বারলা বলেন, 'দুঃখের দিনে কাছের বন্ধু ও নিজের লোকেদের সমবেদনা মানসিক শক্তি বাড়ায়। এখানে রাজনীতি খোঁজার কোনও মানে নেই।'

বারলার নাগরাকাটার হৃদয়পুরের খামারবাড়িতে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বারলা দাবি করেছেন, সেই অনুষ্ঠান একেবারেই পারিবারিক। তবে সেখানে এদিন রাজনীতির

নেতাদের ভিড়

- গত ২৩ এপ্রিল প্রয়াত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী
- পারলৌকিক কাজকর্ম হওয়ার পর রবিবার ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান
- সেখানে নজর কাড়ে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতাদের আধিক্য
- এসেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংও

লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যেতে না পারলেও সাতসকালে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাড়িতে এসেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিজেপির তাবড় তাবড় নেতারা। আর রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ও চা শ্রমিক সংগঠন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর সহ বানারহাট এলাকার দু'একজন নেতা ছাড়া ঘাসফুল শিবিরের আর কাউকে এদিন দেখা যায়নি।

বারলার বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়। তৃণমূলের এই জেলার কোনও শীর্ষ নেতা কিন্তু এদিন লক্ষ্মীপাড়া কিংবা হৃদয়পুরে কোথাও আসেননি। সবকিছু দেখেশুনে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে, তবে কি বিবাগী বারলাকে কাছে টানতে বিজেপির এই তৎপরতা?

গত লোকসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে বারলা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ, বিজেপিরই মনোজ টিগ্গার প্রতি বারবার বিষোদ্গার করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এদিন দুপুরে হৃদয়পুরের খামারবাড়িতে দুপুরে আসেন প্রকাশ। তাঁর সঙ্গে বসেই বারলা মধ্যাহ্নভোজ সারেন। জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বকে দেখা গেল না কেন প্রশ্ন করায় প্রকাশের জবাব, 'দল একটাই। যে কেউ আসতে পারেন। জেলা বলে আলাদা কিছু নেই। আর এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ।'

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'দেখছি'। গত ২৩ এপ্রিল প্রয়াত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী। পারলৌকিক কাজকর্ম হওয়ার পর এদিন ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে অনেকে উপস্থিত হন।

উড়ান।। রায়গঞ্জের কুলিক বার্ড স্যাংচুয়ারিতে হোয়াইট আইড প্যারাকিটের ছবিটি তুলেছেন প্রবাহ চৌধুরী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অনিশ্চয়তায় মেকানিক-কনডাক্টররা

বাড়েনি বেতন, অসন্তোষ নিগমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : রাজ্যের নতুন সার্কুলারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চুক্তিভিত্তিক চালকদের বেতন বাড়লেও, কনডাক্টর, মেকানিকদের বেতন বাড়ানো সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ আসেনি। এই পরিস্থিতিতে নিগমের অন্দরে মেকানিক, কনডাক্টরদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাঁদের বেতন আদৌ বাড়বে কি না, বাড়লেও কবে বাড়বে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

কনডাক্টর, মেকানিকদের অসন্তোষের বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না নিগমের কর্তাদেরও। এমনকি বিষয়টা নিয়ে তাঁরা রাজ্য সরকারের সঙ্গেও কথা বলেছেন বলে নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, 'পুরো বিষয়টাই রাজ্য সরকারের ব্যাপার। আমরা আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতির বদল হবে। সমস্যাও মিটে যাবে। কনডাক্টর, মেকানিকদের জন্যও বেতন বাড়ার নতুন সার্কুলার দ্রুত আসবে বলে আশা করছি।'

ক্ষোভ যেখানে

- চালকদের বেতন বেড়েছে
- কিন্তু কনডাক্টর ও মেকানিকদের জন্য কোনও সার্কুলার আসেনি
- তাঁদের বেতন এখনও ১৩,৫০০ টাকাই রয়ে গিয়েছে
- বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না নিগমের কর্তাদেরও
- রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা চলছে
- নতুন সার্কুলার দ্রুত আসবে বলে দাবি নিগমের চেয়ারম্যানের

নিগমের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেকানিক, কনডাক্টর ও চালক মিলিয়ে বর্তমানে নিগমে কর্মীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে সাতশো চালক রয়েছেন। নিগমের কর্মীদের কথায়, চালকদের মধ্যে দুই ধরনের চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন। এক ধরনের কর্মী রয়েছেন, যাঁদের নিয়োগ হয়েছে এজেন্সির মাধ্যমে। আরেক ধরনের কর্মী রয়েছেন, যাঁদের সরাসরি চুক্তিতে নিয়োগ করেছে নিগম। দুই মাধ্যমেই নিয়োগ হওয়া চালক সহ মেকানিক, কনডাক্টরদের প্রথমে মাসিক বেতন ছিল ১৩,৫০০ টাকা। পরে দুই হাজার টাকা বাড়লেও বছর দুয়েক আগে সেই বেতন ফের কমে হয় ১৩,৫০০ টাকা। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তবে রাজ্য সরকারের নতুন সার্কুলারে এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া চালকদের বেতন বেড়ে হয়েছে ১৬,০০০ টাকা।

নিগমের পক্ষে সরাসরি চুক্তিতে নিয়োগ হওয়া চালকদের বেতন শুরু হয়েছে ২০,০০০ টাকা থেকে। এক্ষেত্রে দশ বছর ধরে কাজ করলে বেতন ২০,০০০ টাকা, ১৫ বছর ধরে কাজ করলে বেতন ২৫,০০০ টাকা, ২০ বছর ধরে কাজ করলে বেতন ৩৫,০০০ টাকা। তার বেশি সময় ধরে কাজ করলে বেতন ৩৯,০০০ টাকা হয়।

যদিও কনডাক্টর ও মেকানিকদের জন্য কোনও সার্কুলার না আসায় এখনও তাঁদের বেতন ১৩,৫০০ টাকাই রয়ে গিয়েছে। এক কনডাক্টরের কথায়, 'আট বছর ধরে আমি এখানে কাজ করছি। কিন্তু বেতন এক জায়গাতেই আটকে রয়েছে।'

নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'চালকের বেতন বেড়েছে সেটা ভালো। তবে বাকিদেরও যাতে বেতন বাড়ানো হয়, তা দেখতে হবে। না হলে এটা মামলার পর্যায়ে চলে যাবে। আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়টা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছি।'

বিপজ্জনক সেতু দিয়েই চলছে যান

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১১ মে : সেতুর নীচে কংক্রিটের পিলার ভেঙে বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। সেতুর গায়ে শ্যাওলা ধরেছে, গজিয়েছে জংলি গাছ। অথচ এমন বিপজ্জনক সেতু দিয়েই চলছে ভারী যানবাহন। খড়িবাড়ি ব্লকের স্বর্ণমতি সেতুর এমন বেহাল অবস্থা সত্ত্বেও গত ৬ বছর ধরে সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ অবশ্য উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

অধিকারী বারাসতভিটা ও চেকরমারি গ্রামের মাঝখান দিয়ে স্বর্ণমতি নদী বয়ে গিয়েছে। এই নদীর ওপরই রয়েছে প্রায় ৭০ ফুট দীর্ঘ স্বর্ণমতি সেতু। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে ৪১ বছর আগে কংক্রিটের সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ-পানিশালি ও বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপাল সীমান্ত লাগোয়া অন্তত ২০টি কৃষিপ্রধান গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের ভরসা এই সেতুটিই। এলাকার বাসিন্দারা এই সেতু পেরিয়ে অধিকারী বারাসতভিটা, খড়িবাড়ি ও শিলিগুড়িতে যাতায়াত করেন।

সেতুর দুই পাশের কংক্রিটের পিলার থেকে মরচে ধরা লোহার রড সিমেন্টের ঢালাই ভেঙে বেরিয়ে শূন্যে ঝুলছে। সেতুর নীচে একাধিক জায়গায় কংক্রিটের ঢালাইয়ের চাঙড় খসে পড়েছে। সেতুর পিলারে জংলি গাছ গজিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রতন বর্মনের কথায়, 'দুর্বল সেতু। অথচ বালি-পাথর বোঝাই ট্র্যাক্টর, ভারী মালবোঝাই ট্রাক, ডাম্পার সহ যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়মিত বিপজ্জনক সেতু দিয়ে যাতায়াত করছে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

ভবতোষ বর্মন নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বহুবার পঞ্চায়েত সদস্যকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মাঝেমধ্যে সরকারি লোকজন আর ইঞ্জিনিয়াররা আসেন। দেখেটেখে চলে যান। কিন্তু সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। সামনেই বর্ষা। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।'

সেতুটি যে খুবই বেহাল অবস্থায় রয়েছে, তা মেনে নিয়েছেন রানিগঞ্জ-পানিশালি পঞ্চায়েতের সদস্য অনীতা মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য,

বেহাল সেতু

- সেতুতে গজিয়েছে শ্যাওলা আর জংলি গাছ। রডে মরচে ধরে গিয়েছে
- ভেঙে পড়ছে চাঙড়। দুর্বল পিলার
- ৬ বছর ধরে সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেই
- পঞ্চায়েত আর মহকুমা পরিষদকে জানিয়েও কাজ হয়নি

'বিষয়টি বিডিও সহ মহকুমা পরিষদকে জানিয়েছিলাম। প্রায় বছরখানেক আগে ইঞ্জিনিয়াররা সেতুটির পরিদর্শনে এসছিলেন। কিন্তু এখনও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' অবশ্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'সেতুটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পরিষদ। ইঞ্জিনিয়াররা সেতুর নীচের মাটি ও পরিকাঠামো পরীক্ষা করেছেন।' অবশ্য অভিযোগ যাই থাকুক সেতু সংস্কারের আশ্বাস মিলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'নবান্নে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ছাড়পত্র মিললেই দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

মাঠে বালি, সমস্যায় ক্রীড়াপ্রেমীরা

চোপড়া, ১১ মে : চোপড়া থানার সামনেই রয়েছে একটি খেলার মাঠ। সেই মাঠের এক প্রান্তেই বালি রাখছে পুলিশ। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। অবৈধ বালিবোঝাই ট্রাক আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। কিন্তু থানা চত্বরে আর সেই বালি রাখার জায়গা না থাকায় খেলার মাঠের একপ্রান্তে ফেলা হচ্ছে। খেলার মাঠে বালি ফেলায় বিপাকে পড়েছেন সেখানে খেলতে আসা স্থানীয়রা। পুলিশ জানিয়েছে, কিছু পরিমাণ বালি আদালতের অনুমতিতে ব্লক ভূমি দপ্তরের মাধ্যমে নিলাম করা হয়েছে। নিলাম শেষ হলে মাঠ থেকে বালি খালি করে দেওয়া হবে।

চোর সন্দেহে গণপিটুনি

চোপড়া, ১১ মে : গোরু চোর সন্দেহে দুই তরুণকে গণপিটুনি দিল জনতা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আবদুল খালেক ও আমজাদ আলি নামে ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে চোপড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। চিকিৎসার পর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনা ঘিরে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দাসপাড়ার বাসিন্দা দুই তরুণকে সোমবার আদালতে তোলা হবে।

বাইক দুর্ঘটনায় আহত তিন

চোপড়া, ১১ মে : মিশন মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি বাইক। বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেলে চালক সহ তিনজন আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সদর চোপড়া থেকে কালাগছ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

অস্ত্র সহ ধৃত ৫

শিলিগুড়ি, ১১ মে : গভীর রাতে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সহ জড়ো হওয়া পাঁচ তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকা থেকে সুজিত তামাং, অভিজিৎ রায়, বিষ্ণু বর্মন, সঞ্জয় দাস ও সত্য কুমার নামে ওই পাঁচ তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুললে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে দার্জিলিংগামী রাস্তা

কাজ হারানোর শঙ্কায় বহু ঠিকাদার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড কেন্দ্রীয় নির্মাণকারী সংস্থার হাতে চলে যাওয়ায় এই অঞ্চলের প্রচুর মানুষ কর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন। এতদিন পূর্ত দপ্তরের হাতে রাস্তাটি থাকায় যাঁরা নিয়মিত কাজ পেতেন তাঁরা কাজ হারাতে পারেন। এই আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় সরকার ও দার্জিলিংয়ের সাংসদের দ্বারস্থ হচ্ছেন ঠিকাদাররা। তাঁদের বক্তব্য, 'এর আগে কালিম্পংগামী রাস্তা কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে যাওয়ায় সেখানে আর স্থানীয় ঠিকাদাররা কাজ পাচ্ছেন না। তাই দার্জিলিংয়ের রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের হাতেই রাখা হোক।' অবশ্য দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'এনএইচআইডিসিএলের হাতে রাস্তা আসার পরে আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হবে। অনলাইন টেন্ডারে সবাই অংশ নিতে পারবেন। ফলে কাজ হারানোর কোনও আশঙ্কা নেই।'

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এবং কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগ দেখাশোনা করত। এই সড়কের মেরামতি থেকে সম্প্রসারণ সহ সারাবছরের বিভিন্ন কাজকর্মের বরাত স্থানীয় ঠিকাদাররাই পেতেন। পাহাড়জুড়ে এমন প্রায় ৩০০টি ঠিকাদার সংস্থা রয়েছে। এদের অধীনে পাহাড়ের প্রচুর মানুষ কাজ করেন। কালিম্পং এবং সিকিমের জাতীয় সড়ক কিছুদিন আগে পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে নিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) হাতে দেওয়া হয়েছে। ফলে সেবক, কালিঝোরা, তিস্তাবাজার, কালিম্পংয়ের শতাধিক ঠিকাদার কাজ হারিয়েছেন। এই ঠিকাদারদের অধীনে কর্মরত প্রচুর শ্রমিকও আর কাজ পাচ্ছেন না। এখন এনএইচআইডিসিএল বাইরে থেকে ঠিকাদারি সংস্থাকে এনে পুরো কাজ করছে।

একইভাবে দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এনএইচআইডিসিএলের হাতে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে এখানকার ঠিকাদার এজেন্সি এবং শ্রমিকদের কাজ হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সুকনা থেকে শুরু করে তিনধারিয়া, গয়াবাড়ি, মহানদী, কার্সিয়াং, সোনাদা, ঘুম এবং দার্জিলিংয়ের প্রায় ১৫০টি এজেন্সি এই রাস্তার কাজে যুক্ত। এই এজেন্সিগুলির প্রত্যেকটির অধীনে ২০০-২৫০ জন করে শ্রমিক রয়েছেন। কিন্তু রাস্তাটি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে চলে যাওয়ায় এবার

দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। -সংবাদচিত্র

বিপাকে শ্রমিকরা

- সুকনা থেকে শুরু করে তিনধারিয়া, গয়াবাড়ি, মহানদী, কার্সিয়াং, সোনাদা, ঘুম এবং দার্জিলিংয়ের ১৫০টি এজেন্সি রাস্তার কাজে যুক্ত
- এই এজেন্সিগুলির প্রত্যেকটির অধীনে ২০০-২৫০ জন করে শ্রমিক রয়েছেন
- কাজ হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন হাজার-হাজার শ্রমিক

কাজ হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন তাঁদের সকলেই। কার্সিয়াংয়ের ঠিকাদার সুরজ প্রধানের বক্তব্য, 'পূর্ত দপ্তর কাজের টেন্ডার করলেও বাইরের কোনও এজেন্সি এখানে আসেনি। আমরাই কাজগুলি পেতাম। আমাদের মাধ্যমে পাহাড়ের স্থানীয় শ্রমিকরাও কাজ করতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিজেদের মতো করে দিল্লি থেকে টেন্ডার করে জাতীয় স্তরের এজেন্সিকে কাজ দেবে। স্থানীয়রা আর কাজ পাবেন না।'

ঘুমের একটি এজেন্সির কর্তা মোহন শর্মার কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে দার্জিলিংয়ের রাস্তা পূর্ত দপ্তরের হাতে রয়েছে। আমরাও সারাবছর এই রাস্তায় কাজ করেই নিজেদের রুজিরুটির ব্যবস্থা করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাস্তাটি নিয়ে নেওয়ায় আমরা আর কাজ পাব না। পাহাড়ের বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে গেলেন। এর প্রতিবাদে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিচ্ছি। দার্জিলিংয়ের সাংসদকেও বিষয়টি জানানো হচ্ছে।'

গাড়ির ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ১১ মে : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ি ও বাইককে ধাক্কা মারল আরেকটি গাড়ি। তাতে আহত হয়েছেন দুজন পথচারী। তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। গাড়িচালক ও তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বালাসন থেকে পিকনিক পার্টির সদস্যদের উদ্ধার করা হচ্ছে। -খোকন সাহা

ইউজিসি নেটে ভালো ফল সৌপর্ণর

শিলিগুড়ি, ১১ মে : ইউজিসি নেট (জেআরএফ)-এ জুলজিতে সর্বভারতীয় স্তরে ৮৭ র‍্যাংক করলেন শিলিগুড়ির সৌপর্ণ ঘোষ। মাইক্রো প্লাস্টিকের জেরে কীভাবে নদী দূষণ হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে চান তিনি। সুভাষপল্লির বাসিন্দা সৌপর্ণ শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে ২০১৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ২০২২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে জুলজিতে স্নাতক হন। বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করেন ২০২৪-এ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের একটি প্রোজেক্টে মহানন্দা ও তিস্তায় দূষণ নিয়ে কাজ করছেন সৌপর্ণ। তিনি বলেন, 'স্নাতকোত্তরে ইকোটক্সিকলজির ওপর স্পেশালাইজেশন করেছিলাম। মাইক্রো প্লাস্টিকের জন্য নদী কীভাবে দূষিত হচ্ছে, এর ফলে জলজ প্রাণীর কী কী ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা করব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই এই ইচ্ছে জেগেছিল।'

সৌপর্ণ জানান, মহানন্দা, তিস্তায় দূষণ অনেকটাই বেড়েছে। রাজ্যের বাকি নদী, বিলগুলোর কী পরিস্থিতি, তা নিয়েও গবেষণার ইচ্ছে রয়েছে বলে জানিয়েছেন এই কৃতী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করতে চান সৌপর্ণ।

বাবা-মায়ের বিয়ের সাক্ষী থাকল সন্তানরা

গয়েরকাটা, ১১ মে : বাবা-মায়ের বিয়ে দেখা! কথার কথা মাত্র। এমন বিয়ের সাক্ষী থাকা সহজ বিষয় নয়। রবিবার বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাইপাড় কিন্তু এমন অভিজ্ঞতারই সাক্ষী থাকল। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ১৫ জোড়া দম্পতি এদিন নববধূ-বরের সাজে খুট্টিমারি বিট অফিস সংলগ্ন এলাকার সারনা শাদি-র মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারও একটি, কারও বা একাধিক সন্তান। বয়স কারও ২২ তো কারও ৪২। রাজী পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত খুট্টিমারি বনবস্তি ইউনিটের আয়োজনে এদিন প্রকৃতি পারাব সারহুল খাদদী পূজা মিলন সমারোহের পাশাপাশি সারনা শাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবিবার মাতৃ দিবস ছিল। যারা মায়েদের বিয়েতে শামিল হওয়ার সুযোগ পেল, এই অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য তাদের মন-ডায়েরিতে অম্লান হয়ে থাকবে। আয়োজকদের তরফে ফাগু ওরাওঁ বললেন, 'খুব সুন্দরভাবে এদিনের কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই।'

ডিসিকে চিঠি

শিলিগুড়ি, ১১ মে : ফুলেশ্বরী মোড়ে যানজট সমস্যার সমাধানে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরকে চিঠি দিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। শংকর বলেন, 'সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ফুলেশ্বরী সেতু এলাকায় যানজট লেগে থাকে। তাই সেখানে ট্রাফিক পুলিশ কিংবা সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

এখনও কানে ভাসছে বিস্ফোরণের শব্দ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ মে : মাঝেমধ্যেই বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠছে শরীর। হস্টেলের জানলা দিয়ে তাকালেই ড্রোন আর মিসাইল উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। দেশের মধ্যেই এমন পরিস্থিতির মুখে কখনও পড়তে হবে, স্বপ্নেও ভাবেননি কিংশুক-আর্যরা। ওঁরা প্রত্যেকেই শিলিগুড়ি থেকে পঞ্জাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত-পাক সংঘর্ষের মধ্যে পঞ্জাবের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে দিশেহারা অবস্থা হয়। শিলিগুড়িতে ফিরেও যেন আতঙ্ক কাটেনি।

এক বছর আগে জলন্ধরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান শিবমন্দিরের কিংশুক ভৌমিক। তিনি বলেন, 'হস্টেলে বসে লাগাতার সাইরেনের শব্দ শুনেছি। সারারাত ব্ল্যাক আউট ছিল। বাড়ি ফেরার আগের দু'দিন ভয়ে রাতে ঘুমোইনি। শনিবার সারাদিন খাওয়াও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছিলাম, তা এখনও মনে পড়লে ভয় লাগছে।'

পঞ্জাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে এই পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন অনুরাগ, আর্য সহ অনেক ছাত্রই। যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য সীমান্তবর্তী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে বাড়ি ফিরতে পারব, তা নিয়ে উদ্বেগে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল

হস্টেলের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণ। পঞ্জাবের জলন্ধরে।

> হস্টেলে বসে লাগাতার সাইরেনের শব্দ শুনেছি। সারারাত ব্ল্যাক আউট ছিল। বাড়ি ফেরার আগের দু'দিন ভয়ে রাতে ঘুমোইনি।
>
> -কিংশুক ভৌমিক, ছাত্র

অনুরাগ মজুমদারের। তাঁর কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অনলাইনে সিমেস্টারে পরীক্ষা ঘোষণা হওয়ার পরই রবিবার বাড়ি ফেরার জন্য ফ্লাইটের টিকিট কাটি। কিন্তু পঞ্জাব থেকে দিল্লি আসার ট্রেনে এত ভিড় ছিল যে আমি ট্রেনে উঠতে পারিনি। পরে আবার অন্য ট্রেনে দিল্লি আসি। তারপর ফ্লাইটে বাগডোগরা।' পঞ্জাবে পড়তে গিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় শিলিগুড়ির আর্য ঘোষেরও। তাঁর কথায়, 'হস্টেল থেকে বাইরে বেরোতে না পারায় শুধু জল খেয়েই দিন কাটিয়েছি। শিলিগুড়িতে এসে যেন কিছুটা ভয় কাটল।' সন্তানকে পঞ্জাবের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য সিট বুক করেছিলেন শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা বিপুল দে। তিনি বলেন, 'মেয়েকে নিয়ে পঞ্জাব যাওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কীভাবে যাব, সেটাই এখন ভাবছি।'

বালাসনের চরে আটক পিকনিকের দল

বাগডোগরা, ১১ মে : রবিবার পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতে হঠাৎ বালাসন নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় নদীর চরে আটকে পড়ে পিকনিক করতে আসা ১৭ জনের একটি দল। শেষপর্যন্ত দুই তরুণের চেষ্টায় সকলকে সুস্থ অবস্থায় নদীর এপারে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন পিকনিকের মরশুম নয়। রবিবার এই গরমেও পিকনিক করতে এসেছে ত্রিহানা চা বাগানের কাছে এমএম ইকো ট্যুরিজম স্পটে শিবমন্দিরের ১৭ জন তরুণ-তরুণীর একটি দল। এমএম তরাই গ্রামের বাসিন্দা নিমা মোক্তানের কথায়, 'আজকে ছুটির দিন থাকায় এক দল তরুণ-তরুণী পিকনিক করতে এসেছিলেন। দলটি নদী পার হয়ে কিছুটা উজানে চরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। পাহাড়ে অতিবর্ষণের জন্য নদীতে হঠাৎ হড়পার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্রমেই জলের স্তর বাড়তে থাকে।

আতঙ্কিত হয়ে সাহায্যের আবেদন জানাতে থাকেন তাঁরা। ওই সময় সাহস করে এগিয়ে আসেন শিবমন্দিরের দুই তরুণ রাজা রায় ও কিরণ সিনহা।' স্থানীয়দের সাহায্যে দড়ি দিয়ে একে একে সকলকে উদ্ধার করে নিরাপদে এপারে নিয়ে আসা হয়েছে।

দুষ্কৃতী পাকড়াও

মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি সহ পাঁচ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করল কান্দি থানার পুলিশ। চড়কতলা মাঠে পরপর গুলির শব্দের পরেই স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।

ধর্ষণের শিকার

পাটের খেতে কাজ করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার এক মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে।

দেশবিরোধী কার্যকলাপ

পাকিস্তানের সমর্থনে সমাজমাধ্যমে পোস্ট ও জাতীয় পতাকা পোড়ানোর অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে বারাসত থানার পুলিশ। অভিযুক্তর সহকর্মীরাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

নিখোঁজ বিড়াল

পশু চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে পোষ্য বিড়াল নিখোঁজ হতেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক কলেজ ছাত্রী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করলেন।

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রভাব শিল্প-বাণিজ্যে

কেক ও শাড়িতে স্বদেশিয়ানা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ মে : রবিবারের দুপুরে এন্টালির অন্যতম বিখ্যাত কেকের দোকানটিতে ভিড় চোখে পড়ার মতো। উৎসুক জনতা মোবাইলে ছবিও তুলে নিচ্ছে। অনেকে দামদরও জিজ্ঞাসা করছেন। কিন্তু দোকানের মালিক স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন, এই কেকগুলি বিক্রির জন্য নয়। দেখা গেল, অন্তত ১০ পাউন্ডের দুটি কেক সাজানো রয়েছে। তাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান। তেমনি নিউ মার্কেটের একটি দোকানে আনা হয়েছে ‘অপারেশন সিঁদুর’ শাড়ি। তা দেখতে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। তবে ওই শাড়িটিও বিক্রির জন্য নয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি শুরু হলেও শিল্পজগতে অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব পড়েছে। সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে কেউ বানিয়েছেন শাড়ি, আবার কেউ বানিয়েছেন কেক। সেনাদের অবদানকে শৈল্পিক কার্যকলাপের মাধ্যমে কুর্নিশ জানালেন শিল্পীরা। যা চাক্ষুষ করার জন্য মানুষের উন্মাদনাও কম নয়।

কেকে সুদর্শন চক্র এবং শাড়িতে সার্বভৌমত্ব।

৮-১০ জন শিল্পী দু’দিন ধরে কেক দুটি তৈরি করেছেন। একটি কেকের ওপর লেখা ‘অপারেশন সিঁদুর’। তার পাশে রানওয়ে ও দুটি যুদ্ধবিমান তৈরি করা হয়েছে। দেশের জাতীয় পতাকা ও মাঝখানে লেখা ‘জয় হিন্দ’। পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিতে ভারতের অন্যতম হাতিয়ার ছিল এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা সুদর্শন চক্র। আরেকটি কেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দোকানের কর্ণধার বলেন, ‘এক একটি কেক তৈরি করতে ৪ হাজার টাকার বেশি খরচ হলেও তা বিক্রির জন্য নয়। দেশের ১৪০ কোটি নাগরিক ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছে তা বোঝানো হয়েছে।’ দোকানে আসা এক দর্শনার্থী বিপুল মান্না ফোনে ছবি ফ্রেমবন্দি করতে করতে বললেন, ‘ভারতীয় সেনাদের জন্যই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হয়। তাই তাঁদের এই ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানোই উচিত।’ পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাতে শুরু হওয়া ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রভাব পড়েছে ফ্যাশন দুনিয়াতেও। সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব তুলে ধরতে নিউ মার্কেটের একটি দোকানে আনা হয়েছে ‘অপারেশন সিঁদুর’ শাড়ি। যার আঁচলে দিল্লির লালকেল্লা, জাতীয় পতাকা। এছাড়া শাড়িটিতে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, স্থাপত্য, পরিবহণের মাধ্যম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্তত ২১ ভাষায় সমগ্র শাড়িটি জুড়ে লেখা ‘মেরা ভারত মহান’। হালকা গোলাপি রঙের শাড়িটি বোনা হয়েছে প্রিমিয়াম স্যাটিন মেটেরিয়াল দিয়ে। হগ মার্কেটের ভিতর যাঁরা কেনাকাটা করতে আসছেন, তাঁদের নজর কেড়েছে এই শাড়ি।

তবে ডিজাইনার চাহাত ইসরানি বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার পরদিন থেকে আমি ও আমার দাদা এই ভাবনা এনেছি। আপাতত শাড়িটি বিক্রির কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে এই ধরনের অন্য ডিজাইন পুজোর জন্য ভেবে রাখা হয়েছে।’ যাঁরা দোকানে কেনাকাটা করতে আসছেন, তাঁদের সিঁদুরও উপহার দিচ্ছেন বিক্রেতারা।

বিজেপির সব কর্মসূচি স্থগিত

স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে দোলাচল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে দলের রাজ্যব্যাপী সমস্ত কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখল রাজ্য বিজেপি। পাক হানার বিরুদ্ধে দেশের সেনাবাহিনীর লড়াইকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যব্যাপী একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সূত্রের খবর, রবিবার দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের এক রাজ্য নেতা বলেন, সাময়িকভাবে সংঘর্ষ বিরতি হলেও যুদ্ধ পরিস্থিতি এখনও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে চায় না বিজেপি।

ইতিমধ্যেই যুদ্ধের বিরোধিতা করে শান্তির দাবিতে পথে নেমেছে আইসার মতো অতি বাম সংগঠন। ১৩ মে ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে একই ইস্যুতে মিছিল করার কথা বামপন্থীদের। বাম ও অতি বামদের এই যুদ্ধবিরোধী অবস্থানকে কড়া সমালোচনা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীরা। বিষয়টি নিয়ে এখনই রাজনীতি না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন আরএসএসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব।

গত ৭ মে সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে স্থির হয়েছিল, সাফল্যের জন্য সেনা জওয়ানদের অভিনন্দন জানাতে ১৩ মে দুই বঙ্গে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে একইদিনে মিছিল করবে বিজেপি। ১৫ ও ১৬ মে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রজুড়ে মিছিল, শোভাযাত্রা ও অভিনন্দন সভা করবে বিজেপি।

এরপর রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভাতেও এই কর্মসূচি হবে। এরইসঙ্গে মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় হিন্দু নিধনের বিষয়টিকে যুক্ত করে ১৪ বা ১৫ মে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাইক মিছিল করার ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই লক্ষ্যে গত শুক্রবার বৈঠকে যুবমোর্চার তরফে ২ ও ৩ দিনে কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত বাইক মিছিলের ব্লুপ্রিন্ট রাজ্য নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু শনিবারই রাজ্য নেতৃত্বের তরফে যুব মোর্চাকে জানানো হয়েছে, আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখা হচ্ছে।

যা হবে না

- সেনাবাহিনীর লড়াইকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যব্যাপী একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি
- ১৩ মে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে মিছিল করার কথা ছিল
- রবিবার দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ‘মুর্শিদাবাদ চলো’ কর্মসূচি ঘোষণার পরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাইক মিছিল হলে ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। আর ফরাক্কা পর্যন্ত পৌঁছোতে হলে আরও ১০০ কিলোমিটার যেতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এধরনের বাইক মিছিলের অনুমতি রাজ্য প্রশাসন দেবে না এটা ধরে নিয়েই আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। ফলে আগে নেতৃত্ব ঘোষণা করুক, তারপর রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতো এগোতে হবে। শুভেন্দুর এই মন্তব্যেই কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মতেও আগাম পরিকল্পনা না করে ঘোষণা করা ঠিক হয়নি।

বিজেপি যুব মোর্চার এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, কর্মসূচি স্থগিত করার জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দোহাই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আসলে সাংগঠনিক দুর্বলতাই এর কারণ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও তো দলের বৈঠকে বলেছেন, ৬১ লক্ষ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জেলায় জেলায় কর্মসূচি করতে লোক পাওয়া যায় না কেন? ২০১২-য় কলকাতা থেকে কাশ্মীরের লালবাগ পর্যন্ত মিছিল করেছিল যুবমোর্চা। সেই সময় রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আজকের মতো ছিল না। তাহলে বাইক মিছিলের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হচ্ছে কেন?

তৃণমূলের ভোটার তালিকা সংশোধন থমকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ মে : কেটেও কাটছে না যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহ। তার জেরে ছন্দ কেটেছে রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের। বিরোধী দল বিজেপি তো বটেই, ২০২৬-এ ভোটের লক্ষ্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে উঠেপড়ে লাগতে হবে শাসকদল তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের। জেলায় জেলায় শুরুও হয়েছিল দলের কাজ। নেত্রীর কথামতো দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাককেও এই কাজে লাগানো হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। হঠাৎ দেশে যুদ্ধের আবহে শাসকদলের ওই কাজও এখন প্রায় থমকেই গিয়েছে জেলায় জেলায়। এমনিতেই এই কাজে আবার আইপ্যাকের ‘মনিটরিং’ মোটেই দলের রাজ্য থেকে জেলা নেতৃত্বের একাংশ ভালো চোখে বা ভালো মনে নিতে পারেননি। তবুও শুরু হয়েছিল। রবিবার শাসকদল সূত্রের খবর, দলের ওই কাজ জেলায় জেলায় এখন বন্ধ। আইপ্যাকের পক্ষে সবচেয়ে বেশি দাবিদার যিনি, সেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীং দলের কাজে প্রায় নীরব। যা দলের লোকেদের কাছে অনেকদিনই রহস্যজনক তো বটেই, তাৎপর্যপূর্ণও।

রাজ্য স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক কোনও কাজে অভিষেককে অনেকদিনই দেখা যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁর দেওয়া পোস্টের দেখা মিলছে। যেমন রবিবার ‘আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস’ উপলক্ষ্যে অভিষেকের পোস্ট চোখে পড়েছে সকলের। ওই পর্যন্তই।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর নির্দেশমতো ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দলের নেতাদের মতো অভিষেকেরও কোনও বক্তব্যই মিলছে না। দলনেত্রীও এই ব্যাপারে চুপ থাকায় অন্যান্য শীর্ষনেতাও এই নিয়ে মুখ খুলছেন না। ভোটার তালিকায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা প্রকাশ্যে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী তালিকা সংশোধনের কাজে দলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও দলের এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরে চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন দলের প্রবীণ এক শীর্ষনেতার মন্তব্য, ‘দেখে মনে হচ্ছে শাসকদলের অন্দরে মতিচ্ছন্ন অবস্থা। তবু দাবি করছি, যুদ্ধের আবহ কাটলেই দলনেত্রীর নির্দেশে আবার সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে।’

ফের মিষ্টি হাব চালুর উদ্যোগ

বর্ধমান, ১১ মে : মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প বর্ধমানের মিষ্টি হাব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে স্বপ্ন নিয়ে এই মিষ্টি হাবের পথ চলা শুরু করিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। কয়েক বছর আগে বর্ধমানের মিষ্টি হাবের পথ চলা একেবারে থমকে যায়। তবে হাল ছাড়েনি প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প মিষ্টি হাব পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। সেইমতো রবিবার খড়্গপুর আইআইটির এক আধিকারিক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বর্ধমানের মিষ্টি হাবের সার্বিক অবস্থা খতিয়ে দেখলেন। তৈরি হল নতুন করে মিষ্টি হাবটি চালুর রূপরেখা।

মা তোমার নেই তুলনা

বিশেষ দিনেও সন্তান কোলে ইটভাটায় শ্রমিকরা। (নীচে) রাজপথে মায়ের কোলে। রবিবার নদিয়া ও কলকাতায়। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

আইনি হুঁশিয়ারি বিতানের দাদার

কলকাতা, ১১ মে : পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহত বিতান অধিকারীর স্ত্রী সোহিনী অধিকারী নাগরিকত্ব পেতেই আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন বিতানের দাদা বিভু অধিকারী। সোহিনীকে বিভু আগেই বাংলাদেশের নাগরিক বলে অভিযোগ করেছিলেন। তবে শনিবারই তাঁকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তারপরই বিভু বলেন, ‘সোহিনী রায়কে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার অর্থ উনি আগে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। ভারতীয় নাগরিক ছিলেন না। ২০২৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৯টি মামলা করেছেন। সর্বত্র উনি বলেছেন যে, উনি ভারতীয়। এটা আদালতকেও বিভ্রান্ত করা। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর উত্তর দেওয়া দরকার। সেই প্রক্রিয়াও শুরু করছি।’

বিতানের দাদা বিভুর অভিযোগ, সোহিনী ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আলিপুর আদালতে বিচারাধীন। ২০২৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে বারবার চিঠি লিখে সোহিনী ও তার মায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। কিন্তু অজানা কোনও কারণে ভারত সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে দাবি করেন তিনি। ২০২৫ সালের এপ্রিলের আগে সোহিনী নাগরিকত্ব চেয়ে যতগুলি আবেদন করেন, তা বাতিল করা হয়েছে। তাহলে বিতানের মৃত্যুর ১৫ দিনের মাথায় তার নাগরিকত্ব অর্জন সাজানো ঘটনা হিসেবে মনে করছেন নিহত বিতানের দাদা। যদিও বিষয়টি নিয়ে সোহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

রেস্তোরাঁয় সমীক্ষা

কলকাতা, ১১ মে : কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত শহরের সমস্ত রুফটপ রেস্তোরাঁয় যৌথ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেছুয়া অগ্নিকাণ্ডের পর রুফটপ রেস্তোরাঁগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাই কলকাতা পুলিশ, দমকল বিভাগ, রাজ্য আবগারি দপ্তর যৌথভাবে সমন্বয় রেখে রেস্তোরাঁগুলি পরিদর্শন করবে। রেস্তোরাঁগুলির ফায়ার লাইসেন্স, আবগারি লাইসেন্স সহ নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। কোনও রেস্তোরাঁয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি পেলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই রুফটপ রেস্তোরাঁ সংক্রান্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। পুরসভার তরফে হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি যৌথভাবে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার ভিত্তিতেই আদালতে রিপোর্ট পেশ করবে। জানা গিয়েছে, পরিদর্শনের পর কোনও রেস্তোরাঁয় নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি পেলে তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হবে। তার মধ্যে ঘাটতি পূরণ করতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় হোটেল মালিকদেরও বক্তব্য পুরসভাকে শোনার বিষয়ে জানিয়েছে আদালত। তারপরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে যৌথ নজরদারির পথে হাঁটতে চলেছে পুরসভা।

জেলায় জেলায় খাবার মজুত রাখার সিদ্ধান্ত নবান্নের

কলকাতা, ১১ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আগামী তিন মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবনের যেসব সীমান্তবর্তী এলাকা পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, সেই জায়গাগুলিতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ডিজি, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে রবিবার নবান্নে জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এদিন তিনি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলগুলি থেকে ছড়ানো ভুয়ো তথ্য থেকেও সতর্ক থাকার বার্তা দেন।

শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে একাধিক রাজ্যের মুখ্যসচিবের বৈঠক হয়। তারপরই রবিবার মনোজ পন্থ এই রাজ্যের জেলাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। যুদ্ধের সতর্কতা জারির উদ্দেশ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দেওয়া হয় বৈঠকে। শিলিগুড়ি করিডর সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহল মনে করছে, উত্তরবঙ্গের ‘চিকেন নেক’ অঞ্চলের সুযোগ নিয়ে রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আক্রমণ রুখতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডিজি কন্ট্রোল রুমে পাঠানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

জুন, জুলাই এবং অগাস্ট মাসের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জেলায় শীঘ্রই পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন। জেলা প্রশাসনকে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার কোর্স করানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিটি জেলায় হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শয্যা ও অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও জেলা শাসকদের সঙ্গে এদিন আলোচনা করেন স্বাস্থ্যসচিব। বিকেলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। জরুরি ভিত্তিতে সমস্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

স্বস্তির খোঁজে চাঁপাতলার ঘাটে। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

পূর্ণমকে ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১ মে : পাক সেনার হাতে বন্দি জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউয়ের স্ত্রী রজনী সাউকে ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তাঁকে ফোনে আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন পূর্ণম।’

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরে আপাতত দুশ্চিন্তা কিছুটা কেটেছে ওই পরিবারের। এদিন পূর্ণমের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবরও নেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে স্বামীকে ফেরাতে চেয়ে আর্জি করেছিলেন রজনী। তার জন্য শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি করেছিলেন তিনি। তারপরই ওই পরিবারকে ফোন করে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পহলগামে জঙ্গি হানার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার সময় নিখোঁজ হন সেনা জওয়ান পূর্ণম। স্বামীকে ফেরাতে বিএসএফের সঙ্গেও কথা বলতে ছোটেন রজনী। এদিন তিনি বলেন, ‘কল্যাণদাকে জানিয়েছি, ১০ মিনিট মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’ তাঁর আর্জির পর কল্যাণও জানান, তিনি বিষয়টি দেখছেন। ওই সেনা জওয়ানকে ফেরাতে বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও যোগাযোগ করেছেন কল্যাণ। তিনি আশ্বাস পেয়েছেন, পূর্ণম ফিরে আসবেন। ওই পরিবারের এই উৎকণ্ঠার মাঝেই ফোন করে তাঁদের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যজুড়ে সিপিএমের ‘মিশন ৩৬০’

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ মে : রাজ্যজুড়ে ‘মিশন ৩৬০’ নামক উদ্যোগ নিতে চলেছে সিপিএম। প্রতিটি জেলায় অন্তত দুটি করে বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিটি এরিয়া কমিটিতে একটি করে স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাংগঠনিক বার্তায় দলীয় কর্মীদের এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগই মূল লক্ষ্য সিপিএমের। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে চাইছে তারা।

প্রতিটি এরিয়া কমিটিতে স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে দল। তাতে স্থানীয় চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, রেড ভলান্টিয়ার, দলের তরুণ কর্মীরা পরিষেবায় যুক্ত থাকবেন। কম খরচে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধের ব্যবস্থাও থাকবে। দলের অন্যান্য সংগঠনকেও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্র, তরুণ, শিক্ষকদের যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বিকল্প গড়ে তোলাই বর্তমানে প্রাসঙ্গিক। তাই দলের অন্দরে চর্চা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তাই সরকারি ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির পদক্ষেপ করলে আদতে দলেরই লাভ। জুন মাসের মধ্যে বুথ স্তরে স্থায়ী সংগঠন ও সদস্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সংঘর্ষ বিরতি নানা মত অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ মে : আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত ভারত-পাকিস্তানের। বিরতি ঘোষণার পরই দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি বিপরীত ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদল বলছেন, পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার জন্য যুদ্ধই একমাত্র উত্তর। অপর দল আবার শান্তির পক্ষে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী মত অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের? ‘পাকিস্তান হারে তো এক বার পলটকে ফির ওয়াপস আতে হ্যায়। আগর জিত যাও তো লাপরোয়া মত হো জানা’। ওম পুরীর ‘লক্ষ্য’ সিনেমার এই বিখ্যাত ডায়ালগ উল্লেখ করে অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘কর্মজীবনে উরি আক্রমণ দেখেছি। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যুদ্ধ কখনোই সমস্যা মেটায় না। ভারতের এই পালটা আক্রমণের প্রস্তুতি নিশ্চিতভাবে ২০১৫-’১৬ সাল থেকে চলছে। তবে সংঘর্ষ বিরতি মানে কিন্তু প্রত্যুত্তর দেওয়া বন্ধ করা নয়। ওরা ক্ষতি করলে আমরাও তৈরি আছি।’

কিছুটা ভিন্নমত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সৌমিত্র রায়ের। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানকে কখনোই বিশ্বাস করা যায় না। সংঘর্ষ বিরতি হল ঐতিহাসিক ভুল। সরকার বলেছিল পাকিস্তানের শিকড় ধ্বংস করব। সেটা হল কই? আইএসআই, জঙ্গিদের শিকড় এখনও ওপড়ানো গেল না কেন? পাকিস্তানের সেনাপ্রধান যতক্ষণ না আক্রমণ বন্ধের নিশ্চয়তা দিয়ে লিখিত চুক্তি করছে, ততক্ষণ ওদেরকে ভারত সরকারের বিশ্বাস করাই উচিত নয়।’

সোমবার ভারত-পাকিস্তানের ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠকেই প্রকাশ পাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। এই বৈঠকই ঠিক করবে উত্তেজনার

পারদ পরবর্তী ক্ষেত্রে বাড়বে কি না। ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, ‘আমাদের দেশ বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তবে হঠাৎ পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমি কিছুটা হলেও আশাহত। কিন্তু আমি মনে করি, যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে একটা বিশাল অংশের ক্ষতি করবে। পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীদের গুরুত্ব তুলনায় কম। ভারত নিশ্চয়ই সমস্ত দিক বিবেচনা করে স্থায়ী সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপারেশন কিন্তু এখনও থামেনি। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আছে জানি। তবে আশা রাখছি সোমবার ভারত-পাকিস্তানের বৈঠকে শান্তির কোনও পথ বেরোবে, যেটা দেশবাসীর মঙ্গল করবে।’

বিএসএফের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি সমীর মিত্র বলেন, ‘পাকিস্তানের আক্রমণে আমারই জুনিয়ার মহম্মদ ইমতিয়াজ শহিদ হয়েছেন শনিবার। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই আমি চিন্তিত। তবে সংঘর্ষ বিরতিকে একেবারেই সমর্থন করি না। আমাদের দেশে ট্রাম্পকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেই বা কেন? আঙুল তুললে আঙুল ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। যে উদ্দীপনার সঙ্গে ভারত প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করেছিল, সেই উদ্দীপনা বজায় রাখতে পারেনি বলেই পাকিস্তান আজ সুযোগ নিয়েছে। যেসব জঙ্গি কাশ্মীরে হত্যালীলা চালিয়েছে তাদের আমাদের দেশের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এরকম নির্মমভাবে হত্যার উত্তর কখনও নিশ্চুপভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ ছেলেখেলা হিসেবে দেখার জিনিস নয়।’ অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার রঞ্জন মুখোপাধ্যায় অবশ্য সংঘর্ষ বিরতিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর মতে, ‘ভারত পাকিস্তানকে কখনও বিশ্বাস করেইনি। বিশ্বাস করলে কখনও শনিবার রাতে পাকিস্তানের হঠাৎ আক্রমণের উত্তর দিতে পারত না। সেনারা তৈরি আছেন। দেশের ক্ষতি যেন না হয়, সেই কথা মাথায় রেখে তাঁরা ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবেন।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫১ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ বৈশাখ ১৪৩২

কবে শোধরাবে পাকিস্তান

ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচের মতোই নাটকীয় উপাদানে ভরপুর দু'দেশের সামরিক সংঘর্ষ পর্বও। লড়াই শুরুর সাড়ে তিনদিনের মাথায় মার্কিন মধ্যস্থতায় হঠাৎই সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রয়াসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ। দুই দেশকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন ট্রাম্প। তারপর ঘণ্টাদুয়েকও যায়নি, ফের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাক বাহিনীর গুলিগোলা, ড্রোন হানা শুরু হল রাজৌরি-আখনুর-আর পুরা-বদগাম-বারামুল্লায়। ব্ল্যাক আউট গোটা কাশ্মীরে। পাকিস্তান তার বিশ্বাসযোগ্যতাই হারিয়েছে, আবারও প্রমাণিত হল।

১৯৪৭ থেকে এযাবৎ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিনবার যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১। ১৯৯৯-এ কার্গিলে ভারত-পাক লড়াই ছিল তুলনায় সীমিত। ২৬ বছর পর আবার সম্মুখসমরে দু'পক্ষ। ২২ এপ্রিলের পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন খুনের পালটা ৭ মে ভোররাতে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়ে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা-বায়ুসেনা। এর মধ্যে লস্কর-জইশ-হিজবুল্লার ঘাঁটিও ছিল। পাক আকাশসীমা লঙ্ঘন না করে ভারতীয় বাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর' প্রথম পর্বে পাকিস্তানের সেনাঘাঁটি বা পাক সামরিক পরিকাঠামোর কিন্তু কোনও ক্ষতি করা হয়নি। অন্যদিকে, পাকিস্তান ভারতের পনেরোটি শহরের সেনাছাউনিতে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। সবক্ষেত্রেই পাক চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরেও সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংসে নেমে পড়ে ভারতীয় বাহিনী। পাক সেনার রাডারের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়। সেই রাতে জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট সহ বহু রাজ্যের ৩৬ শহরে সেনাঘাঁটি ও জনপদ লক্ষ্য করে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে থাকে পাক সেনা। কিন্তু ভারত এস ৪০০ আকাশ-প্রতিরোধী ব্যবস্থা দিয়ে প্রতিটি আক্রমণেরই মোকাবিলা করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের খবর, পাকিস্তানের দুটি এফ ১৬ যুদ্ধবিমানকেও গুলি করে নামানো হয়েছে। শনিবার সকালে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের সামরিক পরিকাঠামোকে আরও ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় পাক সেনার অন্তত আটটি বিমানঘাঁটি।

দুপুর পর্যন্ত মোটামুটি এটাই ছিল সংঘর্ষের চিত্র। আচমকাই বিকেলে আসে সংঘর্ষ বিরতির খবর। পাকিস্তানের ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাশিফ আবদুল্লা তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইকে ফোন করেন। তারপরেই দু'পক্ষ সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। পাক উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, ভারত-পাক সংঘর্ষ থামাতে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, চিন, সৌদি আরব, তুরস্ক সহ ৩৬টি দেশ উদ্যোগী হয়েছিল। মার্কিন সময় অনুযায়ী শুক্রবার সারারাত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো ভারত-পাক উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। তার আগে নরেন্দ্র মোদি, জয়শংকর, অজিত দোভালের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তাঁরা। বস্তুত সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার অব্যবহিত আগেই ভারতের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, এখন থেকে ভারত যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা বলেই গণ্য করবে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রচার হতে না হতেই ওয়াশিংটন থেকে সংঘর্ষ বিরতির খবর। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সেনাবাহিনীর তিন আধিকারিক। সোফিয়া কুরেশি, রঘু নায়ার, ব্যোমিকা সিং। যতদূর খবর, সংঘর্ষ শুরুর আগে ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখা সমেত যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেগুলি যথারীতি বহাল থাকবে। অন্যদিকে, পাকিস্তানি বাহিনী সংবাদমাধ্যমের সামনে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা তুলে ধরে।

এই সব পর্ব চলতে চলতেই অন্ধকার নামতেই কাশ্মীর সীমান্তে পাক সেনার নতুন করে ড্রোন হামলার খবর আসতে থাকে। ১৯৪৭ থেকেই দশকের পর দশক সেই একই কাণ্ড। সংঘর্ষ বিরতির পরেও পাক তাণ্ডব প্রমাণ করল, সাধারণ সেনারা সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। প্রশ্ন একটাই, পাকিস্তান আর কবে 'গুড বয়' হবে?

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোনও কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

ফেক নিউজে নতুন দিগন্ত বিশ্বজুড়ে

রাতে যা টিভিতে দেখছি, সকালে কাগজে বা টিভিতে সেই খবর নেই। ভারত-পাক 'যুদ্ধ' ঘিরে গোটা বিশ্বে এক ছবি।

শুভম পাল

তাইওয়ানে বসে বুঝতে পারছিলাম একটা কথা। সেখানকার বাসিন্দাদের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ নিয়ে খবর পাওয়ার দুটো উপায় ছিল। এক, চিনা ভাষার সংবাদমাধ্যম থেকে খবর জানা। দুই, চিনা সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনা থেকে খবর পাওয়া।

তাইওয়ান আসার আগে চিনে আমি ছিলাম দীর্ঘদিন। জানি, ওখানে মিডিয়া কীভাবে ভারত বিরোধী মনোভাব বহন করে। তবে তাইওয়ানের মানুষজন ও সরকার অনেকটাই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল।

ভারত-পাক নিয়ে তাইওয়ান বা চিনের মনোভাব দেখলে বোঝা যায়, সব দেশেই সংবাদমাধ্যম কারও না কারও পক্ষে দাঁড়িয়েছে। একেবারে নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম পাওয়া খুব কঠিন। ফেক নিউজ একদিন ভারতে গোটা দেশে ছড়ানোর পরেই লোকে মারাত্মক উত্তেজিত হয়েছেন। ভুল খবরে আস্থা রেখে উল্লাস প্রকাশ করেছেন মধ্যরাতে। পরে সকালে উঠে দেখেছেন, সে সব খবর তো খবরের কাগজে নেই।

এই জিনিসটা গোটা পৃথিবীতেই হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভারত-পাক সংঘর্ষ প্রথম ড্রোনযুদ্ধ দেখাল পৃথিবীতে। ড্রোনযুদ্ধের পাশাপাশি আমরা ফেক নিউজযুদ্ধও দেখলাম। সেটা বিশ্বে ছড়ানো হল দারুণভাবে। এমন ঘটনা আগে কখনও হয়েছে বলে জানি না।

আপাতত সাময়িক বিরতি। কিন্তু বিগত কয়েকদিনের 'ইনফোওয়ার' বা তথ্যযুদ্ধের এখনও কোনও 'সিজফায়ার' হয়নি। সরকারিভাবে এটাকে যুদ্ধ বলা যাবে না। তবে এই সংঘর্ষের শুরু থেকেই 'ইনফোওয়ার' এক প্রকাণ্ড রূপ নিয়েছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তান তথা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি সন্ত্রাস শিবির ধ্বংস করেছিল। সেই ধাক্কা সামলানোর চেষ্টায় পাকিস্তান সরকার এবং সেদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথমেই একটা খবর ঘটা করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়।

সেটা কী? সেই ঘটনাবহুল রাতে পাকিস্তান বায়ুসেনা একটি রাফাল সহ ভারতের বেশ কয়েকটি বিমান ধ্বংস করেছে। পাক সোশ্যাল মিডিয়াতে এই খবরটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে ভারতের হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তান সরকার এক্স বা পূর্বের টুইটার-এর উপর এক বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। আইএসআই কয়েক হাজার ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে এই খবরটিকে বিশ্বজুড়ে প্রচারিত করতে থাকে। পাকিস্তানি জনতাও বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে এই খবর নিয়ে উচ্ছ্বাস, ট্রোলিং শুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে যাচাই না করেই পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমকে 'সোর্স' হিসাবে ব্যবহার করে তাদের পরম মিত্র চিন এই 'ইনফোওয়ার'-এ ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়।

তারা ভারতীয়দের ব্যঙ্গ করে একটি বর্ণবিদ্বেষী ভিডিও বানিয়ে সেটাকে ভাইরাল করে দেয় এবং সে দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলি চিনের জে-১০ বিমান দ্বারা রাফাল ধ্বংসের খবর চালাতে থাকে। চিনের রি বিমান উৎপাদনকারী সংস্থাটির বাজারদরও লাফিয়ে অনেকটা বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে চিনের একদল ট্রোল আর্মি, যাদের 'উমাও' বলে ব্যঙ্গ করা হয়, তারাও আসরে তেড়েফুঁড়ে নেমে পড়ে।

বিভিন্ন পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমও এই খবর দেখিয়ে 'ক্লিকবেট' শিরোনাম চালিয়েছে। তবে কাতারের আল জাজিরা এবং তুরস্কের টিআরটি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক খবর চালানোর শীর্ষে থাকবে। আজকের উন্নত উপগ্রহ নজরদারির যুগে বিমানের কোনও ধ্বংসের ছাপও আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশ্বজুড়ে ঘরে ঘরে মোবাইল ক্যামেরা এবং ইন্টারনেট থাকা সত্ত্বেও কী করে কোনও রাফালের ধ্বংসচিহ্ন মাত্র কোনও সাধারণ মানুষের ক্যামেরায় ধরা পড়েনি, সেটাও এখনও ধোঁয়াশায়।

কিন্তু সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের এক সাংবাদিকও এই ফেক নিউজের ফাঁদে পা দিয়ে খবরটি চালিয়ে দেন। পরে অবশ্য সেই সাংবাদিক এবং কাগজ খবরটি প্রত্যাহারের পাশে ক্ষমা চায়। এরই মধ্যে একটি পশ্চিমী টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল-উপস্থাপিকা যখন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফকে ভারতীয় বিমানগুলি ধ্বংসের সত্যতা প্রমাণের দাবি করেন, তখন তিনি দিব্যি বলেন, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার খবর থেকে এসব তথ্য পেয়েছেন। অবিশ্বাস্য কথা।

সুদূর তাইওয়ানে বসে আমি এখানকার বেশ কিছু মানুষ বা অধ্যাপকদের চিনা ভাষায় এই ফেক নিউজটি পড়ে সমাজমাধ্যমে শেয়ার এবং পোস্ট করতে দেখি। পরে সিএনএন-ও এক ফরাসি সূত্র উদ্ধৃত করে খবর জানায়। তবে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সরকারের তরফে রাফাল বা অন্য বিমান ধ্বংসের সত্যতা সম্পর্কিত কোনও বিবৃতি আসেনি।

এরপর দেখি, বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই 'ফগ অফ ওয়ার'-এর আবহে নিজেদের মতো করে ফেক নিউজ পরিবেশিত করতে থাকে। তারই মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী দ্বারা করাচি বন্দর ধ্বংসের খবর সর্বাগ্রে শিরোনামে আসে। পাল্লা দিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যম একের পর এক ফেক নিউজ বা ফলস প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা এবং কূটনীতিবিদরা ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক ফেক নিউজ পরিবেশন করতে থাকেন।

ভারতে নিযুক্ত এক প্রাক্তন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত তো নাগপুরে আরএসএস হেডকোয়ার্টারে পাক হামলার কথা এক্স-এ লিখে বসেন। এরই মধ্যে ভারত সরকার কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে শুধুমাত্র ফ্যাক্ট বেসড ইনফরমেশন সংক্ষেপে পরিবেশন করতে থাকে। কোনওরকম ফলস প্রোপাগান্ডা ছাড়াই ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি, সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং তাঁদের প্রতিদিনের প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কিত টু দ্য পয়েন্ট, সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত খবর পরিবেশনে অগ্রণীর ভূমিকা নেন। উলটোদিকে, পাকিস্তান তাদের যুক্তরাষ্ট্রে এবং ব্রিটেনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে বেশ কিছু মিথ্যা দাবি এবং অপপ্রচার করতে থাকে।

> পাকিস্তান তাদের যুক্তরাষ্ট্রে এবং ব্রিটেনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে বেশ কিছু মিথ্যা দাবি, অপপ্রচার করতে থাকে। এই যে ফেক নিউজের বন্যা গোটা বিশ্বে ছড়াচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান থেকে, তা চিনের গা ঘেঁষা তাইওয়ানে বসে উপলব্ধি করছিলাম।... কাতারের আল জাজিরা এবং তুরস্কের টিআরটি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক খবর চালানোর শীর্ষে থাকবে।

এই যে ফেক নিউজের বন্যা গোটা বিশ্বে ছড়াচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান থেকে, তা চিনের গা ঘেঁষা তাইওয়ানে বসে উপলব্ধি করছিলাম। লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইসামী ছবি সহ তথ্যপ্রমাণ দিয়ে পাকিস্তানের সেনার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে গাঁটছড়ার কথা একটি টেলিভিশন চ্যানেলে বলেন। আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কাওয়াটরাও যুক্তি, তথ্য সহকারে পাকিস্তানের অপপ্রচারকে সামলান। ওদিকে, খালিস্তানিদের একটা অংশ ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল। এদিকে পশ্চিম এশিয়ার বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমেই ভারত বিরোধী খবর। ভালো লাগল, কংগ্রেস নেতা শশী থারুর একটি চ্যানেলের মাধ্যমে সহজাত স্টাইলে সাবলীলভাবে এসব নস্যাৎ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার একটি চ্যানেলে এই সাক্ষাৎকারেও একইভাবে ভারতের পক্ষে সওয়াল করেন।

যাই হোক এখন তো যুদ্ধবিরতি। তবে এবারের 'ইনফোওয়ার'-এ লড়াই ভারত বনাম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে রূপ দেখিয়ে দিল। ভারতের বিরুদ্ধে যেখানে ছিল চিনের সংবাদমাধ্যম, চিনের ট্রোল আর্মি, আল জাজিরা, টিআরটি। সঙ্গে বেশ কিছু পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের একটি অঘোষিত জোট।

(লেখক তাইওয়ানের তাইপেইতে সরকারি নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক)

আজ

১৮৬৩

সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

২০১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য।

আলোচিত

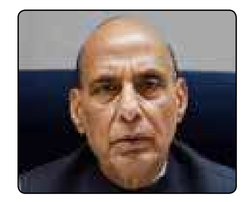

যারা সিঁদুর মুছেছিল, তারা যোগ্য জবাব পেয়েছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবেই। বিশ্ব শক্তিশালীদের সম্মান করে। ভীতুদের নয়। আমাদের শক্তি বাড়াতে হবে। দেশ শক্তিশালী না হলে কেউ সম্মান করবে না। আর ভারত অন্যতম শক্তিশালী দেশ। ব্রহ্মস আমাদের শুধু হাতিয়ার নয়, একটা বড় বার্তা।

- রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

ভারত-পাক টেনশনের আবহে কয়েকজন জওয়ান উত্তরপ্রদেশের এক ধাবাতে খেতে গিয়েছিলেন। ধাবা থেকে বেরোনোর সময় স্থানীয়রা তাঁদের ওপর ফুল ছড়ান, হাতে জলের বোতল তুলে দেন। 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি ওঠে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

ব্যাংককের এক রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণী। হঠাৎ বিকট আওয়াজে রেস্তোরাঁর ছাদ ভেঙে বিশাল এক টিকটিকির থাবা বেরিয়ে আসে। ডাইনোসরের পূর্বপুরুষকে দেখে হুলুস্থুল শুরু হয়। ভয়ে এক তরুণী তাঁর বন্ধুর গায়ে লাফিয়ে পড়েন।

জনমন জনমত

ভারতকে যেন দুর্বৃত্তরা কখনও দুর্বল না ভাবে

দু'পাশে সেনা অফিসার সোফিয়া কুরেশি এবং ব্যোমিকা সিং, মাঝে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সংবাদমাধ্যমের সামনে বলছিলেন 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে। সোফিয়া ও ব্যোমিকা বুঝিয়ে বলছিলেন, পাকিস্তানের চক্রান্ত এবং প্রত্যুত্তরে ভারতের প্রত্যাঘাতের কথা।

সন্ত্রাসীরা চেয়েছিল, পুরুষ সঙ্গীটিকে হত্যা করে নারীর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ করতে। চেয়েছিল বিভাজনের মধ্যে দিয়ে দেশকে দুর্বল করতে। প্রত্যুত্তরে সোফিয়া ও ব্যোমিকা বার্তা দিলেন, ভারত এক, ভারতের নারীরা সাহসী ও শক্তিশালী। ভারতকে যেন দুর্বৃত্তরা দুর্বল না ভাবে। বিভাজন নয়, 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'ই ভারতের পথ। এর মধ্যে সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিহিত আছে। এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছালেই ভালো। অপারেশনের সাফল্য বা অন্যান্য খুঁটিনাটি নিয়ে পরে আলোচনা করাই যাবে।

তবে আপাতত যে বার্তা ভারতীয় সেনা দেশবাসী তথা বিশ্বকে দিতে চেয়েছে তার মূল সুরটি বুঝে নেওয়া দরকার।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। এটা কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট বা হকি ম্যাচ না, সত্যিকারের যুদ্ধ। ফেসবুক, টিভি, টুইটার দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে। টিভি সঞ্চালকরা একে অপরকে টেক্কা দিতে চাইছেন। মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত দুটো দেশের যুদ্ধ অনেকে রীতিমতো উপভোগ করছেন। ধ্বংসের ভয় পাচ্ছেন না, ক্ষয়ক্ষতির কথা ভাবছেন না, সেনা বা সাধারণ মানুষের জীবনহানির কথা ভাবছেন না, আগ্রাসী মতামত দিচ্ছেন। আলোচনা শুরু হোক, যুদ্ধ বন্ধ হোক।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরবঙ্গের অর্কিড তুলে ধরার চেষ্টা কই

অসমে ১৬ বিঘায় ৫০০ প্রজাতি নিয়ে হল দেশের বৃহত্তম অর্কিড পার্ক। কালিম্পং, কার্সিয়াং পারে না কেন?

শৌভিক রায়

শুধু প্রেম, সৌন্দর্য আর শক্তি নয়। অর্কিড জড়িয়ে বিলাসিতা, স্বচ্ছ ভাবনা, পরিমার্জন ইত্যাদির সঙ্গেও। অর্কিড-মুগ্ধ কবি এমিলি ডিকিনসন তাই বোধহয় খুব সহজেই বলতে পেরেছিলেন, 'I know the Butterfly/ And the Lizard/ And the Orchis/ Are not these/ Your Countrymen?'

কিন্তু হঠাৎ অর্কিড কেন? আসলে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি অর্কিডকে নিয়ে আমাদের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। অথচ এই অঞ্চল হল অর্কিডের অন্যতম খনি। পৃথিবীর প্রায় ৩৫ হাজার প্রজাতির অর্কিডের মধ্যে আমাদের দেশে ১ হাজার ৩১৪ প্রজাতির দেখা মেলে। তার মধ্যে ৩০০ ধরনের অর্কিডের জন্ম উত্তরবঙ্গে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে অর্কিডকে নিয়ে কিছু করা যেতেই পারে। সমস্যা হল, অনেককিছুর মতোই এই ব্যাপারে আমরা কিছু করে উঠতে পারিনি। কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি শহরে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অর্কিড নার্সারি চোখে পড়লেও, সামগ্রিকভাবে অর্কিডকে ঘিরে কোনও প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। কার্সিয়াং--সাদা অর্কিডের দেশেও সেই বাড়তি উদ্যোগ নেই।

অথচ যদি চোখ রাখি প্রতিবেশী রাজ্য অসমের দিকে, তাহলেই দেখতে পাব অন্য চিত্র। অসমের কাজিরাঙ্গায় ১৬ বিঘা জমির ওপর ৫০০ প্রজাতির অর্কিড নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে দেশের বৃহত্তম অর্কিড পার্ক। আর তাকে ঘিরে নিত্যদিন যে কমর্কাণ্ড চলছে, তা নিঃসন্দেহে দেখার মতো।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮৫০ প্রজাতির মধ্যে অসমে পাওয়া যায় ৪০২ ধরনের অর্কিড। অর্থাৎ পার্কে কিছু অর্কিড আনা হয়েছে বাইরে থেকেও।

এমনিতে কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা পেয়েছে। ফলে বন্যপশু দেখতে পর্যটকের সংখ্যা সেখানে বেশি। কিন্তু অর্কিড পার্ক যেন একদমই আলাদা। অর্কিড ছাড়াও এখানকার মিউজিয়ামে অসমের চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্রের বিপুল সম্ভার রয়েছে। দেখা যায় কীভাবে তাঁত বোনেন স্থানীয়রা। কোহরা রেঞ্জের এই পার্কে প্রতি সন্ধ্যায় বর্ণময় অসমের সংস্কৃতি তুলে ধরেন স্থানীয় শিল্পীরা। রাভা, বোড়ো, কার্বি প্রভৃতি বিভিন্ন জনজাতির বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে বিহু, দেওধনি, ডোমেদিরাং, হামজার ইত্যাদি নানা শৈলীর নৃত্যগীত পর্যটকদের যেমন মন ভরায়, তেমনি শিল্পীদেরও পরিচিতি দেয়। আর টিকিট বিক্রির প্রাপ্ত অর্থ কোঅপারেটিভ পদ্ধতিতে সকলের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয় ।

অরণ্য-পাহাড়-চা বাগান-ঝরনা-হিংস্র বনচর-জনজাতি সম্প্রদায়-কোচবিহার-বক্সার মতো প্রাচীন জনপদ মিলেমিশে উত্তরবঙ্গও কিন্তু কম বর্ণময় নয়। ফলে সদিচ্ছা থাকলে, এখানে পর্যটন প্রসারে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে, জঙ্গলের চারপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো রিসর্ট আর হোটেল তৈরি ছাড়া, আর কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। উলটে জঙ্গল বা পাহাড় কেটে রাস্তা আর ইট-কাঠের জঙ্গল নির্মাণের কুফল টের পাচ্ছি আমরা। বিভিন্ন রিসর্টে সন্ধেবেলায় ক্যাম্পফায়ার করে স্থানীয় সংস্কৃতি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হলেও, কেন্দ্রীয়ভাবে একটিমাত্র মঞ্চে কিছু করবার কোনও তাগিদ নজরে আসে না। সেখানে কাজিরাঙ্গার অর্কিড পার্কের মতো বিষয় নিয়ে ভাবা তো অনেক পরের কথা!

আসলে অন্যেরা যা পারে, আমরা সেটি পারি না। ফলে পর্যটনের ক্ষেত্রে উত্তর যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে। পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু উত্তরকে চেনানোর প্রয়াস বৃদ্ধি পায়নি।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। স্তব, স্তুতি, প্রণাম, উপাসনা ৪। নলযুক্ত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ, পদ্মের ডাঁটা ৫। গৃহ, আধার, তীর্থস্থান ৭। বন, গভীর, জঙ্গল ৮। অন্যকথা, কথা বলার ফাঁকে, কথা কাটাকাটি ৯। ধূর্ত, অতি চতুর, প্রবঞ্চক ১১। একমাত্র, দ্বিতীয় নেই এমন, নিঃসঙ্গ ১৩। কুস্তিগির, বাহুযোদ্ধা, পালোয়ান ১৪। অহংকারী, গর্বী ১৫। দায়ী, জিম্মাদার, ঋণগ্রস্ত, খাতক।

উপর-নীচ : ১। প্রদীপের সলতে ২। অনেক, বহু, বহু রকমের ৩। জাদু, জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৬। মাদার গাছ ও তার ফল ৯। হঠাৎ পড়ার শব্দ১০। বাবা ১১। কোনও একদিন, কোন সময়ে ১২। কাঁটা, বাধা, কলঙ্ক।

সমাধান ■ ৪১৩৬

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মারুতি ৫। কায়সাধনা ৭। শকারি ৯। কসম ১১। ফরফরানি ১৪। কালিকা ১৫। দলবল।

উপর-নীচ : ১। মিলমিশ ২। মওকা ৩। মালসা ৪। তিলানা ৬। ধড়াস ৮। কাতার ১০। মগডাল ১১। ফক্কিকা ১২। ফসকা ১৩। নিনাদ।

বিন্দুবিসর্গ

ইন্দিরা-স্মরণের মাঝে উলটো সুর কংগ্রেসে

বিশেষ অধিবেশন : নমোকে চিঠি রাগার

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ইন্দিরা গান্ধি পাকিস্তানকে যেভাবে শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, নরেন্দ্র মোদি সুযোগ পেয়েও তা কেন করতে পারলেন না তা নিয়ে আপাতত উত্তাল দেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজ। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় দুই দেশের সংঘর্ষবিরতির জেরে সেই সুযোগ ভারত হেলায় হারিয়েছে বলেই ধারণা কংগ্রেস ও নাগরিক সমাজের একাংশের। যদিও শশী থারুর, পি চিদম্বরমরা এই মত মানতে নারাজ।

এর মধ্যেই সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রবিবার চিঠি লিখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি লিখেছেন, 'বিরোধীরা একসুরে অবিলম্বে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের যে অনুরোধ করেছেন, আমি তারই পুনরাবৃত্তি করছি। পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলা, অপারেশন সিঁদুর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে প্রথমে ঘোষণা করা সংঘর্ষবিরতি নিয়ে দেশের মানুষ এবং তাঁদের জনপ্রতিনিধিদের আলোচনা করাটা জরুরি। পাশাপাশি এর থেকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় আমাদের যৌথ সংকল্প প্রদর্শনের একটি সুযোগও পাওয়া যাবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনি এই দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।' রাহুলের সুরে একই ইস্যুতে মোদিকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। শনিবারই বিশেষ অধিবেশনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সর্বদল বৈঠক ডাকার দাবি তুলেছিল কংগ্রেস। একই দাবি শোনা যায় আরজেডি, সিপিএম, সিপিআইয়ের তরফেও।

> এই প্রথমবার সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল। সেইসময় ইন্দিরা গান্ধি মার্কিন রক্তচক্ষুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। আমরা আজ ওঁকে স্মরণ করছি। ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে আমেরিকা সহ কোনও তৃতীয়পক্ষের নাক গলানো চলবে না
>
> **শচীন পাইলট**

> ১৯৭১ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। শান্তি এখন জরুরি। যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলছি না। কিন্তু এই যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। আমরা জঙ্গিদের শুধু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। সেই শিক্ষাটা আমরা দিয়েছি।
>
> **শশী থারুর**

এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির লৌহদৃঢ় মানসিকতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছে কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'এই প্রথমবার সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল। সেইসময় ইন্দিরা গান্ধি সেই মার্কিন রক্তচক্ষুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। আমরা আজ ওঁকে স্মরণ করছি। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে আমেরিকা সহ কোনও তৃতীয়পক্ষের নাক গলানো চলবে না।'

কংগ্রেসের দাবি অবশ্য মানতে নারাজ কংগ্রেসের সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, '১৯৭১ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। শান্তি এখন জরুরি। যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলছি না। কিন্তু এই যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। আমরা জঙ্গিদের শুধু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। সেই শিক্ষাটা আমরা দিয়েছি।' পহলগাম হামলায় দোষী জঙ্গিদের কেন্দ্রীয় সরকার খুঁজে বের করবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন থারুর। অপরদিকে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংঘর্ষবিরতির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। পরিস্থিতি যাতে আর না বিগড়োয় সেজন্য এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ভেবেচিন্তে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুদ্ধের বিপদ টের পেয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্থানে সামরিক প্রত্যাঘাত করেছেন।' এদিকে নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি যোগ দেন তবেই সর্বদল বৈঠক ডাকা উচিত। তিনি না থাকলে সেই সর্বদলে যোগ দেওয়া উচিত নয় রাজনৈতিক দলগুলির।'

শীতলামাতার পুজোয় রীতি মেনে দণ্ডি কাটছেন দুই ভক্ত। রবিবার অমৃতসরে।

শ্রীলঙ্কায় বাস দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন ২১

কলম্বো, ১১ মে : ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা শ্রীলঙ্কায়। পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি বাস। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ২১ জনের। আহত কমপক্ষে ১৪। রবিবার ভোরে কাটারানাগামা থেকে কুরুনেগালার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বাসটি। কলম্বো থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি জনপদ কোটমালের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রসন্ন গুণসেনা জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাসচালকও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

তারা জানিয়েছে, সরকারি বাসটিতে দুর্ঘটনার সময় ৫০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও। বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও অপরিসর রাস্তাঘাটের কারণে শ্রীলঙ্কার পাহাড়ি এলাকায় প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

চলন্ত গাড়িতে কিশোরীকে গণধর্ষণ

রাস্তায় নিক্ষেপ অন্য মহিলাকে, মৃত্যু

লখনউ, ১১ মে : ২০১২-র ডিসেম্বরে রাজধানীর রাজপথে চলন্ত গাড়িতে নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ড গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডা সংলগ্ন অঞ্চলে চলন্ত গাড়িতে এক নাবালিকা গণধর্ষিতা হল। নাবালিকার সঙ্গে এক মহিলা ছিলেন। ধর্ষণে বাধা দিতে তাঁরা দু'জনে গাড়ির তিন পুরুষ এনকাউন্টারে আহত।

এএসপি (গ্রামীণ) তেজবীর সিং জানিয়েছেন, নাবালিকার বক্তব্য অনুযায়ী, গাড়ির আরোহীরা চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁদের গ্রেটার নয়ডা থেকে তুলেছিল। লখনউয়ে তাঁদের নামানোর কথা ছিল।

ধৃত গৌরব, অমিত ও সন্দীপের মধ্যে শেষোক্ত দু'জনের সঙ্গে পুলিশের এনকাউন্টার হয়েছে।

আরোহীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলে ওই মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। গাড়ি তখন মিরাটে। গুরুতর আহত মহিলা মারা গিয়েছেন। অভিযোগ, তারপর তিনজন মিলে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।

কিশোরী শেষপর্যন্ত তিনজনের খপ্পর থেকে কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে পালায়। বুলন্দশহরের খুরজা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের দু'জন পুলিশের সঙ্গে নাবালিকার অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশের যৌথ টিম তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হন্যে হয়ে নেমে পড়ে। আমিয়ার বুলন্দশহর-আলিগড় হাইওয়েতে পুলিশের নজরে পড়ে তারা। অভিযুক্তদের তাড়া করতেই তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলি লাগে দু'জনের পায়ে। এসএসপি দীনেশকুমার সিং জানিয়েছেন, দুটি পিস্তল, কিছু তাজা ও খালি কার্তুজ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলওয়ামার দায় স্বীকার পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১১ মে : পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়, সেকথা সহস্রবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলেছে ভারত। পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার পর সেই অভিযোগের তীব্রতা আরও বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার পাকিস্তানি বায়ুসেনার এয়ার ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ যা বলেছেন, তাতে ভারতের অভিযোগ আরও মজবুত হয়েছে। সেই সঙ্গে পুলওয়ামা হামলায় যে পাকিস্তানের হাত ছিল, তার পক্ষেও জোরালো প্রমাণ মিলেছে।

ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ পাকিস্তান বায়ুসেনার ডিরেক্টর জেনারেল পাবলিক রিলেশনস। তিনি বলেন, 'আমাদের কৌশলগত দক্ষতার নমুনা আমরা পুলওয়ামায় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম।' শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকে ওই পাক বায়ুসেনা কর্তা বলেন, 'যদি আমাদের আকাশসীমা, ভূখণ্ড, সমুদ্রসীমা অথবা মানুষজনকে ভয় দেখানো হয়, তাহলে কোনওপ্রকার আপস করা হবে না। আমরা আমাদের দেশের কাছে ঋণী। পাকিস্তানি জনসাধারণ সশস্ত্র বাহিনীর ওপর যে আস্থা এবং গর্ব রাখেন, আমরা সবসময় তা যে কোনও মূল্যে বজায় রাখব। আমরা পুলওয়ামায় আমাদের কৌশলগত দক্ষতার মাধ্যমে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। এবারও আমরা অভিযানের প্রগতি এবং কৌশলগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি।'

তাঁর পাশে তখন বসেছিলেন ডিজি আইএসপিআর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী এবং নৌসেনার এক মুখপাত্র। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার বলি হয়েছিলেন ৪০ জন ভারতীয় আধাসেনা জওয়ান। ভারতের অভিযোগ সত্ত্বেও পাকিস্তান বারবার ওই ঘটনায় তাদের যোগ থাকার অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তবে পাকিস্তানের তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী ২০২০ সালের অক্টোবরে মেনে নিয়েছিলেন, পুলওয়ামায় তাঁদের হাত ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ভারতে ঢুকে মেরেছিলাম। পুলওয়ামার সাফল্য ছিল ইমরান খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাফল্য।'

যুদ্ধ বন্ধের ভাবনা পুতিনের

কিভ, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি থমকে রয়েছে। সোমবার দু'দেশের ডিজিএমও স্তরে বৈঠক। এই আবহে রাশিয়াও ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ভাবছে। কিভের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরাসরি আলোচনা চান। আগামী বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। রাশিয়ার বিবেচনাকে 'সদর্থক' আখ্যা দিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আর একটা দিনও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমাদের আশা, রাশিয়া আগামীকাল ১২ মে থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু করুক। তা যেন পূর্ণাঙ্গ, বিশ্বাসযোগ্য ও স্থায়ী হয়।' গোটা বিশ্ব চাইছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হোক। তবে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের আগে সংঘর্ষবিরতি চাইছেন জেলেনস্কি।

ব্রহ্মস-বার্তা রাজনাথের

লখনউ, ১১ মে : ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। লখনউয়ের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরে গড়ে ওঠা ওই কেন্দ্রে বছরে ৮০ থেকে ১০০টি করে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হবে। ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি হল ব্রহ্মস। ৪০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এই ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগের ফসল।

ব্রহ্মস-এর প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, 'ব্রহ্মস শুধু ক্ষেপণাস্ত্র নয়, এটি ভারতীয় সেনার শক্তি।' এদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেছেন, অপারেশন সিঁদুর-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্রহ্মস-এর ব্যবহার করেছে ভারতীয় সেনা। তবে এ ব্যাপারে সেনার তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। রাজনাথ বলেন, 'ভারতবিরোধী জঙ্গিরা মহিলাদের কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছে। তাদের জবাব দিতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী। সিঁদুর কোনও অপারেশন নয়। এটি হল সংকল্প।' তাঁর কথায়, 'আমরা সেদেশের কোনও নাগরিককে আক্রমণ করিনি। পাকিস্তান কিন্তু নিরীহ ভারতীয়দের আক্রমণ করেছে। আমাদের মন্দির, গুরদোয়ারা এবং গির্জাগুলিতে হামলা চালিয়েছে।'

কাশ্মীর সীমান্তে দুই চিত্র... পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংঘর্ষ বিরতির পর ঘরে ফেরার অপেক্ষায় পাহাড়ে বসে। নীচে দৈনন্দিন কাজে ফিরেছেন ওঁরা। বারামুলায়।

ট্রাম্পের নয়া প্রস্তাবে ভারতের 'না'

কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতায় রাজি পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১১ মে : এ যেন মেঘ না চাইতে জল। কাশ্মীর ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বেফাঁস' মন্তব্যকে হাতিয়ার করে কূটনীতির পাশাখেলায় নতুন চাল দিল পাকিস্তান। তবে ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে পাকিস্তান সাধুবাদ জানালেও ভারত তা খারিজ করে দিয়েছে।

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হওয়ায় রবিবার একটি পোস্ট করেছিলেন উচ্ছ্বসিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে তিনি জানান, চলতি সংঘাতে রাশ টেনে ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষনেতৃত্ব ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হাজার বছরের পুরোনো কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য দিল্লি ও ইসলামাবাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছেন তিনি।

ট্রাম্পের মন্তব্যকে স্বাগত জানাতে দেরি করেনি পাকিস্তান। রবিবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে মার্কিন সরকারের যে কোনও পদক্ষেপে পাকিস্তানের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিরোধের ন্যায্য ও স্থায়ী নিষ্পত্তির জন্য পাকিস্তান তৈরি। তবে তা করতে হবে কাশ্মীরি জনগণের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে।' কাশ্মীর ইস্যুতে বরাবর তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার বিরোধী ভারত। অতীতে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

পহলগামকে পর্যটকদের ওপর বেনজির জঙ্গি হামলার পর থেকে গত কয়েকদিন ধরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হামলা-পালটা হামলা চলছিল। শনিবার বিকাল ৫টা থেকে সেই সংঘর্ষে ছেদ পড়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংঘর্ষবিরতির প্রাথমিক ঘোষণা ভারত বা পাকিস্তানের তরফে নয়, এসেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে। এরপর প্রথমে ভারত এবং পরে পাকিস্তান সরকার সংঘর্ষবিরতি কার্যকর করার কথা জানায়।

এদিকে উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'সারা রাত ধরে আমেরিকার মধ্যস্থতার কারণে ভারত ও পাকিস্তান অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হয়েছে।' একই সঙ্গে কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'আমি আপনাদের দু'পক্ষের সঙ্গেই কথা বলতে চাই। হাজার বছর ধরে কাশ্মীর সংকট চলছে। এ বিষয়ে কোনও সমাধানে পৌঁছোনো যায় কি না এবার সেই চেষ্টা করা দরকার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বকে আশীর্বাদ করেন কাজটি (কাশ্মীর সমস্যার সমাধান) যাতে ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।'

পাকিস্তান ট্রাম্পের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও রবিবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ভারত।

তবে বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র বলেছে, 'কাশ্মীর নিয়ে আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। এখন শুধু একটি বিষয় বাকি রয়েছে, তা হল পাক-অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ফিরিয়ে আনা। আর কিছু নিয়ে কথা বলার নেই। যদি ওরা সন্ত্রাসীদের হস্তান্তরের কথা বলে, তাহলে আমরা কথা বলতে পারি। অন্য কোনও বিষয়ে আমরা আগ্রহী নই। আমরা চাই না কেউ মধ্যস্থতা করুক। আমাদের কারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।'

হামলা বন্ধ, তবু আতঙ্কে সীমান্তের গ্রাম

জম্মু, ১১ মে : শুনসান রাস্তাঘাট। বেশিরভাগ বাড়ির দরজায় তালা। নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গিয়েছেন বাসিন্দারা। হাতেগোনা যে কয়েকজন রয়ে গিয়েছেন, তাঁরাও খুব দরকার ছাড়া বাইরে আসছেন না। রাত নামলেই বারবার বাজছে সাইরেন। শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ। মাঝআকাশে দৃশ্যমান আলোর রোশনাই।

সীমান্তপার থেকে আসা একের পর এক ড্রোন ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হওয়ার জেরে যে রোশনাই তৈরি হচ্ছিল। গত কয়েকদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পাকিস্তান সীমান্তে এটাই ছিল চেনা ছবি। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘাতের তীব্রতা যেন বেশি নজরে এসেছে।

শনিবার দু'তরফে সংঘর্ষ বিরতির পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জনজীবন। রবিবার অনেক জায়গায় খুলেছে দোকানপাট। রাস্তায় যানবাহনের গতিবিধি নজরে এসেছে। ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। যদিও অধিকাংশ এলাকায় আতঙ্ক কাটেনি। সতর্ক রয়েছে সেনা ও স্থানীয় প্রশাসন। কোথাও কোথাও বাসিন্দাদের আপাতত ঘরে ফিরতে নিষেধ করেছে পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, শনিবার সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হওয়ার পরেও কয়েকটি সেক্টরে হালকা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা ও রেঞ্জার্স। জম্মুর নিয়ন্ত্রণরেখা এবং পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানের দিক থেকে ড্রোনের সাহায্যে হামলার চেষ্টা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই আক্রমণ প্রতিহত করেছে ভারতীয় বাহিনী।

এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার কিছু গ্রামের বাসিন্দাদের সাময়িকভাবে বাড়ি ফিরতে নিষেধ করা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তরফ থেকে। প্রশাসন সতর্ক থাকলেও সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার খবরে খুশি সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা।

পঞ্জাবের ফিরোজপুরের হুসেনওয়ালা সেক্টরের বাসিন্দা গুরমান সিং বলেন, 'হামলা বন্ধ হওয়ায় আমরা খুশি। এবার আগের মতো জমিতে গিয়ে চাষ করতে পারব। তবে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।' উপত্যকার সিপিএম নেতা ইউসুফ তারিগামি বলেন, 'সীমান্তের দু'পারের সাধারণ মানুষ শান্তি চান। সংঘর্ষে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। দুই দেশের নেতৃত্বের সংঘর্ষে রাশ টানার সিদ্ধান্ত সঠিক।' এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলে আশাবাদী প্রবীণ নেতা।

গুপ্তচরবৃত্তিতে গ্রেপ্তার ২

চণ্ডীগড়, ১১ মে : দিল্লিতে পাক হাই কমিশনের আধিকারিকের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার ২। রবিবার পঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় সেনার গতিবিধি সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিত তারা। আর্থিক লেনদেন হত অনলাইনে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে জেরা করে অন্যজনের সন্ধান পায় পুলিশ। ধৃতদের থেকে দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

পাটনা, ১১ মে : নির্মীয়মাণ টার্মিনালে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার পচাগলা দেহ। ঘটনাটি পাটনা বিমানবন্দরের। মহিলার বয়স ৪০-এর মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বৃষ্টির জল নির্গমন পাইপের ভিতরে দেহটি নজরে আসে কর্মীদের। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর খুনের কারণ জানা যাবে।

সেনায় এসে বদলা নেব বাবার মৃত্যুর

প্রতিজ্ঞা শহিদ-কন্যার

জম্মু ও জয়পুর, ১১ মে : দু'টি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে মৃত্যু, সম্পত্তিহানি, ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। কিন্তু মৃত্যুতেও সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। তারপরেও প্রতিশ্রুতির বার্তা যে হুংকার হয়ে আসতে পারে, রবিবার তার সাক্ষী থাকল রাজস্থানের ঝুনঝুনু।

শনিবার শহিদ হয়েছেন বায়ুসেনার ৩৬ উইং-এর মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার। তাঁর কফিনবন্দি দেহ রবিবার ঝুনঝুনুতে আসে। বাবার কফিনবন্দি দেহ দেখে প্রথমে কান্নায় ভেঙে পড়ে সার্জেন্টের ১১ বছরের কন্যা বর্তিকা। খানিকক্ষণ পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'বড় হয়ে সেনায় যোগ দিয়ে আমি বাবার মৃত্যুর বদলা নেব।' বর্তিকা বলেছে, 'আমি বাবার জন্য গর্বিত। বাবা শহিদ হয়েছেন। দেশরক্ষায় প্রাণ দিয়েছেন।'

শুক্রবারেও বর্তিকার বাবা সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার ছিলেন। এখন সে পিতৃহারা। ২৪ ঘণ্টায় কিশোরী-কন্যার জীবন বদলে গিয়েছে। বর্তিকার মা অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি। এই আবহে ভাইকে দেখার দায়িত্ব তার ওপরই। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'শুক্রবারও বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবা বলল, আকাশে ড্রোন উড়ছে। আমরা সুরক্ষিত আছি।' রাজস্থানের ঝুনঝুনুর বাসিন্দা সুরেন্দ্র কুমারের পোস্টিং ছিল বেঙ্গালুরুতে। ঘটনার মাত্র চারদিন আগে উধমপুর সেনাঘাঁটিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন সুরেন্দ্র কুমার।

অপারেশন সিঁদুরের পর সংঘর্ষবিরতি জারির আগে পর্যন্ত ভারতকে নিশানা করে এন্তার গোলা ছুড়েছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা সাফল্যের সঙ্গে তা প্রতিহত করলেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি।

শনিবার জম্মুতে পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্ততপক্ষে চারজন শহিদ হয়েছেন। নিহত চারজনের মধ্যে দু'জন সেনাবাহিনীর। সুবেদার মেজর পবন কুমার ও রাইফেলম্যান সুনীল কুমার। বাকি দু'জন হলেন বায়ুসেনার চিকিৎসক সার্জেন্ট সুরেন্দ্র মোগা ও বিএসএফ-এর এসআই মহম্মদ ইমতিয়াজ। আহত হয়েছেন সাতজন।

সুস্থ থাকুন

চেনা রোগে ভরসা আয়ুর্বেদে

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য, সঠিক জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস ও ভেষজের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং রোগীর রোগ নিরাময় করা। সেক্ষেত্রে আমাদের পরিচিত সাধারণ অসুখে দারুণ কার্যকরী বিভিন্ন ভেষজ। কোন রোগে কোন ভেষজ সহায়ক, জানালেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা**

অ্যাজমা

পিপুল গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে অ্যাজমা অনেকটা কমে যায়। হাফ চামচ থেকে এক চামচ বহেড়ার গুঁড়ো হাফ চামচ বা এক চামচ মধুর সঙ্গে দিনে দু'বার খেতে হবে। এছাড়া গরম জলে হরীতকীর গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। শ্বাসকষ্ট ও কাশিতে কফ বাইরে বের করতে বাসক পাতার রস ২-৩ চামচ রস মধু সহ সকাল ও সন্ধ্যায় খেতে পারেন।

যেগুলো শ্বাসকষ্ট বাড়ায়, যেমন দই-কলা, মিষ্টি, টক জাতীয় খাবার, বাদাম ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। আবহাওয়া পরিবর্তন, পশুর লোম ঘাস ও ফুলের রেণু শ্বাসকষ্ট বাড়ায়।

ওবিসিটি

সকালে খালি পেটে গরম জলে লেবুর রস, আদার রস ও মধু মিশিয়ে খেতে হবে। এক থেকে দু'চামচ ত্রিফলা ২০০ মিলি জলে রাতে ভিজিয়ে পরদিন সকালে ফুটিয়ে ১০০ মিলি করে ছেঁকে এক থেকে দু'চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

ওজন কমাতে যবের রুটি বেশ কার্যকরী। সেক্ষেত্রে আটার সঙ্গে যব মিশিয়ে রুটি তৈরি করে খেতে পারেন। আমন্ড ফ্যাট বার্ন করে। ডাল পেট ভরা রাখে এবং বেশি খাবার সম্ভাবনা কমায়।

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে

হাফ চামচ থানকুনির রস দুধে মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া দু'চামচ ব্রাহ্মীশাকের রস সকালে খালি পেটে এক মাস খেতে পারেন। হাফ চামচ অশ্বগন্ধা গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দুপুর ও রাতে খাবার পর খেতে পারেন।

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে খাদ্যতালিকায় খেজুর, আমন্ড, আমলকী, রসুন, আপেল, কলা, গাজর, সয়াবিন, ডিমের কুসুম ও রুই মাছ রাখতে পারেন।

সর্দি

সমপরিমাণ তুলসী পাতা ও শুকনো আদাকে চায়ের মতো তৈরি করে দিনে তিনবার খেতে হবে। এছাড়া আদার রস, তুলসী পাতার রস হাফ চামচ থেকে এক চামচ করে, হাফ চামচ বা এক চামচ মধুর সঙ্গে দিনে দু-তিন বার খেতে হবে। এছাড়া গোলমরিচের গুঁড়ো বা আমলকীও উপকারী। এক কাপ দুধের সঙ্গে হাফ বা এক চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।

নাক বন্ধ হলে তুলসী পাতা ফুটিয়ে সেই বাষ্প নাক দিয়ে টানতে হবে। সেইসঙ্গে গরম ও সুষম খাবার খাওয়ার পাশাপাশি বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

কাশি

শুকনো কাশি হলে আদা চুষতে হবে। বাসক পাতার রস বা ক্বাথের সঙ্গে পিপুল এক চিমটে এবং হাফ চামচ বা এক চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। গোলমরিচ গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে কাশি কমে। ইয়োসিনোফিল বেড়ে অ্যালার্জিজনিত কাশি হলে লবঙ্গ খেতে পারেন।

জ্বর

৬০ গ্রাম গুলঞ্চ, হাফ চামচ শুকনো আদার গুঁড়ো ১০-১২ গ্লাস জলে মিশিয়ে হালকা ফুটিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। তারপর হাফ কাপ করে ক্বাথ তৈরি করতে হবে। এছাড়া এক থেকে দু'চামচ তুলসী পাতার রস হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে দিনে তিনবার খেতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

গুড়ুচি বা গুলঞ্চের কাণ্ডের হাফ চামচ রস সকালে খালি পেটে মাসখানেক খেতে হবে। এছাড়া তুলসী পাতার রসও খেতে পারেন।

বদহজম

মৌরি আদা, জিরা গোলমরিচ দিয়ে জল ফোটাতে হবে। তারপর তা ঠান্ডা করে ছেঁকে খেতে হবে। শুকনো আদা গরম জলে মিশিয়ে খেতে পারেন। খাওয়ার পর দিনে তিনবার জলে লেবুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া দুপুর বা রাতে খাবার পর মৌরি চিবিয়ে খেয়ে ঈষদুষ্ণ জল খাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য

এক্ষেত্রে ত্রিফলা পাউডার বেশ কার্যকরী। রাতে শোয়ার সময় হালকা গরম জলে হাফ থেকে এক চামচ এই পাউডার মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

কৃমি

নিম বা কালমেঘের ৫-৭টা কাঁচা পাতা সকালে খালি পেটে ৭-৮ দিন খেতে হবে। নরম আনারসের সাদা গোড়া বেটে সেই রস কিংবা সজনে পাতাও বেটে খেতে পারেন।

অম্বল ও বুকজ্বালা

এক কাপ জলে লেবুর রস ও সন্ধক লবণ মিশিয়ে খাবার পর খেতে পারেন। এছাড়া জোয়ান লবণের সঙ্গে কিংবা আমলকীর রস বা গুঁড়ো খেতে পারেন।

পরিবর্তিত জীবনশৈলী এবং প্রজনন

আধুনিক জীবনযাত্রা প্রজনন ব্যবস্থার ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। প্রজনন স্বাস্থ্য ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা জরুরি। লিখেছেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ কবিতা মন্ত্রী**

১৯৫০ সালে পুরুষরা গড়ে প্রতি মিলিলিটারে ১১.৩ কোটি শুক্রাণু উৎপাদন করতেন। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৫.৫ কোটিতে। এই অবস্থাকে অনেক প্রজনন জীববিজ্ঞানী শান্ত মহামারি বলেছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। আর এজন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনই অনেকাংশে দায়ী। আমরা কীভাবে ঘুমোচ্ছি, খাচ্ছি, ঘুরছি, কাজ করছি - সবই প্রজনন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। সেইসঙ্গে আমাদের কিছু অভ্যাস, পরিবর্তিত কিছু জীবনশৈলীও দায়ী। যার মধ্যে অন্যতম -

স্ট্রেস - আপনার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ৫০ হাজার বছর আগে যেভাবে সাড়া দিত, এখনও সেভাবে দিচ্ছে, কর্টিসল ও অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসরণ করছে, আপনাকে কয়েক মিনিট লড়তে সাহায্য করছে, কিন্তু তারপর থিতিয়ে পড়ছে। এর কারণ স্ট্রেসের প্রভাব। ফলে কর্টিসল, হাইপোথ্যালামিক পালস জেনারেটরের ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। এই হাইপোথ্যালামিক পালস গোনাডোট্রপিন হরমোন নিঃসরণ করে। কিন্তু এই হরমোন যথাযথ নিঃসরণ না হওয়ায় পিটুইটারির যমজ বার্তাবাহক ছন্দ হারিয়ে ফেলছে। এতে মহিলাদের মাসিক চক্রের দ্বিতীয়ার্ধের সময় কমে যাচ্ছে, যা লুটেল পর্যায় নামে পরিচিত।

এই পর্যায়টি ডিম্বস্ফোটনের আগে ঘটে এবং পরবর্তী মাসিকের আগে শেষ হয়। এমনকি গর্ভধারণে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনাও ঘটে। অন্যদিকে, পুরুষদের ক্ষেত্রে লেডিগ কোষগুলি টেস্টোস্টেরন উৎপাদন ব্যাহত করে এবং অণ্ডকোষ ধীরগতিতে কম সংখ্যায় শুক্রাণু নিঃসরণ করে। এক্ষেত্রে দিনে দু'বার দশ মিনিট করে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম অনেকটাই সাহায্য করতে পারে।

কম ঘুম - বর্তমান সময়ে অনেকেই ছয় ঘণ্টার কম ঘুমোন, যার প্রভাব পড়ে প্রজনন ব্যবস্থায়। এতে মহিলাদের লুটেইনাইজিং হরমোন অকেজো হয়ে পড়ে, এসট্রাডিঅল নিঃসরণ কমে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন কার্যকারিতা প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়। সুতরাং, সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমোনো সবথেকে ভালো।

প্রক্রিয়জাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস - আমরা এখন জাংক ফুড, প্যাকেটজাত খাবার খেতে বড় বেশি অভ্যস্ত। চিজবার্গার পেট তো ভরায়, কিন্তু ওমেগা-থ্রি ফ্যাট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ম্যাগনেসিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন-ডি জাতীয় পুষ্টি জোগায় না। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন আলু ভাজা (ফ্রায়েড পটেটোজ) খেলে জীবিত সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা ১২ শতাংশ কমে যায়, উপযুক্ত বয়স, বিএমআই এবং মদ্যপানের মাত্রা সীমিত করা সত্ত্বেও। একইভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা ২৫ শতাংশ কমে যেতে পারে। অতএব খাদ্যতালিকায় মাছ, বাদাম, শাকসবজি, জলপাই তেল এবং শিম্ব জাতীয় খাবার যেমন, মশুর ডাল, মটরশুঁটি, ছোলা, সয়াবিন রাখতে হবে।

মদ্যপান - এক সপ্তাহে পাঁচবারের কম মদ্যপান সামান্য ক্ষতি করে। কিন্তু সেটা যদি সাতবারের বেশি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা। যেমন, আইভিএফ প্ল্যান্টেশন ১৪ শতাংশ কমে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন মদ্যপানের ফলে প্রতি মিলিলিটারে প্রায় ০.৫ কোটি শুক্রাণু কমে যায়। একইভাবে ক্যাফেইন, নিকোটিন সমান ক্ষতিকারক।

সুতরাং, দুই কাপের কম কফি খেতে হবে এবং সপ্তাহে পাঁচবারেরও কম মদ্যপান করা উচিত। আর নিকোটিন তো এড়িয়ে চলাই ভালো।

দেরিতে বিয়ে - অতি অল্প বয়সে সন্তান জন্মদানের বহু ঘটনা রয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে সেই 'অল্প বয়স' একলাফে পৌঁছেছিল ২২ বছরে। আর বর্তমানে সেটা ২৭ বছর হয়েছে। সমস্যা হল, ডিম্বাশয় বিজ্ঞান তার সময়সীমা বাড়ায়নি। প্রতি চক্রে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা ২৫ বছর বয়সে ২৫ শতাংশ থেকে কমে ৩৫ বছর বয়সে ১০ শতাংশে নেমে আসে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ২০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে শুক্রাণুতে ডি-নোভো মিউটেশন দ্বিগুণ হয়। ফলে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার ও স্কেলেটাল ডিসপ্লাসিয়াসের ঝুঁকি বাড়ে।

যদি মহিলারা ৩২ বছর এবং পুরুষেরা ৪০ বছর বয়সের পর সন্তান নেওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে জননকোষ উচ্চমানের থাকাকালীন ডিম্বাণু ও শুক্রাণু হিমায়িত করার ভাবনা বিবেচনা করা উচিত।

বারেবারে ঘুরতে যাওয়া - কানাডার একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব মহিলা মাসে দু'বার পাঁচ বা ততোধিক অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, তাঁদের গর্ভপাতের হার দ্বিগুণ বেড়েছে এবং গর্ভধারণের জন্য অতিরিক্ত তিন মাস প্রয়োজন হয়েছে। এর কারণ জেট ল্যাগের পাশাপাশি খাওয়া-বিশ্রামের সময়টাও বদলে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে প্রজনন ব্যবস্থায়।

স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো - যেসব মহিলা চার ঘণ্টারও বেশি সময় স্ক্রিনে কাটান, তাঁদের ডিম্বস্ফোটনের সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ বেশি, সম্ভবত নীল আলোর সার্কাডিয়ান ডিলে এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই এর জন্য দায়ী। তাছাড়া সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব মহিলা প্রতিদিন তিন ঘণ্টার বেশি ইনস্টাগ্রামে সময় কাটান, তাঁদের জেগে ওঠার সময় কর্টিসলের মাত্রা ১৮ শতাংশ বেশি ছিল এবং গর্ভধারণ করতে ১৫ শতাংশ বেশি সময় লেগেছিল।

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা - শারীরিক কার্যকলাপের অভাবে যেমন ডিম্বাশয়ের কার্যকারিতা কমতে পারে, তেমনই কমতে পারে শুক্রাণুর সংখ্যা ও গুণমান। শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের একটি প্রধান কারণ।

যা করবেন

সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমোনো প্রয়োজন

প্রতি সপ্তাহে ২০০ মিলিগ্রামেরও কম ক্যাফিন, পাঁচবারেরও কম মদ্যপান করা উচিত এবং নিকোটিন এড়িয়ে চলাই ভালো

বেশিরভাগ দিন অন্তত ৩০ মিনিট নড়াচড়া করুন, ব্রিদিং এক্সারসাইজ এবং হাঁটাহাঁটি করতে পারেন

প্লাস্টিক নয়, গরম খাবারের জন্য কাচ বা স্টিলের পাত্র ব্যবহার করুন এবং নন-স্টিক প্যান বাদ দিন

প্যারাবেনমুক্ত প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত

শুতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে স্ক্রিন অফ করুন এবং সবসময় নাইট-শিফট মোড চালু রাখুন

প্রচুর শাকসবজি ও পুষ্টিকর খাবার খান

প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা হলে শুরুতেই পরীক্ষা করান, সম্ভব হলে ৩০ বছরের মধ্যে সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করুন

সন্তান দেরিতে নেওয়ার ভাবনা থাকলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু হিমায়িত করার ভাবনা বিবেচনা করতে পারেন

কিডনি ও ডায়াবিটিস : নতুন তথ্য

এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত ডায়াবিটিস থাকলে কিডনির সমস্যা হয়, যেমন ডায়াবিটিস নেপ্রোপ্যাথি। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, কিডনির কার্যকারিতা কমে গেলে বা দীর্ঘদিন ধরে কিডনির কোনও সমস্যায় ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লিখেছেন সিনিয়ার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক **প্রকাশ মল্লিক**

আমাদের শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ অপসারণের কাজ করে কিডনি। প্রস্রাবের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ ছেঁকে বের করে দেয় কিডনি। একইভাবে রক্ত থেকে ইউরিয়াকে বের করার কাজও করে কিডনি। কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার অর্থ, রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। ফলে শরীর অতিরিক্ত ইনসুলিনবিরোধী হয়ে পড়ে এবং রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়তে থাকে।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষক জিয়াদ আল আলের মতামত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'আগে আমরা জানতাম কিডনির রোগ বা কিডনি অকেজো হওয়ার পিছনে একটি বড় কারণ ডায়াবিটিস। তবে এখন সিদ্ধান্তে এসেছি যে, শরীরে ইউরিয়ার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কিডনিজনিত সমস্যা হলে ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে শরীরে ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বাড়ে।'

এক্ষেত্রে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে বলা যায়, নির্দিষ্ট ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে ও ডায়েটচার্টে বেশ কিছু পরিবর্তন করে রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ কমানো সম্ভব। এজন্য মাছ, মাংস বিশেষত রেডমিট, রাজমা, ডাল অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। এতে রোগী যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকিও অনেকটা আটকানো সম্ভব।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 0353-3569195

বালির ট্রাক পাড়ার রাস্তায়, যানজট

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মে : তখন পাড়ার অলিগলি ভীষণ ব্যস্ত। গাড়ির ঘনঘন হর্ন আর পথচলতিদের ভিড় সুভাষপল্লি, ঘোগোমালি, হায়দরপাড়া, মিলনপল্লি, দেশবন্ধুপাড়া, বাবুপাড়ায়।

ছবিটা সারা সপ্তাহ মোটামুটি এমনই থাকে। সেই সময় হঠাৎ করে সেখানে হাজির একটি ট্রাক। তাতে বোঝাই করা বালি-পাথর। চোখের পলকে বেধে গেল যানজট। থমকে গেল যানবাহন।

যানজট এড়াতে বহুকাল আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, রাত ন'টার পর পাড়ায় ঢুকবে এই ট্রাকগুলো। কিন্তু এখন তো সময় বদলেছে। অলিগলিতে দশটার পরেও ভিড় থাকে। তাই সময় বদলানোর দাবি উঠছে। একাংশ ক্ষেত্রে আবার বেআইনিভাবে উত্তোলিত বালি, পাথর বোঝাই করে পুলিশের নজর এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পাড়ায় পাড়ায় গড়াচ্ছে ট্রাকের চাকা। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা। যানজটে নাজেহাল পথচলতি মানুষ। বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

শহরের ভেতর ঢুকতে নির্দিষ্ট ট্রাকে বালি-পাথর বোঝাই করা হয় আগে। রাত ন'টার আগেই মহানন্দা, বালাসন নদীঘাট থেকে সেগুলো বেরোতে শুরু করে। মিনিট কুড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে পাড়ায় পাড়ায়। সুভাষপল্লির বাসিন্দা তাপস সরকারের অভিজ্ঞতায়, 'ভেতরের অনেক রাস্তায় রাত ১০টা অবধি ভীষণ ভিড় থাকে। সেসময় ট্রাক ঢুকে পড়লে স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। যানজট লেগে যায়। অনেক বছর আগে ট্রাক চলাচলের সময় রাত ন'টা থেকে শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে

নেতাজি মোড়ের কাছে বালিবোঝাই ট্রাকের কারণে যানজট। রবিবার।

নিয়ম বদলানোর দাবি

- যানজট এড়াতে আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রাত ন'টার পর পাড়ায় ঢুকবে ট্রাকগুলো
- শহরের অলিগলিতে রাত দশটার পরেও বেশ ভিড় দেখা যায় এখন
- ন'টার আগেই মহানন্দা, বালাসন নদীঘাট থেকে ট্রাক বেরোতে শুরু করে
- মিনিট কুড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে পাড়ায় পাড়ায়
- যানজটে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পথচলতি মানুষ

সময়সীমা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ব্যস্ত রাস্তায় ঘনঘন ট্রাক ঢুকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

অলিগলিতে প্রচুর সংখ্যক টোটো চলাচল করে। তাছাড়া, দু'চাকা-চারচাকার ছড়াছড়ি। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সমীরণ তালুকদার করের কথায়, 'পাড়ার রাস্তা এমনিতেই খুব বেশি চওড়া নয়। তাছাড়া, অনেকেই পথের ওপর যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখেন। অন্তত পক্ষে রাত ১১টা থেকে যাতে ভেতরের রাস্তায় ট্রাক ঢুকতে শুরু করে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে।'

বালি, পাথর তোলার জন্য অনেক নদীঘাটকে লিজ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'রাত ন'টার আগে যদি কোনও বালি-পাথরবোঝাই ট্রাক শহরে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে শহরে যদি তারপর ট্রাক ঢুকলে ট্রাফিক সমস্যা দেখা দেয়, তা নিয়ে আলোচনায় বসব।'

বাইপাস হয়ে চলছে দূরপাল্লার বাস, শহরে যাত্রী ভোগান্তি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ মে : এক ডজনেরও বেশি দূরপাল্লার বেসরকারি বাস ইসলামপুর শহরে না ঢুকে বাইপাস দিয়ে যাতায়াত করছে। এজন্য যাত্রীদের চরম ভোগান্তি সহ্য করতে হয়। ইসলামপুর প্রাইভেট মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত শেঠের গলায় ক্ষোভের সুর, 'সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া।'

এপ্রসঙ্গে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল, যদিও তিনি সাড়া দেননি। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের আশ্বাস, 'ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শহরের গা ঘেঁষা বাইপাস দিয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ফোর লেন চলে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে বাইপাস দিয়ে যান চলাচল চালু হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, মাস ছয়েক আগেও সমস্ত বাস শহরের ভিতর দিয়ে চলাচল করত। কিন্তু এখন কলকাতা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডগামী দূরপাল্লার বেসরকারি বাসগুলোর অধিকাংশই আর শহরে ঢুকছে না। ফলে প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা টোটোতে চেপে যাত্রীদের বাইপাসের শ্রীকৃষ্ণপুর

নাগরিক সমস্যা

অথবা অলিগঞ্জে গিয়ে দূরপাল্লার বাস ধরতে হয়। দূরপাল্লার বাসগুলো ফিরতি পথেও শহরে ঢোকে না বলে অভিযোগ।

পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মলয় পাল বললেন, 'শিলিগুড়ি থেকে রাঁচির বাসের টিকিট কেটেছিলাম। হঠাৎ শুনলাম বাইপাসে গিয়ে বাসে উঠতে হবে। দুর্ভোগ হয় সাধারণের।'

সংগীত শিক্ষক সৌমেন দত্তর অভিজ্ঞতা, 'স্ত্রী, কন্যাকে নিয়ে জরুরি কাজে কলকাতা যাওয়ার ট্রেনের টিকিট পাইনি। রাতের বাস ধরতে শ্রীকৃষ্ণপুরে গিয়ে একঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। এর বিহিত করার কেউ কি নেই?' বাইপাসের যে এলাকা হয়ে দূরপাল্লার বাস চলাচল করছে, সেখানকার অবস্থা শোচনীয়। নেই কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয়, নেই শৌচাগার। প্রশ্ন রয়েছে এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে।

শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি সম্প্রসারণ হয়েছে। রাতের দিকে রাজ্য সড়কে যানজটও থাকে না। তাহলে দূরপাল্লার বাসগুলো শহরে ঢুকবে না কেন? প্রশ্ন সাধারণ মানুষের।

বিষয়টি নিয়ে সরব ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চ। মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার বললেন, 'প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হয়নি। প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি লিখিতভাবে জানিয়েছি। বাসগুলোর তালিকা পেশ করা হয়েছে। তবুও সমাধান অধরা।'

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...
আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। রবিবার প্রস্তুতি তরিবাড়ির মনাসটেরিতে। ছবি : সূত্রধর

হারের পর বৈঠকের তোড়জোড়

সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়ে গুচ্ছ প্রশ্ন সেলের অন্দরেই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মে : রাজ্যের মতো শহরেও ক্ষমতায় রয়েছে দল। সেখানে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে হোয়াইট ওয়াশ হওয়া নেতৃত্বের সহজে হজম না হওয়াটা স্বাভাবিক। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, ক্ষোভ-অভিমানের ফিসফিসানি। অভিযোগ উঠেছে, ভোটের আগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলকে মজবুত করতে প্রয়োজনীয় তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে লিগ্যাল সেলের নেতারা। সোমবার বৈঠকটি হবে জেলা কার্যালয়ে। সেখানে দলের জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকাররা থাকবেন। আগেই নির্বাচনে হারের দায়িত্ব জেলা সভাপতি নিতে চাননি। অভিযোগ, পাপিয়াকে ব্রাত্য রেখে দলের একাংশ বারের নির্বাচন পরিচালনায় জড়িয়েছিলেন। এদিকে সূত্রের খবর, ফলাফল খারাপ হতেই লিগ্যাল সেলের একাংশ জেলা সভাপতির সঙ্গে বৈঠকে বসতে রীতিমতো জোড়াজুড়ি শুরু করেছিলেন। পাপিয়া আলোচনায় প্রথমে রাজি ছিলেন না। যদিও প্রকাশ্যে সেসব বলছেন না তিনি। সভাপতির কথায়, 'আমার সঙ্গে তৃণমূল লিগ্যাল সেল নেতৃত্ব কথা বলতে চাইছে। সোমবার কথা হবে।'

নির্বাচনের আগে প্রার্থী বাছাই, প্রচার কিংবা আইনজীবীদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল লিগ্যাল সেল সেভাবে কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ সংগঠনের সদস্যদের একাংশের। ২০২৩ সালে বারের নির্বাচনে সভাপতি, সহ সভাপতি, সহকারী সম্পাদক এবং লাইব্রেরিয়ান

শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন। -ফাইল চিত্র

পদে জয়লাভ করেন তৃণমূল সমর্থিত প্যানেলের আইনজীবীরা। বছর ঘুরতেই শোচনীয় দশা। এবার সেই চারটি আসনের একটিও নিজেদের দখলে রাখতে পারেনি জোড়াফুল শিবির। হারের পর দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে, ছয় বছরে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল লিগ্যাল সেলের কমিটিতে কেন কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি? সংগঠনের সদস্য একাধিক আইনজীবী বর্তমানে সরকারি আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন। অভিযোগ, তাঁদের অনেকে বারের 'সাবস্ক্রিপশন ক্লিয়ার' না করায় ভোট দিতে পারেননি।

রয়েছে আরও প্রশ্ন। কংগ্রেস ও বামেরা ভোটের চারমাস আগে থেকে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, অথচ তৃণমূল লিগ্যাল সেলের নেতারা কেন একই কাজ করেছেন ১৫ দিন আগে থেকে? সংগঠনের একটি অংশের দাবি, গত এক বছরে সেভাবে সাংগঠনিক বৈঠকই হয়নি। হাতেগোনা যে কটি হয়েছে, তাতে উপস্থিতির হার ছিল যৎসামান্য।

এমনকি সংগঠনে সদস্য সংখ্যা কত, সেটাও স্পষ্ট নয়। যে সমস্ত সদস্য সরকারি আইনজীবী হিসেবে কর্মরত, নির্বাচনে তাঁদের ভূমিকা কেমন ছিল, ধন্দ রয়েছে তা নিয়েও। সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের কাছে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি। যদিও সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে, দাবি তৃণমূল লিগ্যাল সেলের আহ্বায়ক সুস্মিতা বসু মৈত্রর। তাঁর যুক্তি, 'সংগঠনের বৈঠক নিয়মিত হয়েছে। এখন যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। সংগঠন নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হবে, তা জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব মিলে ঠিক করবে।'

অন্দরমহলে চর্চায়

- বাম-কং জোটপ্রার্থী বাছাই শুরু করে চার মাস আগে থেকে, তৃণমূল ১৫ দিন
- দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল লিগ্যাল সেলের কমিটিতে পরিবর্তন হয়নি ছয় বছরে
- গত এক বছরে সেভাবে সাংগঠনিক বৈঠকও হয়নি
- ভোটে সদস্য সরকারি আইনজীবীদের ভূমিকায় প্রশ্ন
- অভিযোগ, তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব সাংগঠনিক সমস্যা বিস্তারিত জানত না

তিন ইয়ারি কথা

খেলা শুরুর আগে প্রস্তুতি। ডিজেল কলোনিতে রবিবার। ছবি : শমিদীপ দত্ত

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১১ মে : 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যের পর সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান জানাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। রবিবার হিলকার্ট রোডের একটি ভবনে শিবিরটি হয়। সেখানে সংগৃহীত হয়েছে ৬৫ ইউনিট রক্ত। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বললেন, 'সেনাকর্মীরা ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন চালিয়েছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের এই রক্তদান।'

এদিন শিলিগুড়ি সমব্যথী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগেও রক্তদান হয়েছে। ডাবগ্রামের সূর্যনগরে সংস্থার কার্যালয়ে ওই শিবির বসে। ৭ জন মহিলা সহ ৩৬ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়, জানালেন সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় সাহা।

পুলিশের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ১১ মে : শহরজুড়ে রমরমিয়ে চলছে মাদকের আসর, এই অভিযোগ তুলে রবিবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন ডিওয়াইএফআই ডাবগ্রাম (উত্তর) লোকাল কমিটির কর্মী-সমর্থকরা। আইটিআই মোড় থেকে মিছিল করে থানায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে।

আইআইএলএসে মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১১ মে : ইন্টারন্যাশনাল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজে (আইআইএলএস) আয়োজিত হল। বিচারক হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, এলডি ডিস্ট্রিক্ট ও হুগলি দায়রা আদালতের বিচারক শান্তনু ঝা এবং ওয়েস্টবেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুডিসিয়াল সায়েন্সের তরফে অধ্যাপক শরফরাজ আহমেদ খান উপস্থিত ছিলেন। কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে তলিয়ে ভাবনাচিন্তা করে বাজিমাত করতে হয় তা যাচাই করতে বিচারকরা প্রতিযোগীদের উদ্দেশে বহু কঠিন প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেন। সে সব সামলে অসমের ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড জুডিসিয়াল অ্যাকাডেমির ইয়ান জেভিয়ার পেরেরিয়া, অরণী দীপ্ত স্বামী ও আঁচল সিং প্রথম এবং নাগপুরের মহারাষ্ট্র ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির দেভ মোহিলে, কস্তুরী ওয়ারভে এবং পলক শর্মার দল দ্বিতীয় হল।

কীভাবে এই প্রতিযোগিতা অনুসন্ধান ও দলগত প্রচেষ্টার মতো বিষয়কে গৌরবান্বিত করছে সে বিষয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণমান্য ব্যক্তিরা আলোকপাত করেন। পাশাপাশি, এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের কারণে প্রত্যেকে আইআইএলএসের দেদার প্রশংসাও করেন।

ফুলবাড়িতে বাইক-স্কুটার সংঘর্ষে আহত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : দুটি দু'চাকা যানের সংঘর্ষে আহত দুই ব্যক্তি। রবিবার দুপুরে ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি স্কুটারের সঙ্গে একটি বাইকের ধাক্কা লাগলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন দুই চালক। তাঁদের মধ্যে বাইকচালক আফদার আলির অবস্থা সংকটজনক। তাঁর বাড়ি ফুলবাড়িতেই। হালকা চোট লেগেছে শিলিগুড়ির বাসিন্দা স্কুটারচালক অনুপমা সাহার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন, এদিন শিলিগুড়ির দিক থেকে গাড়ি দুটি ফুলবাড়ি বাজারের দিকে যাচ্ছিল। ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, বাইকের গতি বেশি থাকায় সেটার ক্ষতি হয়েছে বেশি। ঘটনাস্থলে বহু পথচলতি মানুষ ও স্থানীয়রা ভিড় করতে শুরু করেন। পৌঁছে যান ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। আহতদের ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে আনা হয়। অনুপমাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আফদারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

কবে মিলবে পানীয় জল? অজানা অম্বিকানগরের

শিলিগুড়ি, ১১ মে : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফে নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলাদা প্রকল্প রয়েছে। এজন্য সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল খরচ হয়েছে। তবুও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অম্বিকানগর, সাউথ কলোনি, মাইকেল মধুসূদন কলোনির মতো বিভিন্ন জায়গায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ চালু হয়নি।

অভিযোগ, বাড়িভাসা ও ঠাকুরনগরের মতো বিপুল জনসংখ্যার এলাকায় মাঝেমধ্যে জল-সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় মানুষকে। স্থানীয়দের ভরসা কুয়ো অথবা টিউবওয়েল। বাড়িভাসার বাসিন্দা দেবাশিস দত্তর কথায়, 'প্রায় দেড় বছর ধরে আমাদের এলাকায় ঠিকমতো পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। জনপ্রতিনিধিদের বারবার বলার পরেও সুরাহা হয়নি।'

কবে সুরাহা হবে? পরিকল্পনা মতো কাজ চলছে, জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক রৌনক আগরওয়াল। বলেছেন, 'এ নিয়ে প্রতিমাসে আমাদের সভা হয়। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর প্রয়োজন মতো কাজ করছে। এরপরও সমস্যা থাকলে তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।'

প্রায় একবছর আগে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইকেল মধুসূদন কলোনির মাঠে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-এর জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করে। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর মিলেছিল, পিএইচই কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। সম্প্রতি মাইকেল কলোনির মাঠ থেকে প্রকল্পের সামগ্রী লরিতে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

দপ্তরের জলপাইগুড়ি জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশোক দাসের কথায়, 'কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় জমিটি রেলের নামে নথিভুক্ত রয়েছে। সেকারণে

অন্যত্র প্রকল্পের কাজ করা হবে।' এজন্য জমি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। যদিও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জল সরবরাহ নিয়ে কিছু জানা নেই, জানালেন তিনি।

কিছু জেলার পিএইচই'র কাজের অগ্রগতি না হওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকমাস আগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেও দপ্তরের আধিকারিকের টনক নড়েনি। সাউথ কলোনির অপর্ণা সরকারের অভিযোগ, 'প্রায় ১০-১২ বছর ধরে প্রতিটি নির্বাচনে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমাদের এলাকার প্রধান ইস্যু। তবে তৃষ্ণা মেটানোর কথা রাখেননি কেউ।'

যুব সম্মেলন

বাগডোগরা, ১১ মে : রবিবার রানিডাঙ্গায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বাগডোগরা গোঁসাইপুর লোকাল কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চের নামকরণ কলিন সিংহের নামে হয়েছিল। এদিন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করা হয়।

২০০ জন তরুণ-তরুণী সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলন থেকে পরেশ বর্মনকে সম্পাদক ও দীপঙ্কর দাসকে সভাপতি করে ২১ জনের কমিটি তৈরি করা হয়। সম্মেলন শেষে আগামী ১৮ জুন খড়িবাড়িতে যুব ফেডারেশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিন রানিডাঙ্গায় মিছিল করা হয়। সভাপতিত্ব করেন দেবাশিস গুহ। সম্মেলনের সূচনা করেন প্রসন্ন বর্মন।

আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১১ মে : রবিবার মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে ওই অনুষ্ঠানে প্রায় একশোজন মা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডাঃ অমিত পাল। এদিন ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের তরফেও মাতৃ দিবস পালিত হয়েছে। দরিদ্র ১০ জন মায়ের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মুড়ি-চিঁড়েতে আত্মনির্ভর সুমি, অঞ্জনারা

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ মে : কেউ ভাজেন মুড়ি, চিঁড়ে, বাদাম, কেউ আবার তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের ছাতু। অনেকে আবার ছাতু তৈরি থেকে মুড়ি ভাজা, সমস্ত কাজই করেন। শুধু কি ঘরে বসে কাজ? ওঁদের ছুটতে হয় বিভিন্ন বাজার থেকে হাটে। নিজের হাতে তৈরি খাবার বিক্রি করে দুটো টাকা রোজগার করার জন্য। এভাবেই স্বাবলম্বী হচ্ছেন নরেশ মোড়, তেলিপাড়া, হাতিয়াডাঙ্গা সহ শহর শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকার মহিলারা।

একটা সময় মাথায় মুড়ির বস্তা নিয়ে পাড়ার বাড়িগুলিতে ঢুকতে দেখা যেত কিছু মহিলাকে। মূলত ছুটির দিনই তাঁরা আসতেন। বাড়িতে বসেই মুড়ি কিনে জলখাবারের দুশ্চিন্তা দূর করতেন আম নাগরিক। সময়ের পরিবর্তনে ওই মহিলারা রবিবার করে বেছে নেন বিধান রোড অথবা নিউ সিনেমা রোডকে।

মাথায় বোঝা তুলে হাঁটার পরিবর্তে এক জায়গায় বসে ব্যবসা করার জন্যই তাঁদের বাজার এলাকা বেছে নেওয়া। যদিও সংখ্যাটা তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু এখন বিভিন্ন বাজার বা হাটে পা রাখলে এমন অসংখ্য মহিলার খোঁজ মেলে। মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতুর সঙ্গে নানান খাবার নিয়ে হাজির তাঁরা।

মুড়ি বা চিঁড়ে তৈরি অনায়াসে করে ফেলা যায় না। যেমন যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ ছাতু তৈরি। কিন্তু সমস্তটাই হাসি মুখে করেন ওঁরা। কথা হচ্ছিল হাতিয়াডাঙ্গার সুমি বর্মনের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'এই কাজ খুব খাটুনির। অনেক কিছু নজরে রেখে সবসময়ই আমাদের কাজ করতে হয়। দশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছি। ভালো লাগে এখন

পসরা।।
বিধান রোডে চিঁড়ে-মুড়ির দোকান। ছবি : সূত্রধর

অনেকে এমন পেশা বেছে নেওয়ায়।' তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বাদাম, ছোলা, চিঁড়ে, চাল সব ভাজা হয় বালিতে। মুড়ি ভাজা হয় খোলায়। ছাতু তৈরির ক্ষেত্রে ছোলা ভিজিয়ে রাখতে হয়, যতক্ষণ না ফুলে ওঠে। ছোলা ফুলে উঠলে তার জল ঝরাতে হয়।

পরবর্তীতে শুকিয়ে পিষতে হয়। স্পষ্ট খাটুনি কতটা। বর্তমান সময়ে একজনের উপার্জনে সংসার চালানো মুশকিল। বাড়িতে ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের পড়াশোনা, সংসার চালাতে স্বামীকে সাহায্য করার পাশাপাশি কিছু সঞ্চয়ের জন্য ৭-৮ বছর ধরে এই কাজ করছেন নরেশ মোড়ের অঞ্জনা রায়। ঘোগোমালিতে তাঁর ব্যবসা। বিভিন্ন হাটেও বসেন। সব হচ্ছেও ভালো।

অঞ্জনা বলছিলেন, 'যতই বিভিন্ন ধরনের খাবার বাজারে আসুক, এখনও হাতেভাজা মুড়ির কদর রয়েছে। বাকি জিনিসেরও বিক্রি রয়েছে।' বিধান রোডে এমন নানান খাবার নিয়ে বসেন ঝর্ণা রায়। তিনি বলছিলেন, 'স্বনির্ভর হতেই এই কাজ করা। পরিবারের সকলেই সাহায্য করে।'

সংসারে আরেক যুদ্ধ ঝুনুদের

দেশের কাজে যুদ্ধক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরায় স্বামীরা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : 'বাবা শুধু তোমার একার প্রিয়জন নয়। বাবা দেশের কাজ করছে।' মেয়েকে এভাবেই বুঝিয়েছেন অনামিকা কার্জি রায়। জন্মদিনে বাবাকে কাছে না পাওয়া পাঁচ বছরের ছোট্ট মন কি আর এত বুঝতে চায়? কিন্তু অনামিকাও নিরুপায়।

নিরুপায় ঝুনু দাসও। একা হাতেই সামলাচ্ছেন সংসার আর দুই সন্তানকে। তাঁর মেয়েও বাবাকে কাছে চায়, কিন্তু পায় না। ঝুনু বা অনামিকার চিন্তা তাঁদের স্বামীদের নিয়ে। ঝুনুর স্বামী ধনকুমার দাস ও অনামিকার স্বামী চিরঞ্জিৎ রায় এই মুহূর্তে পোস্টেড রয়েছেন কাশ্মীরের সন্ত্রাসপ্রবণ অঞ্চলে। আর এদিকে আলিপুরদুয়ার শহরে দুরুদুরু বুকে বাড়িতে বসে অপেক্ষায় তাঁদের স্ত্রীরা।

অপেক্ষা খবরের। সেই খবর যে কোনও সময় দুঃসংবাদও যে হতে পারে, বিলক্ষণ জানেন অনামিকারা। ওদিকে যুদ্ধবিরতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে শহরের দুটি পরিবারের বুকের কাঁপুনি থামেনি একটুও। সারাদিন বাড়িতে টিভি চলছে অনবরত। যেন যুদ্ধক্ষেত্রের কোনও আপডেট মিস না হয়। ফোনে কারও সঙ্গেই সেভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে চিরঞ্জিৎ রায়ের বাড়ি। তিনি এখন কাশ্মীরে একটি অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারে কর্মরত। তাঁর বৃদ্ধা মা শ্রবণশক্তিহীন, জানেনও না যে ছেলে এখন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। জানালে যদি উদ্বেগ বাড়ে, সামলাতে না পারেন, সেটাই আশঙ্কা। তারপরেও মায়ের মন তো, ছেলের প্রসঙ্গ উঠলেই চোখ ভিজে ওঠে।

চিরঞ্জিতের স্ত্রী অনামিকা দুই মেয়ের মা। এক হাতে সংসার, অন্য হাতে সন্তান পালন করার দায়িত্ব। শনিবার ছোট মেয়ের জন্মদিন ছিল। সে এবার পাঁচে পা দিল। জন্মদিনের আগে তার একটাই ইচ্ছা ছিল, 'বাবা ফিরে এলেই জন্মদিন করব।' এই কথাটা অনামিকার মনে গেঁথে আছে কাঁটার মতো। বললেন, 'ওরা এত ছোট যে ওদের কিছু বোঝানোও যায় না।'

শহরেরই ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি ধনকুমারদের। মার্চ মাসে এক মাসের ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। ছুটি কাটিয়ে গত ২০ এপ্রিল ফিরে যান পহলগামে। সেখানেই গত তিন বছর ধরে কর্মরত রয়েছেন তিনি। আর তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার ঠিক দু'দিন পরই ঘটে যায় সেই সন্ত্রাসবাদী হামলা। তারপর থেকেই ধনকুমারের পরিবারের দিন কাটছে এক দমবন্ধ করা দুশ্চিন্তার মধ্যে। ঝুনু বলছিলেন, 'আগে দিনে দুই-তিনবার ফোনে কথা হত ওর সঙ্গে। এখন এত ব্যস্ত যে কথা হয় একবার। তাও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। কোনও কোনওদিন আবার ফোনও লাগে না। এদিকে আমরা উদ্বেগে আকুল হয়ে যাই যে কোনও গণ্ডগোল ঘটে গেল কি না।'

ঝুনু কাঁপা গলায় বললেন, 'পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, রাতে ঘুম আসে না। ছোট মেয়ে জয়া বাবা ফোন করলে শুধু একটাই কথা বলে, তুমি ফিরে এসো। ও বুঝে উঠতে পারে না কী ঘটছে। শুধু বাবাকে মিস করে।' একটু থেমে যোগ করলেন, 'আমাদের পরিবারে অনেকেই সেনাবাহিনীতে রয়েছে। ভাই সুদীপ বিএসএফে, জম্মুতে কর্মরত।'

রবিবার ছিল মাতৃ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে মানবিক মুখ নামের স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ধনকুমার ও চিরঞ্জিতের স্ত্রী ঝুনু ও অনামিকাকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন দুজনের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে পুষ্পস্তবক ও একটি করে উপহারও দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক রাতুল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা প্রতিনিয়ত সেনাদের সম্মান জানাই। কিন্তু তাঁদের পিছনে যে বাড়ির লোকজন সবকিছু ত্যাগ করে ভরসা জোগায়, সেকথা সবসময় মনে রাখি না। বিশেষ করে জওয়ানদের মা ও স্ত্রীদের কুর্নিশ জানানোর জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।'

ঝুনু ও অনামিকা স্বামীদের নিরাপত্তার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা বুকে নিয়েই আগলে রাখেন সন্তানদের, সামলান সংসার।

চিন্তিত।। বাঁদিক থেকে ঝুনু দাস ও অনামিকা কার্জি রায়।

রাজধানী এক্সপ্রেসে নতুন রেক

নিউজ ব্যুরো

১১ মে : ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের (ট্রেন নম্বর ২০৫০৩) বর্তমান হফম্যান বুশ (এলএইচবি) রেক পরিবর্তন করে একটি নতুন এলএইচবি রেক সংযোজন করা হয়েছে। ১০ মে থেকে এটি চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ ফার্নিশিং, যাত্রী সুবিধা এবং নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের মান অনুসারে তৈরি করা নতুন রেকটি আরও নির্ভরযোগ্য, উন্নত ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করবে এবং সামগ্রিকভাবে আরও ভালো যাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। নতুন রেকটিতে নতুন ধরনের ইন্টেরিয়র, নান্দনিকতা এবং উন্নত সাসপেনশন ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদের জন্য আরও মসৃণ ও নিরাপদ যাত্রার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবার মান বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন।

মাঠ ঘিরে

প্রথম পাতার পর

তাঁর বক্তব্য, 'প্রচুর মোটরবাইক মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়। দু'চারটি ক্ষেত্রে এসব হচ্ছে। পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের জন্য বলা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমরা বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালাচ্ছি। সাদা পোশাকে থাকা পুলিশকর্মীরাও সব জায়গায় ঘুরছেন। এসবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কয়েকজন তরুণের মোটরবাইক নিয়ে স্টান্টবাজি দিন-দিন বাড়ছে। বাইকে মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে তারা পাড়ায় পাড়ায় চক্কর কাটছে। এমন পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন বাঘা যতীন পার্কের চারপাশের বাসিন্দারা। রবিবার দুপুরে কয়েকজন তরুণ মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো মোটরবাইক নিয়ে বেশ কয়েকবার পার্কের পাশের রাস্তায় চক্কর কাটে। এরপর পার্কের পিছনের রাস্তায় বসে গাঁজার মতো মাদক সেবন করে। এলাকাবাসী বলছেন, তারা সকলেই বহিরাগত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এদিন জানালেন, এটা প্রতিদিনের চিত্র। এই বাইকগুলির অত্যাচার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। কেউ দেখার নেই, কেউ ব্যবস্থা নেওয়ার নেই। প্রতিবাদ করতে গেলে উলটে জোটে হুমকি ও গালাগালি। এখানে ফ্ল্যাট কিনে ভুল করেছেন বলে এখন মনে করছেন বাসিন্দাদের অনেকে।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি সিনহা। তিনি বলেন, 'বাইরের কিছু ছেলে ওয়ার্ডে এসে হুজ্জতি করছে। মানুষ রীতিমতো বিরক্ত। পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে, আবার বলব।'

একই পরিস্থিতি ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাল্মীকি স্কুল ময়দান লাগোয়া এলাকার। সেখানেও দিনরাত বহিরাগত তরুণদের আড্ডা, মাদক সেবন এবং বাইকের স্টান্ট ঘিরে বাসিন্দাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা। ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিমান তপাদার বলেছেন, 'কয়েকজন মডিফায়েড সাইলেন্সারযুক্ত বাইক নিয়ে ওয়ার্ডের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায়। এর ফলে মানুষের সমস্যা হচ্ছে। আমরা পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর ময়দান এবং বলাকা মাঠের চারপাশেও দীর্ঘদিন ধরেই বহিরাগতদের অত্যাচার চলছে। বহুবার ওয়ার্ড কাউন্সিলারের তরফে পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুরনিগমকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু বহিরাগতদের অত্যাচারে ওয়ার্ডের মানুষের ঘুম উড়েছে। সাতসকালে বাইকের অত্যাচার শুরু হয়। চলে রাত ১২টা পর্যন্ত। পাশাপাশি মাঠের চারপাশে মদ ও গাঁজার আসর বসছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালের বক্তব্য, 'বহুবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। মাঝেমধ্যে পুলিশ টহল দেয়। পুলিশ চলে গেলেই ফের অত্যাচার শুরু হয়।'

রাজধানীর চাকার ব্রেক বাইন্ডিং গরম হয়ে আগুন লেগেছিল।

রাজধানীর চাকায় আগুন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : তখন বিকেল পাঁচটা। কোচবিহার স্টেশন অতিক্রম করে আলিপুরদুয়ারের দিকে রওনা হয়েছিল আপ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। হঠাৎ কোচবিহার ছাড়ার পরই রেলকর্মীদের নজরে আসে রাজধানীর চাকার ব্রেক বাইন্ডিং গরম হয়ে ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। তারপরই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্রবেশের আগেই থামিয়ে দেওয়া হয় রাজধানী এক্সপ্রেসকে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট সহ আরপিএফ-কে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে তার আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফলে এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে ট্রেনটি। তবে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে বলে দাবি রেলকর্তাদের।

এ ব্যাপারে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীল দত্ত বলেন, 'সমস্যা তেমন কিছু ছিল না। তবে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। দমকল পৌঁছানোর আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়।'

এদিকে, আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কে যাত্রীরা ট্রেন থেকে কয়েকজন নেমে যাওয়ার চেষ্টা করেন। রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রেক বাইন্ডিং গরম হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে। তবে পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার আগেই তা সামাল দেওয়া গিয়েছে। রাজধানীর এসি কামরার কোচের চাকায় আগুনের ফুলকি দেখা যায়। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্রেন থামানো হয়। সেই সময় গতি কম ছিল। রেলের ইঞ্জিনিয়াররাও বিষয়টি দেখার পরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য স্টপ দেওয়া হয় ট্রেনটিকে। দমকলের কর্মীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। তেমন গুরুতর সমস্যা না থাকায় রাজধানীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

> সমস্যা তেমন কিছু ছিল না। তবে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। দমকল পৌঁছানোর আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়।
>
> **সুনীল দত্ত**
> স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট
> নিউ আলিপুরদুয়ার

আজ বৈঠকে ভারত-পাক

প্রথম পাতার পর

তবে কোনওরকম ভিত্তিহীন খবর নিয়ে জল্পনার জাল না বুনতে পরামর্শ দেওয়া হয়। পাকিস্তান ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করলে জবাব দেওয়ার পদ্ধতি ঠিক করার পূর্ণ স্বাধীনতা সেনা কমান্ডারদের দিয়েছেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও রবিবার বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান ও তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে।

অন্যদিকে, সিন্ধু জলচুক্তির ভবিষ্যতের পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাবকে পাকিস্তান স্বাগত জানিয়েছে। পাক বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, 'জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার যে কোনও ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধানে অবশ্যই সেখানকার মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।'

তবে পাকিস্তানের এই 'আবদার' মানতে নারাজ ভারত। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনার সম্ভাবনা নয়াদিল্লি খারিজ করে দিয়েছে। পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিকে নিজেদের বিজয় বলে বার্তা দিচ্ছে লাগাতার। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, 'অপারেশন বুনিয়ান-উম-মারসুস শত্রুপক্ষের আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান যে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে, এই ঘটনা তার প্রমাণ।'

শনিবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সংঘর্ষ বিরতিকে ঐতিহাসিক বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন শরিফ।

যদিও শনিবার বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিজিএমও-ই ফোন করে ভারতের ডিজিএমও-কে দ্রুত সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করার প্রস্তাব দেন। ভারত তাৎক্ষণিক ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় বিকেল ৫টা থেকে তা কার্যকর হয়।

লখনউয়ে ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল উৎপাদন ইউনিটের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে রবিবার রাজনাথ বলেন, 'নতুন ভারত সীমান্তের এপার-ওপার, যেখানেই সন্ত্রাসবাদ থাকুক না কেন, ভারত তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না।' সেই কঠোর পদক্ষেপের মধ্যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তও রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামাবাদের হাত ধরাধরির যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করতে চলেছে নয়াদিল্লি। আগামী সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ওই তথ্যপ্রমাণ পেশ করার জন্য একটি বিশেষ দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।

তরুণী খুনে ধৃত প্রেমিক

কিশনগঞ্জ, ১১ মে : কিশনগঞ্জের নিশান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের টংটঙ্গি গ্রামে মহানন্দা নদীর চর থেকে রবিবার নিখোঁজ দরখা পরবিনের (৩০) মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। আগেই মৃতার প্রেমিক মহম্মদ শাহবাজ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রবিবার কিশনগঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক তার ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। শাহবাজ সম্পর্কে নিহত মহিলার তুতোভাই। মহিলা বিবাহবিচ্ছিন্না। তিন বছর ধরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মৃতার সাত বছরের ছেলে রয়েছে। কিশনগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার বলেন, '৮ মে রাতে মহিলাকে গলা টিপে খুন করে দেহ নদীর চরে পুঁতে দেয় শাহবাজ।'

জাল টিকিট

কিশনগঞ্জ, ১১ মে : রবিবার সকালে পাটনা-শিলিগুড়িগামী একটি দূরপাল্লার বেসরকারি বাস থেকে ফরবেশগঞ্জ থানার পুলিশ প্রায় ১৬ হাজার পিস জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করেছে। ৩০টি প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা ছিল সেই টিকিটগুলো। পুলিশ জানিয়েছে, এই জাল টিকিটগুলি ডালখোলার মহম্মদ শফিক ও সুমনকে সরবরাহ করা হচ্ছিল। দীপক নামে এক ব্যক্তি এই টিকিটগুলি বাসে তুলে দেয়।

গাড়িতে আগুন : কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ-টেরাগছ মেইন রোডে রবিবার বিকেলে একটি চলন্ত গাড়িতে জ্বালানির ট্যাংক ফেটে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার জানিয়েছেন, নিশন্দ্রা গ্রামের আটজন বাসিন্দা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মহিষবাথনা গ্রামে যাচ্ছিলেন।তাঁদের গাড়িতে আগুন লেগে যায়।

শঙ্কা উত্তরায়ণে

প্রথম পাতার পর

সোসাইটির তো উচিত নিরাপত্তার বিষয়টা সুনিশ্চিত রাখা। কোন গাড়ি ঢুকছে, কেন ঢুকছে সে ব্যাপারে কড়া নজরদারি চালানো।' তিনি আরও বলেন, 'উত্তরায়ণজুড়ে যে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে রাখার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর অধিকাংশই অকেজো হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিসিটিভির প্রয়োজন পড়লে, কোনও সময়ই সেগুলো কোনও উপকারে লাগেনি।' যদিও সম্প্রতি সিসিটিভি লাগানোর পাশাপাশি সংস্কারের ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে সোসাইটির তরফে জানানো হয়েছে। পুলিশকর্তা বিশ্বচাঁদ ঠাকুরেরও বক্তব্য, 'সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি রাখা হচ্ছে।' সোসাইটির সভাপতি বিনোদ গুপ্তা জানিয়েছেন, ' সমস্ত গাড়ি পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে উন্নতমানের গেট (ইলেক্ট্রিক) লাগানোর ব্যাপারে পরিকল্পনা চলছে।'

উত্তরকন্যায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ

উত্তরবঙ্গ নিয়ে নতুন ভাবনা

কলকাতা, ১১ মে : উত্তরবঙ্গের শিক্ষকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার উত্তরকন্যায় নানা সরকারি কাজ সেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে চলেছে। এই খবর পাওয়ার পর এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাংগঠনিক কৃতিত্ব নিতে মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষক সংগঠনগুলি। সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে রাজ্যের উত্তর থেকে কলকাতামুখী হতে হয় শিক্ষকদের। সেই সমস্যা সমাধানেই বিকাশ ভবনের বিকল্প হিসেবে উত্তরকন্যায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ শুরুর দাবি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে এবার সরকারিভাবে যাওয়ার কথা ভাবছে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা।

সংগঠনের সদস্য অধ্যাপক প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য উত্তরবঙ্গের শিক্ষকদের যাতে কলকাতায় বারবার আসতে না হয় সেই জন্যই উত্তরকন্যাতে শাখা অফিস তৈরি করার ভাবনাচিন্তা শিক্ষামন্ত্রীর মাথায় আছে। জিটিএ-র মতো সুযোগসুবিধা চালু করার পরিকল্পনাও হচ্ছে। আমাদের মার্চ মাসে আয়োজিত সভাপতিদের সভায় এবং রাজ্য কমিটির বৈঠকেও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উত্তরকন্যাতে কাজ শুরুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ব্রাত্য বসু সদর্থক সাড়া দিয়েছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি।' ওয়েবকুপার অন্যতম রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবায় নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি। উত্তরকন্যাতে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ শুরু করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে শীঘ্রই আমরা লিখিত অনুরোধ পাঠাব।'

তবে তৃণমূল সমর্থিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে পলাশ সাধুখাঁ বলেন, 'পাহাড় থেকে সাগর সব জায়গা থেকেই আমাদের সদস্য বেড়েছে। বিরোধী দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরাও আমাদের সংগঠনে যোগদান করতে চাইছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে যে সমস্ত শিক্ষক আমাদের সদস্য রয়েছেন, তাঁদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কার্যালয়ে গিয়ে এখন আর সরাসরি কাজ করতে হয় না। পর্ষদ সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী সকলেই এখন অনলাইন ই-মেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাঁরা দূরে থাকেন তাঁরা ই-মেল মারফত সমস্ত কাজ সহজেই সারছেন। আমরাও আমাদের সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণের প্রক্রিয়া অনলাইনে শুরু করব।'

পোস্ট শেয়ারে বিতর্ক

নকশালবাড়ি, ১১ মে : রবিবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের পাকিস্তানি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের পোস্ট শেয়ারের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এআই মারফত এক আপত্তিকর ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। অভিযোগ, ওই ভিডিও নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রথখোলার সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল মজুমদার। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা সেই ভিডিও ঘিরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন বিজেপি কর্মীরা। এদিন এ নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল কমিটি।

তৎপর আমেরিকা

প্রথম পাতার পর

সেই চেষ্টা যে আমেরিকারই, তা স্পষ্ট হয়েছে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের পোস্টে। যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'হামলা-পালটা হামলা এবার বন্ধ হওয়া দরকার। ভারত-পাকিস্তান- দু'দেশই সেটা বুঝতে পেরেছে। এজন্য আমি গর্বিত। এই সংঘর্ষ হলে বহু মানুষের প্রাণসংশয় হত। দু'দেশ যেভাবে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে রাজি হয়েছে, তা প্রশংসার যোগ্য।... আলোচনা না হলেও আমি এই দুটি মহান দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে চলেছি।'

পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানেও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। কিন্তু ট্রাম্পের সেই বার্তা ভারতের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন উঠেছে। কাশ্মীর সমস্যায় ভারত বরাবরই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার বিরোধী। সেটা জেনেও ট্রাম্পের এই সাহায্যের প্রস্তাবও নিঃসন্দেহে সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

টেলিস্কোপে চোখ। আলিপুরদুয়ার মাঝেরডাবরিতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব

প্রথম পাতার পর

এই করিডরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্য। আর এই চিকেন নেক-এর পার্শ্ববর্তী সীমান্ত এলাকা নিয়ে আমরা কি সত্যিই চিন্তিত? চিকেন নেক-এর গুরুত্ব, সীমান্ত সুরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের আদৌ কি সরকার প্রকৃত সচেতন করতে পেরেছে? এই প্রশ্নগুলো উঠছে। কারণ, একদল ভারতীয়র সহযোগিতাতেই দেশবিরোধী শক্তিগুলো আমাদের ভূখণ্ডে সক্রিয় হয়েছে।

আমাদের কোনও না কোনও সহ নাগরিকের প্রশ্রয়েই সীমান্তে পাচার কারবার চলছে। সেই পাচারের রুট ধরেই বাড়ছে অনুপ্রবেশ, জঙ্গি আনাগোনা।

কিছু টাকার লোভে আমাদের দেশের নাগরিকরাই দেশবিরোধী শক্তিদের মদত দিচ্ছে। শুধু সাধারণ নাগরিকই নন, বহু ক্ষেত্রেই প্রশাসনের কর্মী, জনপ্রতিনিধি, নেতারাও মদতদাতা হয়ে উঠছে। তাই এদেশে ঢুকেই অনুপ্রবেশকারীরা তৈরি করে ফেলতে পারছে ভারতীয় পরিচয়পত্র। ঘুষ নিয়ে চোরাকারবারিদের ছাড়পত্র দিচ্ছে পুলিশের একাংশ। জনপ্রতিনিধি, নেতাদের নামও জড়াচ্ছে বেআইনি কারবারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনেবুঝে, কিছু ক্ষেত্রে না বুঝেই দেশবিরোধী শক্তিগুলোর 'ভরসা' হয়ে উঠছে ভারতীয়রাই। সীমান্ত এলাকায় এইসব কাজ বেশি হচ্ছে। তাই দেশরক্ষায় সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্ব সবাইকেই বুঝতে হবে বা বোঝাতে হবে। উত্তরবঙ্গের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় সেটা বোঝা আরও জরুরি।

এই মুহূর্তে আমরা সে অর্থে সুরক্ষিত নই। অবৈধ অনুপ্রবেশের জনশ্রুতি যেভাবে উঠে আসছে তা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি আরেকবার জিজ্ঞাসা চিহ্নের অবতারণা করে। এই দেশ আমার, আপনার সবার। এই দেশ আমাদের পবিত্র ভূমি, এই দেশকে রক্ষা করা সকলেরই দায় ও দায়িত্ব।

অথচ আমরা যারা নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি অথবা প্রশাসনের নানা স্তরে আছি অথবা জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছি আমরা কি পেরেছি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে? কতটা পেরেছি চোরাচালান কারবার বন্ধ করতে?

শুধু বিএসএফ, পুলিশ বা রাষ্ট্রশক্তি সক্রিয় হলে হবে না। উত্তরবঙ্গের মতো সীমান্ত ঘেরা এলাকায় সাধারণ নাগরিকরা সচেতন না হলে সীমান্ত একশো শতাংশ সুরক্ষিত করা কখনোই সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলিকেও এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে ভোটের রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই বুথ স্তর থেকে সংগঠন আছে। তাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যাতে বেআইনি উপায়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদেরও। এলাকায় পান থেকে চুন খসলে সবার আগে খবর যায় সেখানকার নেতাদের কাছে। তাই দলমত ভুলে দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সব রাজনৈতিক কর্মীরা সচেতন হলে অনেক সহজেই বহু নাশকতা আমরা রুখে দিতে পারব।

(লেখক রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)

জীবন দিয়ে ছেলেকে বাঁচালেন শিক্ষিকা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও শোকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বনির পরিবার। তবে রবিবার মাতৃ দিবসে সেই শোকার্ত পরিবারের মধ্যে একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, বনি প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন সন্তানকে।

কেবল পরিবার নয়, সোশ্যাল মিডিয়াও ছয়লাপ বনি বসু দেবের এই আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে। বনির শ্বশুরবাড়ি সূর্যনগরে। আর বাপের বাড়ি ভোলারডাবরি। শাশুড়ি অসুস্থ থাকায় বাপের বাড়িতেই ছেলেকে রেখে স্কুলে যেতেন। ভোলারডাবরির নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বনিদের বাড়ি। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষিকা। রবিবার তাঁর বাড়ির সামনে শিক্ষিকাকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় উপচে পড়ে। এদিন বনির দেহ যখন বাড়িতে নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর সন্তানকে আশপাশে দেখা যায়নি। মায়ের কী হয়েছে, তা বোঝার মতো বয়সও অবশ্য হয়নি সেই একরত্তির। সে খালি দেখছে, বাড়ি ভর্তি লোকজন। কিন্তু মায়ের দেখা নেই। ওই শিক্ষিকার শাশুড়ি ঝুমা দেব এখনও শোকে মুহ্যমান। বলছিলেন, 'নাতিকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বৌমা। ওকে কোল থেকে নামিয়ে গাড়ির সিটের নীচে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেজন্যই যখন গাছ ভেঙে গাড়ির ওপর পড়ে, নাতির চোট লাগেনি।'

বনির স্বামী অভিজিৎও দুর্ঘটনার পর একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তবে এরই মধ্যে তাঁর মাথায় ঘুরছে দায়িত্বের কথা। ছেলেকে দেখভালের দায়িত্ব। শোকের মধ্যেও ঘোর কাটছে না তাঁর। বারবার বলছেন, সন্তানকে বাঁচাতে স্ত্রীর আত্মত্যাগের কথা।

দুর্ঘটনার পর থেকে দিদা রিতা বসুর কাছেই রয়েছে বনির সন্তান। এমনিতেও মা স্কুলে চলে গেলে সে দিদার কাছেই থাকত। তাই মাঝে মাঝে মাকে খুঁজলেও আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় মৃত শিক্ষিকার বাবা অজিত বসু অসুস্থ। তিনি বলেন, 'নাতি আমার স্ত্রীর কাছেই রয়েছে। মাকে খুঁজে চলেছে। ওকে আমরা বলছি যে, মা স্কুলে গিয়েছে।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছুটি থাকায় শনিবার তাঁরা রসিকবিল যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে মাঝপথে ঝড় শুরু হয়ে যায়। তখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করেন তাঁরা। যেখানে তাঁরা আটকে পড়েছিলেন, তার কাছাকাছিই ছিল বনির ছোট বোনের বাড়ি। সেখানেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে গাড়িটি ভুল রাস্তায় চলে যায় বলে পরিবারের অভিযোগ। তারপরেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। তাতে চার বছরের ছেলে সহ শিক্ষিকা দম্পতি ও তাঁদের আত্মীয়রা ছিলেন। চালকের পাশের আসনে বনির স্বামী ছিলেন। আর পিছনের আসনে ওই শিক্ষিকা ছেলেকে কোলে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে বসেছিলেন।

চাপ বাড়াল

প্রথম পাতার পর

কাঠামোগুলিকে নিশানা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার জবাব দেওয়া হয়েছে।'

এয়ার মার্শাল বলেন, 'আমরা যাদের ও যে লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করেছিলাম, সেসব অত্যন্ত ভেবেচিন্তে বাছাই করা হয়েছিল।' ভারতের ডিজিএমও রাজীব ঘাইয়ের কথায়, 'পাকিস্তানের ডিজিএমও-ই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু হতাশাজনক ও প্রত্যাশিত হল যে, পাকিস্তানই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ড্রোন হানার চেষ্টা হয়েছে।'

ওই হানার পরই পাকিস্তানের ডিজিএমওকে হটলাইনে বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, এরপরেও একই ঘটনা ঘটলে সেনাকে প্রত্যাঘাতের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ডিরেক্টর জেনারেল অফ নেভাল অপারেশনস ভাইস অ্যাডমিরাল এএন প্রমোদ বলেন, আমরা আরব সাগরে পাকিস্তানি নৌসেনাকে সেদেশের বন্দর কিংবা উপকূলে আটকে থাকতে বাধ্য করেছিলাম। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে নৌসেনার সমস্ত শাখা এবং সাবমেরিন সমুদ্রপথে প্রত্যাঘাতের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।'

করাচিতে আঘাত হানার জন্য নৌসেনা প্রস্তুত ছিল বলে তিনি জানান। এয়ার মার্শাল অবধেশ ভারতী জানান, বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের চারটি প্রশিক্ষণ শিবিরে টার্গেটেড অ্যাটাক চালানো হয়। লাহোরের কাছে পাকিস্তানি রাডার স্টেশন ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, '৮ ও ৯ মে রাতে পাকিস্তান একাধিক ড্রোন ও ইউএভি দিয়ে বিভিন্ন শহরে টার্গেট করে। কিন্তু আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সমস্ত হামলা ব্যর্থ করে দেয়। জবাবে আমরা লাহোর ও গুজরানওয়ালায় সেনাঘাঁটি ও নজরদারি রাডার স্টেশনগুলিকে ধ্বংস করেছি। পাকিস্তান এসময় নাগরিক বিমানগুলি আকাশে পাঠায়, যা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত।' এয়ার মার্শালের কথায়, 'আমরা আকাশ, সমুদ্র এবং স্থলে বাহিনী মোতায়েন করেছি। পাকিস্তান আবারও কিছু করলে, সে জানে তার পরিণাম কী হতে পারে।'

আসরে শচীন, অনড় কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : তাঁর ভাবনা, পরিকল্পনার কথা দুনিয়ার দরবারে চলে আসার পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। দেশ দুনিয়ার অনেকেই তাঁকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন।

কিন্তু তিনি, বিরাট কোহলি এখনও তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় বলেই খবর। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারকে অনুরোধ করা হয়েছে বিরাটকে বোঝানোর জন্য। লিটল মাস্টার ইতিমধ্যেই কোহলির সঙ্গে কথা বলেছেন বলে খবর। কিন্তু তারপরও ছবিটা বদলেছে, এমন খবর নেই রাত পর্যন্ত। বরং কোহলি নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে বিসিসিআই।

২০ জুন থেকে লিডসে শুরু ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। তার আগে আগামী ২৩ মে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা হওয়ার কথা। প্রাথমিকভাবে জাতীয় নির্বাচকরা যে দল ভেবেছিলেন, সেখানে এখন বিস্তর রদবদল হতে চলেছে। রোহিত শর্মা দিন কয়েক আগেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। বিরাটও সেই পথে হাঁটতে চলেছেন। এমনকি রবীন্দ্র জাদেজাও খুব দ্রুত টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে এমন ইঙ্গিত সামনে আসছে। শেষপর্যন্ত এমন সম্ভাবনা বাস্তব হলে তিন কিংবদন্তির শূন্যস্থান পূরণ সহজ হবে না অজিত আগরকারদের জন্য। শুধু তাই নয়, দলের নতুন অধিনায়কের পাশে ইংল্যান্ডের মতো কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং সিরিজে তারুণ্যের জোশ দিয়ে কতটা বাজিমাত সম্ভব, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে

মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা ২৩ মে

ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। রাতের দিকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'রোহিতের সিদ্ধান্তের পর বিরাটও টেস্ট ক্রিকেট ছেড়ে দিলে বিলেতে ভারতীয় ব্যাটিং সত্যিই অনভিজ্ঞ হয়ে পড়বে। দেখা যাক শেষপর্যন্ত কী হয়।'

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা ইংল্যান্ড সিরিজের দলে নিশ্চিতভাবেই থাকবেন। আইপিএলে হায়দরাবাদের হয়ে জঘন্য পারফরমেন্সের পর মহম্মদ সামির বিলেত যাত্রা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু তিনি যাচ্ছেন বলেই খবর। প্রসিধ কৃষ্ণা, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপদের মতো জোরে বোলারদেরও বিলেত সফরে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। জাদেজা এখনও তাঁর অবসর নিয়ে কিছু জানাননি। তিনি থাকলে একরকম। না হলে ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদবদের সামনে আসবে সুযোগ। বোলিংয়ের থেকেও বেশি সমস্যা হতে চলেছে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে। রোহিত-বিরাটের অনুপস্থিতি কীভাবে, কারা ঢাকবেন, সেটাই এখন দেখার। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ারদের মানসিক দূরত্ব, বনিবনা না হওয়ার বিষয় ভারতীয় ক্রিকেটে কারও অজানা নয়। মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারত অধিনায়ক থাকার সময় অনেকটা এভাবেই বর্তমান কোচের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়েছিল।

গম্ভীর এখন সেটাই করছেন রোহিত-বিরাটদের সঙ্গে। সম্ভাব্য নয়া অধিনায়ক শুভমান গিল ও তাঁর সম্ভাব্য ডেপুটি ঋষভ পন্থরা কীভাবে বিলেত সফরে দল পরিচালনা করেন, তার উপর টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্য নির্ভর করবে। রোহিত-বিরাটদের 'ছায়াও' তাঁদের তাড়া করবে নিয়মিত।

> বিরাটকে দরকার টেস্টের। ওকে বোঝানোর প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি, এখনই টেস্টকে বিদায় বলবে না। শুধু খেলবে না, দাপটও দেখাবে। আমি নিশ্চিত, কেরিয়ারের বাকি পর্বে ওর গড় ৬০-এর বেশি হবে।
>
> - ব্রায়ান লারা

ভারতীয় 'এ' দল ঘোষণা কাল

সিনিয়ারদের পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে ভারতীয় 'এ' দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। আসন্ন সেই সফরের দল ঘোষণা হওয়ার কথা মঙ্গলবার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত আজ রাতের দিকে এই খবর জানা গিয়েছে। করুণ নায়ার, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, তনুশ কোটিয়ান, বাবা ইন্দ্রজিৎ, ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ বিলেত সফরের ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক হতে পারেন। রাতের দিকে নয়াদিল্লিতে থাকা অভিমন্যুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এমন সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি। কিন্তু সরকারি ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন তিনি। উল্লেখ্য, ভারতীয় 'এ' দলের কয়েকজন ক্রিকেটারকে সিনিয়ার দলের পাঁচ টেস্টের স্কোয়াডেও দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যার মধ্যে সবার আগে রয়েছেন করুণ।

বিরাটকে কটাক্ষ কাউন্টি ক্রিকেটের

নয়াদিল্লি, ১১ মে : রোহিত শর্মা ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন।

বিরাট কোহলিও লাল বলের ফরম্যাটকে বিদায় জানানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে মনের কথা জানিয়েছেন। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা টিম ম্যানেজমেন্ট, কেউ বিরাটকে ছাড়তে নারাজ। আসন্ন ইংল্যান্ড সফর অন্তত যাতে খেলে দেয় বিরাট, তা বোঝানোর চেষ্টা চলছে।

প্রাক্তনরাও একই আবেদন করছেন। ব্রায়ান লারা যেমন বলেও দিলেন, শুধু ভারতীয় দল নয়, টেস্ট ক্রিকেটেরও প্রয়োজন বিরাটকে। সমাজমাধ্যমে কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান তারকা লিখেছেন, 'বিরাটকে দরকার টেস্টের। ওকে বোঝানোর প্রক্রিয়া চলছে। আশাকরি, এখনই টেস্টকে বিদায় বলবে না। শুধু খেলবে না, দাপটও দেখাবে। আমি নিশ্চিত, কেরিয়ারের বাকি পর্বে ওর গড় ৬০-এর বেশি হবে।'

টেস্ট ক্রিকেটে বিরাট কোহলি ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক রানস্কোরার। ১০ হাজার রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৮৭০ রান পিছনে (১২৩টি ম্যাচে ৯২৩০)। তিরিশটি শতরান করেছেন ১৪ বছরের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে।

প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার নভজ্যোৎ সিং সিধুও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন বিরাটকে। সিধু বলেছেন, 'ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। যে খবর ক্রিকেট বিশ্বে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। সঠিক পদক্ষেপ। ওর উদ্দেশ্যও যুক্তিযুক্ত। সবসময় বদল দরকার। প্রয়োজন নতুনের। কিন্তু যে সময়টাকে বেছে নিয়েছে বিরাট, তা ঠিক নয়। ইংল্যান্ড সফরে ওর অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন সফর। মর্যাদার লড়াই। রোহিতের অবসরের পর বিরাটকে দরকার। ইংল্যান্ডের মতো কঠিন সফরে অনভিজ্ঞ দল পাঠালে সমস্যা হবে।'

সুনীল গাভাসকারের প্রসঙ্গ টেনে আনেন সিধু। বলেছেন, '১৯৮৭ বিশ্বকাপ। প্রচণ্ড জ্বর গাভাসকারের। অধিনায়ক কপিল দেব জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো। সানি বলে ৫০-৫০। কপিল হেসে বলে, অর্ধেক গাভাসকার বাকিদের থেকে ভালো। বিরাটের প্রসঙ্গেও একই কথা বলব। সেরা ছন্দে হয়তো নেই। কিন্তু যেটুকু খেলছে, সেটাই অনেক।'

এদিকে, ইংল্যান্ড সফরের আগে কোহলির অবসরের ইচ্ছে নিয়ে কটাক্ষ ইংল্যান্ড কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ কর্তৃপক্ষের। দাবি, ইংলিশ কন্ডিশনে ইংরেজ পেসারদের সামলাতে ভয় পাচ্ছে বিরাট। তাই আগেভাগে সরে পড়তে চাইছে!

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ কর্তৃপক্ষের তরফে মিডিয়া হ্যান্ডেলে ১৭ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে রীতিমতো কটাক্ষ করেছে বিরাটকে নিয়ে। জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ড ব্রডের অবসর নিয়েছেন। নতুন দুই মুখ গাস অ্যাটকিনসন, জোশুয়া টাঙ্গের গতি-বাউন্সে ইতিমধ্যেই ছাপ রেখেছে।

উলটোদিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে পেস-বাউন্সের বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যর্থতা, অফস্টাম্পের বাইরের বলে বারবার আউট হওয়া প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। সেই ক্ষত উসকে দিয়ে কটাক্ষ বিরাটকে। ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, ভয় পাচ্ছে বিরাট। আর তা বেশ পরিষ্কার। ইঙ্গিতপূর্ণ ছোট্ট টুইটে লেখা হয়েছে- 'আমরা তোমাকে দোষ দিচ্ছি না বিরাট!'

কলকাতার বদলে আইপিএল ফাইনাল আহমেদাবাদে?

ফেরার সম্ভাবনা ১৬ মে, ফাইনাল ১ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : পাশা পলট নে মে দের নেহি লাগতি!

শাহরুখ খানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সংলাপ। সেই সংলাপ মেনেই অষ্টাদশ আইপিএলের ভাগ্য বদল হতে চলেছে। সব ঠিকমতো চললে আগামীকালই ঘোষণা হয়ে যেতে পারে সাতদিনের জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএলের নয়া সূচি। আর সেই সূচিতে কলকাতা তথা বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য থাকছে দুঃসংবাদ। বড় অঘটন না হলে ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল ফাইনাল হচ্ছে না। বদলে আইপিএল ফাইনাল হতে পারে আহমেদাবাদে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। গতকাল বিকেলে সেই ঘোষণার পরও রাতের দিকে পাকিস্তানের তরফে ফের গোলাবর্ষণ হয়েছে দেশের নানা শহরে। কিন্তু তার মধ্যেই স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএল নিয়ে নয়া স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়েছে। সোমবার দুই দেশের সেনার ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক রয়েছে দুপুর ১২টায়। সেই বৈঠকের ফল কী হচ্ছে, সেটা বুঝে নেওয়ার পরই সোমবার বিকেলের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল ও দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের শীর্ষকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে। আর সেই বৈঠকের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে থমকে যাওয়া অষ্টাদশ আইপিএলের ভাগ্য। আজ বিকেলে নয়াদিল্লি থেকে মোবাইলে বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আর একটু অপেক্ষা করুন। সম্ভবত আগামীকালই আমরা আইপিএল শুরু করা নিয়ে নতুন কোনও তথ্য জানাতে পারব। পরিস্থিতির দিকে আমাদের নজর রয়েছে।'

বোর্ডের অন্দমরহলের খবর, স্থগিত আইপিএল শুরুর প্রাথমিক দিনক্ষণও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সব ঠিকমতো চললে ১৬ মে (১৭ মে-র কথাও শোনা যাচ্ছে) ফের শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ফাইনাল হবে ১ জুন। নিয়মিতভাবে দিনে দুটি করে ম্যাচ আয়োজন করে আইপিএল শেষ করার নীল নকশা কষে ফেলেছে বিসিসিআই। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনালের সম্ভাবনা বেশ কম। কেন? বোর্ডের তরফে এই ব্যাপারে এখনও মন্তব্য করা হয়নি। ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়েছে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনাল আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী। সিএবি সভাপতির কথায়, 'ফাইনাল কলকাতায় করার জন্য আমরা তৈরি। বোর্ডের তরফে এখনও নির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি আমাদের। কিন্তু আমরা তৈরি রয়েছি। কেন কলকাতার বদলে অন্য শহরে ফাইনাল হবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' রাতের দিকের খবর, স্থগিত আইপিএল শুরু হলে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে বেশিরভাগ ম্যাচ করতে চায় বোর্ড।

আইপিএলের দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বোর্ডের। বেশিরভাগ দলের ক্রিকেটাররাই দেশে ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের কতজনকে ফের ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব, স্পষ্ট হয়নি। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে, পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং গতরাতে দিল্লি থেকে মেলবোর্নের বিমানে উঠে পড়ার পরও সংঘর্ষ বিরতির খবর পেয়ে আইপিএল শুরুর সম্ভাবনায় বিমান থেকে নেমে পড়েছেন। আপাতত পন্টিং নয়াদিল্লিতে। ১১ জুন থেকে লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার সেই ফাইনালের কারণে মিচেল স্টার্কদের পাওয়ার সম্ভাবনা কম। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্কোয়াডে থাকা জোশ হ্যাজেলউডের আবার চোট রয়েছে। কেকেআরের বিদেশি ক্রিকেটাররাও দেশে ফিরে গিয়েছেন। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণদের কতজনকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব, স্পষ্ট নয়। ঠিক সেই কারণেই দ্রুত নয়া সূচি ঘোষণার ব্যাপারে বোর্ডের উপর চাপ দিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। আগামীকাল কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

প্রথম দল হিসেবে গুজরাট টাইটান্স রবিবারই অনুশীলনে নেমে পড়েছে। রবিবার তারা নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

- স্থগিত আইপিএল শুরু হলে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে বেশিরভাগ ম্যাচ করতে চায় বিসিসিআই।
- দেশে ফিরে যাওয়া বিদেশি ক্রিকেটাররা কতজন ফিরবেন এখনও স্পষ্ট নয়।
- পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং শনিবার রাতে দিল্লি থেকে মেলবোর্নের বিমানে উঠে পড়ার পরও সংঘর্ষবিরতির খবর পেয়ে আইপিএল শুরুর সম্ভাবনায় বিমান থেকে নেমে পড়েছেন।
- জোশ হ্যাজেলউডের চোট রয়েছে।
- প্রথম দল হিসেবে গুজরাট টাইটান্স রবিবারই অনুশীলনে নেমে পড়েছে। রবিবার তারা নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরাট কোহলির পোস্ট করা ছবি।

তোমার জন্যই সব, মাতৃ দিবসে শচীন

নয়াদিল্লি, ১১ মে : আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস। মাকে নিয়ে বিশেষ যে দিনে আবেগে ভাসলেন ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা, মহাতারকারা। শচীন তেন্ডুলকার থেকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যুবরাজ সিং- সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মায়ের প্রতি আবেগে, ভালোবাসার কথা ভাগ করে নিলেন সবার সঙ্গে।

মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন শচীন। সঙ্গে লিখেছেন, যতটুকু অর্জন করেছেন তা মায়ের জন্য। তাঁর সবকিছু শুরুর নেপথ্যে মায়ের

আবেগতাড়িত বিরাট-রোহিতও

প্রার্থনা, শক্তি। শচীনের কাছে মা হল নোঙর। ঠিক যেমন প্রতিটা মা তাদের সন্তানের জন্য হয়ে থাকে। মাতৃ দিবসে অসাধারণ এই মায়েদের শুভেচ্ছা।

বিরাট কোহলি মাতৃ দিবসে বিশ্বের প্রত্যেক মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নিজের মা, স্ত্রী অনুষ্কার মা এবং তাঁর সন্তানের জননী অনুষ্কা, সবার কথা উল্লেখ করে বিরাট লিখেছেন, 'আমি একজনের গর্ভে জন্ম নিয়েছি। একজন আমাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং একজনকে আমাদের সন্তানদের লালনপালনে স্নেহশীল এবং সুরক্ষাকারী মা হিসেবে বেড়ে উঠতে দেখছি। অনেক ভালোবাসা সমস্ত মায়েদের।'

মাতৃ দিবসে মা ও পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন শচীন তেন্ডুলকার।

যুবরাজ সিং বরাবরই 'মামাস বয়'। মা এবং গোটা পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে যুবি লিখেছেন, 'মা কিছু চায় না। কিন্তু চাওয়ার আগে মায়েরা সবকিছু দিয়ে দেয় তাদের সন্তানদের। ভালোবাসা, শক্তি, ধৈর্য, আত্মত্যাগ- যা পরিবারকে একাত্ম করে রাখে। আমি ভাগ্যবান, প্রতি মুহূর্তে যে ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়েছি। এখনও পাচ্ছি। হ্যাপি মাদার ডে। সবকিছুর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

মাতৃ দিবস সেলিব্রেশন করতে ভোলেননি রোহিত শর্মাও। তাঁর অবসর ঘিরে জল্পনা জারি। কাটাছেঁড়া চলছে। তার মধ্যেই এদিন সমস্ত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন হিটম্যান। সমাজমাধ্যমে রোহিত নিজের মা এবং স্ত্রী রীতিকা সজদেহকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'হ্যাপি মাদার্স ডে। আমাদের জন্য যে এই পৃথিবীকে খুশিতে ভরিয়ে দিয়েছ তোমরা।'

পাকিস্তানে আর যাবেন না মিচেল

কান্নায় ভেঙে পড়েন কুরান

নয়াদিল্লি, ১১ মে : পাকিস্তান সুপার লিগ খেলতে গিয়ে হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। ব্যাট-বলের বাইশ গজি লড়াইয়ের মাঝে মিসাইল-ড্রোন-ফাইটার জেটের বোমাবর্ষণ। কীভাবে দেশে ফিরবেন, আদৌ ফিরতে পারবেন কিনা, তা দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছে ড্যারিল মিচেল, স্যাম বিলিংস, কুশল পেরেরা, টম কুরানদের।

মিচেল তো বলেই দিয়েছেন, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারছেন এই ভাগ্য। আর কখনও পাকিস্তানে খেলতে যাবেন না। ইংল্যান্ডের কুরান কেঁদেই ফেলেন। বাকিদের প্রায় একই হাল। ভারতের আক্রমণে দিশেহারা পাকিস্তানে কার্যত বন্দিদশা কাটানোর দুঃসহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার রিশাদ হোসেন।

টম কুরান

ড্যারিল মিচেল

রিশাদ বলেছেন, 'বিলিংস, মিচেল, কুরান, ডেভিড উইসা, কুশল পেরেরারা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দুবাইয়ে পৌঁছোনোর পর মিচেল আমাকে বলে, আর কখনও পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। আতঙ্কে কেঁদে ফেলে কুরান। বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়ে দেখি তা বন্ধ। তারপর ভেঙে পড়ে। বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকে। সবাই মিলে সান্ত্বনা দিই আমরা।'

দুবাইয়ে পৌঁছে রিশাদরা খবর পান, তাঁদের বিমান ছাড়ার পরই করাচি বিমানবন্দরে মিসাইল আছড়ে পড়ে। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাংশও ভেঙে পড়ে। বরাতজোরে যে ভালোভাবে ফিরতে পেরেছেন, তার জন্য রিশাদ ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ জানান।

এদিকে, পিএসএলের বাকি ম্যাচগুলি আয়োজনে প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানালেও শেষপর্যন্ত বেঁকে বসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। যার নেপথ্যে ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থা বলে মনে করা হচ্ছে। আমিরশাহির এক উচ্চপদস্থ ক্রিকেট কর্তা জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিয়েই পিএসএল আয়োজন থেকে পিছিয়ে আসেন তাঁরা।

আবেগ নিয়ে বিদায় মুলারের

মিউনিখ, ১১ মে : চেনা মাঠ, চেনা পরিবেশে এটাই শেষবার। আর সেই শেষটা হল জয় দিয়েই। বুন্দেশলিগা জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে মনচেনগ্ল্যাডবাখকে ২-০ গোলে হারাল জার্মান জায়েন্টরা। লিগে আরও একটি ম্যাচ বাকি বায়ার্নের। তবে ঘরের মাঠেই এই মরশুমে এটাই শেষ। আলিয়াঞ্জ এরিনায় বায়ার্ন জার্সিতে টমাস মুলারেরও এটাই ছিল শেষ ম্যাচ। ৩১ মিনিটে মিউনিখের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন মিকায়েল ওলিসে।

বুন্দেশলিগার ট্রফি হাতে টমাস মুলার।

ততক্ষণে অবশ্য মুলার মাঠ ছেড়েছেন। ৮৪ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। এদিনই বুন্দেশলিগার খেতাব বায়ার্নের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যা বাড়তি মাত্রা যোগ করল ঘরের মাঠে মুলারের বিদায়ি ম্যাচে। আলিয়াঞ্জ এরিনায় উপচে পড়া গ্যালারির আবেগ ছড়িয়ে পড়ল মাঠজুড়ে। ম্যাচ শুরুর আগে বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্লাবের তরফে বিশেষ সংবর্ধনা। গ্যালারির এক অংশে বিশাল টিফোয় মুলারের ছবি। লেখা, '২৫ বছর ধরে আমাদের সবকিছু।' ২০০০ সালে বায়ার্নের যুব দলে যোগ দেওয়া। আটবছর পর সিনিয়ার দলে অভিষেক ক্লিন্সম্যানের হাত ধরে। সাতশোরও বেশি ম্যাচ, দুইশোর বেশি গোল, ১৩টি বুন্দেশলিগা জয় এই বায়ার্নের জার্সিতেই। মিউনিখে তাঁর বিদায় উৎসবে কেবলই আবেগ ঘুরে বেড়াল। কেনের মাথায় শ্যাম্পেন ঢালছেন মুলার নিজে। পাশে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, তাঁকে জড়িয়ে আলিঙ্গন। গ্যালারির গর্জনে শেষ অধ্যায় লিখলেন জার্মান তারকা।

কুকুরের লেজ, পাকিস্তানকে তোপ বীরুর

নয়াদিল্লি, ১১ মে : কথায় আছে কুকুরের লেজ সোজা হয় না।

জঙ্গি তৈরির কারখানা পাকিস্তানও ঠিক তাই। কোনওকিছুতে নিজেদের বদলাবে না। চড় খেয়েও না। সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা লঙ্ঘন করে শনিবার রাতে ফের ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল লক্ষ্য করে গোলাগুলি চালিয়েছে। প্রতিবেশী দেশের আচরণ নিয়ে বীরেন্দ্র শেহবাগ পাকিস্তানের সঙ্গে কুকুরের লেজের তুলনা টেনেছেন।

সমাজমাধ্যমে শেহবাগ লিখেছেন, 'কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁকাই থাকে চিরকাল। মুখে এক, পিছনে আরেক। বারবার ভারতের কাছে উচিত শিক্ষা পেয়েও নিজেদের শোধরায়নি। শোধরাবেও না।' ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে বারবার। পাকিস্তানের মাটিতে (মুলতান, ২০০৪) ত্রিশতরান হাঁকানো বীরু সেই ইতিহাসের কথাই মনে করিয়ে দেন নিজস্ব ঢঙে।

> কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁকাই থাকে চিরকাল। মুখে এক, পিছনে আরেক। বারবার ভারতের কাছে উচিত শিক্ষা পেয়েও নিজেদের শোধরায়নি। শোধরাবেও না।
>
> বীরেন্দ্র শেহবাগ

জঘন্য দেশ বলছেন ধাওয়ান

অপারেশন সিঁদুর নিয়েও পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছিলেন শেহবাগ। জানান, ভারত কখনও কাউকে প্রথমে আঘাত করে না। কিন্তু আঘাত পেলে তার পালটা দিতে ছাড়বে না। এবার তা হাড়েহাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

শিখর ধাওয়ানের কথায়, পাকিস্তান হল নোংরা, জঘন্য মানসিকতার দেশ। সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, 'এই ঘটনায় জঘন্য দেশটি (পাকিস্তান) আবারও গোটা বিশ্বের সামনে নিজেদের নোংরামো দেখিয়ে দিল।' অপারেশন সিঁদুর নিয়েও কয়েকদিন আগে পোস্ট করে দেশাত্মবোধের কথা তুলে ধরেছিলেন ধাওয়ান। জানিয়েছিলেন, গোটা দেশ সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছে।

শনিবার বিকেলে সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করা হয়। যদিও ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাগুলি বর্ষণ সীমান্তের ওপার থেকে। যা নিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পাকিস্তানের তিনটি অক্ষ কাজ করে। সেনাবাহিনী, আইএসআই আর প্রধানমন্ত্রী, যাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই। একজন রাজি হয় তো অপরজন ঠিক তার উলটো অবস্থান নেয়। অপারেশন সিঁদুরে শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। আগামী দিনে আরও বড় শিক্ষা দিতে হবে।

বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ দীপিকার

সাংহাই, ১১ মে : দ্বিতীয় পর্যায়ের তিরন্দাজি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতলেন দীপিকা কুমারী। এই নিয়ে সাংহাইতে তিরন্দাজি বিশ্বকাপে ষষ্ঠ পদক এল দেশে। কম্পাউন্ড বিভাগে শনিবারই জোড়া সোনা সহ পাঁচটি পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে। তবে রিকার্ভে ব্যক্তিগত বিভাগের সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর তিরন্দাজ লিম সিহিয়নের কাছে হেরে সোনা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয় দীপিকার। কোরিয়ান তিরন্দাজের কাছে ৭-১ পয়েন্টে পর্যুদস্ত হন তিনি। তৃতীয় স্থাননির্ণায়ক ম্যাচে কোরিয়ারই কাং চে ইয়ংকে ৭-৩ পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন তিনি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দীপন বাড়ৈ :** তোমার ৭ম জন্মদিনে আমাদের আশীর্বাদে সুন্দর হোক তোমার জীবন, পূর্ণ হোক আশা। ধরায় বড় কাজ করে স্মরণীয় হও। -**ঠাকুরদা, ঠাম্মা, বাবা, মা, জেঠু, বড়মা, দেবর্পিতা**। সারদাপল্লি, শিলিগুড়ি।

স্মৃতির শতরানে চ্যাম্পিয়ন ভারত

ভারত-৩৪২/৭
শ্রীলঙ্কা-২৪৫ (৪৮.২ ওভারে)

কলম্বো, ১১ মে : ২০২৪ সাল শেষ করেছিলেন মহিলাদের ক্রিকেটে এক বছরে সর্বাধিক ১৬৫৯ রান নিয়ে। যার মধ্যে ওডিআই ক্রিকেটে ছিল রেকর্ড সংখ্যক চারটি শতরান। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে স্বপ্নের ফর্ম চলতি বছরও ধরে রেখেছেন ভারতের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।

রবিবার ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আরও একটি শতরান এল স্মৃতির ব্যাট থেকে। ১১ নম্বর শতরানে ওডিআই ক্রিকেটে তিন অঙ্কের রানে বিশ্বে তিন নম্বরে উঠে এলেন স্মৃতি। সামনে শুধু অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিং (১৫) ও নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস (১৩)। ২৮ বছরের স্মৃতির দাপটে শ্রীলঙ্কাকে ৯৭ রানে হারিয়ে সিরিজ জিতল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নতুন তারকা প্রতীকা রাওয়াল (৩০) নিজে বড় রান না পেলেনও সহ অধিনায়ক স্মৃতির সঙ্গে ৭০ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপে দলকে ভালো শুরু উপহার দেন। তবে জুটির নেতৃত্বে ছিলেন স্মৃতি। গায়ের জোরের বদলে বরবারই মাঠের ফাঁকফোকর খুঁজে টাইমিং নির্ভর ক্রিকেট খেলেন। এদিনও ১০১ বলে ১১৬ রানের মাস্টারক্লাস ইনিংসে সেটা করে দেখালেন ম্যাচের সেরা স্মৃতি। ১৫টি চার ও জোড়া ছক্কার সঙ্গে ১১৪.৮৫ স্ট্রাইকরেটে স্কোরবোর্ড সচল রাখার কাজও করে গেলেন তিনি। স্মৃতি ফেরার পর হার্লিন দেওল (৪৭), জেমিমা রডরিগেজ (৪৪), অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরদের (৪১) কার্যকরী ব্যাটিংয়ে ভারত ৩৪২/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়। তবে ব্যর্থ হয়েছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ (৮)।

রানতাড়ায় নেমে আমনজোৎ কাউর (৫৪/৩) ও প্রতিযোগিতার সেরা স্নেহ রানার (৩৮/৪) পেস-স্পিনের ককটেলে শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না। সঙ্গে ভারতীয় ফিল্ডারদের জোড়া রানআউট শ্রীলঙ্কার কাজ কঠিন করে দেয়। চলতি সিরিজের দুরন্ত ফর্ম এদিন ফাইনালেও বজায় রাখলেন ডানহাতি অফস্পিনার স্নেহ। ওডিআই অভিষেকে ভালো বোলিং করলেন ডানহাতি পেসার ক্রান্তি গৌড়ও (২২/০)। শ্রীলঙ্কা ৪৮.২ ওভারে ২৪৫ রানে অল আউট হয়।

ওডিআইয়ে ১১ নম্বর শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা।

মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক শতরান

ক্রিকেটার	শতরান
মেগ ল্যানিং	১৫
সুজি বেটস	১৩
স্মৃতি মান্ধানা	১১

মুখ লুকালেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম। রবিবার।

হারল লাল ম্যাঞ্চেস্টার, ড্র লিভারপুলের

লন্ডন, ১১ মে : প্রিমিয়ার লিগে জয়ের পরই চেলসির বিরুদ্ধে হেরে যায় লিভারপুল। এদিন আর্সেনালের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়েও ২-২ ড্র করে তারা। ২০ মিনিটে কোডি গাকপো ও পরের মিনিটে লুইস দিয়াজ এগিয়ে দেন তাদের। তবে ৪৭ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও ৭০ মিনিটে মিকেল মেরিনোর গোলে খেলায় সমতা ফেরে।

ইউরোপা লিগে কয়েকদিন পর ফাইনাল খেলতে নামবে দুই দল। অথচ প্রিমিয়ার লিগে সেই দুই দল যেন জিততেই ভুলে গিয়েছে। ফের হার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। রবিবার ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। গোল করেন টমাস সৌসেক ও জ্যারড বোয়েন। প্রিমিয়ার লিগে এই নিয়ে টানা সাত ম্যাচ জয় অধরা ইউনাইটেডের। ইউরোপার অন্য ফাইনালিস্ট টটেনহাম এদিন ০-২ গোলে হেরে গিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে। ৪৫ ও ৪৮ মিনিটে এবেরেচি এজে গোল দুইটি করেন।

এল ক্লাসিকো জিতল বার্সা

খেতাবের আরও কাছে ফ্লিকের দল

বার্সেলোনা, ১১ মে : লা লিগায় চলতি মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল বার্সেলোনা। রবিবার ন্যু ক্যাম্পে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ৪-৩ গোলে রিয়ালকে হারিয়ে দ্বিমুকুটের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল বার্সেলোনা। ৩৫ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে গেল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল। তারা সর্বাধিক ৮৪ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবে। ফলে বৃহস্পতিবার রাতে এস্প্যানিওলকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে বার্সা। তবে বুধবার রাতে মায়োরকার কাছে রিয়াল আটকে গেলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার সুবাদে মাঠে নামার আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে বার্সা। এদিন ৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে পেনাল্টি থেকে রিয়ালকে এগিয়ে দেন। ১৪ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। তবে পরবর্তী ১৫ মিনিটে এরিক গার্সিয়া, লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনহা স্কোরশিটে নাম তুলে বার্সাকে ৩-২ এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে রাফিনহা দ্বিতীয় গোল করেন। ৭০ মিনিটে এমবাপে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করলেও রিয়ালকে জেতাতে পারেননি।

লা লিগায় শনিবার রাতে বড় জয় পেয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৪-০ গোলে তারা বিধ্বস্ত করে। যেখানে চারটি গোলই করেছেন নরওয়ের আলেকজান্ডার সোরলথ। প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে চার গোলের পথে লা লিগায় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজির গড়েছেন সোরলথ। খেলা শুরুর ১১ মিনিটের মধ্যেই তিনি হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে ভেঙে দেন ১৯২৯ সালে কার্লস বেস্টিট ও ১৯৪১ সালে মুন্ডোর ১৫ মিনিটে তিন গোল করার নজির। সোরলথের চতুর্থ গোলটি এসেছে ৩০ মিনিটে। ৩৫ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে অ্যাটলেটিকো তিন নম্বরে থেকে গেল।

জোড়া গোল করে বার্সেলোনার নায়ক রাফিনহা।

বৃষ্টি মাথায় শুরু এসসিটি

সোয়েব আজম

শিলিগুড়ি, ১১ মে : দর্শক আনুকূল্য লাভে হরেক আয়োজন। যাতে সাড়া দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির ক্রিকেটপ্রেমীরাও। বাকেট চেয়ার ও তার দুই পাশের গ্যালারির ৯০ শতাংশ ভরে উঠেছিল। বিএসএনএল অফিস প্রান্তের গ্যালারিতেও দর্শক হাজিরা ভালোই ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফির (এসসিটি) তৃতীয় সংস্করণের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে উপস্থিত খুদে দর্শকদের আনন্দ দিতে কার্টুন চরিত্রেরা গ্যালারিতে উঠে তাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে আসে। কার্টুন চরিত্রদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। এরই মাঝে বৃষ্টির উপস্থিতি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেয়। দেশপ্রেমের আবেগ উসকে ম্যাচ শুরুর আগে জাতীয় সংগীত গাওয়া হল। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানায় নিহত ও ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে শহিদ জওয়ানদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর সবাই উন্মুখ ছিল ব্যাট-বলের লড়াইয়ের জন্য। সেখানেও দর্শকদের আকর্ষণে ছিল জায়েন্ট স্ক্রিন, ড্রোন ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপনী বোর্ড। আর চিয়ারলিডাররা তাদের জাদু দেখানোর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন চার-ছয়-উইকেট পতনের। কিন্তু বৃষ্টির জন্য শুরুতেই ২০ ওভারের ম্যাচ হয়ে যায় ১৫ ওভারের। সিকিমের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ইরাইজের বিরুদ্ধে টসে হেরে কিংস ইলেভেন জলপাইগুড়ি ১৩.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রানে পৌঁছানোর পর বৃষ্টি ও ভেজা আউটফিল্ডের জন্য ম্যাচ আর এগোয়নি। ভাস্কর রায় ৩৯ ও চন্দন সিং ২২ রানে ফিরে গিয়েছেন। ক্রিজে ৯ বলে ৩১ রান নিয়ে রণজিৎ কুমার। উদ্যোক্তাদের তরফে মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, সোমবার সকাল ৯টা থেকে এই ম্যাচ এখান থেকে শুরু হবে। মাঠে নামার আগেই ধাক্কা খেয়েছিল ইরাইজ। ৪ বছর আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ললিত যাদব ফ্লাইট মিস করায় আসতে পারেননি।

আগামীকাল দুটো ম্যাচ রয়েছে। দুপুর ১টায় খেলবে বাঁশবাড়ি সানরাইজার্স ও কোচবিহার এবিএস রয়্যালস। সন্ধে ৬টায় অসমের বিজনি সুপার কিংস মুখোমুখি হবে মালদার ডিএম সুপার জায়েন্টসের।

স্মরণ ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে শহিদ জওয়ানদের

কার্টুন চরিত্রদের সঙ্গে ছবি তুলে আহ্লাদিত দর্শকরা।

শিলিগুড়িতে অ্যাকাডেমির ভাবনা পেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : শিলিগুড়িতে অ্যাকাডেমি গড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ ভারতীয় টেনিসের কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের।

সদ্য ভুবনেশ্বরে লিয়েন্ডারের অলিম্পিক অ্যাকাডেমি পথচলা শুরু করেছে। যেখানে টেনিস, ফুটবল সহ মোট ষোলোটি খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এই মুহূর্তে। ভবিষ্যতে গোটা দেশে নিজের অ্যাকাডেমিকে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। ভুবনেশ্বরের পর এই বাংলাতেই নিজের অ্যাকাডেমি তৈরির ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন লিয়েন্ডার। রবিবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'বাংলাতে অলিম্পিক অ্যাকাডেমি তৈরির ইচ্ছা আছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়িতেও উপযুক্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে। এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হাত মিলিয়ে কিছু করতে পারাটা আমার কাছেও বাড়তি পাওনা।' তাঁর সংযোজন, 'আমার এই অ্যাকাডেমির মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করাই লক্ষ্য।'

এদিন বিখ্যাত গহনা প্রস্তুতকারক সংস্থা পিসি চন্দ্র গ্রুপের তরফে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় লিয়েন্ডারকে। অনুষ্ঠানে উইম্বলডনের একটি স্মারক 'টাওয়েল' উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেন পেজ। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'এই বাংলা থেকে পাওয়া যে কোনও সম্মানই আমার কাছে গর্বের।' দেশের যুদ্ধপরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের দেশের সামরিক বাহিনী যেভাবে লড়ছে ওদের কুর্নিশ। ওদের জন্যই আমরা রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারছি। ওরা দেশকে নিরাপদে রেখেছে। জীবন দিয়ে ওদের লড়াইকে, ওদের পরিবারের আত্মত্যাগকে আমার প্রণাম।' দেশই লিয়েন্ডারের কাছে সবসময় অগ্রাধিকার পেয়েছে। স্মৃতির সরণিতে ফিরে তিনি বলেছেন, 'ছোটবেলায় আমি ফুটবলের প্রশিক্ষণ নিতে ইংল্যান্ড যাই। আমাকে বলা হয়েছিল ওখানে খেলতে হলে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবে আমার কাছে দেশই সবার আগে। এই তেরঙাই সেদিন আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল।'

খো খো-য় চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : দুর্গাপুরে আয়োজিত ৩৬তম সিনিয়ার আন্তঃ জেলা খো খো-য় মেয়েদের বিভাগে শিলিগুড়ি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা ১২-৮ পয়েন্টে হারিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনাকে। এর আগে সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ১২-১০ পয়েন্টে আলিপুরদুয়ারের বিরুদ্ধে জিতেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৮-৭ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় মালদাকে। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির অনিন্দিতা রায় সেরা রানার নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিযোগিতার সেরা দিয়া বর্মন।

ছেলেদের বিভাগে শিলিগুড়ি পেয়েছে ব্রোঞ্জ। সেমিফাইনালে তারা ১৭-১৪ পয়েন্টে হেরে যায় পুরুলিয়ার কাছে। কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম বর্ধমানের বিরুদ্ধে ২০-১৪ পয়েন্টে তাদের জয় এসেছে।

দুর্গাপুরে ৩৬তম সিনিয়ার আন্তঃ জেলা খো খো-য় চ্যাম্পিয়ন হয়ে শিলিগুড়ি দল।

বাগান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রম কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় বাগডোগরা লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত আন্তঃ চা বাগান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুনি ডিভিশন। ঘরের মাঠে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে গুঙ্গারাম চা বাগানকে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে মুনি ডিভিশন দাগাপুর চা বাগান মাঠে আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছে।

আম্পায়ারদের অ্যাকাডেমি চান ফ্রান্সিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : ফ্রান্সিস গোমস শিলিগুড়ি এসেছেন আম্পায়ার'স ক্লিনিকে যোগ দিতে। কিন্তু তিনদিনের সংক্ষিপ্ত শিবিরে কি আম্পায়ারদের মান উন্নয়ন সম্ভব? উত্তরে ফ্রান্সিস বেশকিছু পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে যাঁর ৬ বছর আম্পায়ার'স কোচ ও ৫ বছর এডুকেটর হিসেবে কাজ করা ছাড়াও আরও একটি পরিচয় রয়েছে। এবারের আইপিএলে একমাত্র বাঙালি আম্পায়ার অভিজিৎ ভট্টাচার্যর কোচ তিনি। নিজেই সেই কথা তুলে ধরে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ফ্রান্সিস বলেছেন, 'দীর্ঘদিন বাংলা থেকে কেউ আন্তর্জাতিক স্তরে আম্পায়ারিং করেনি। অভিজিৎ-ও আইপিএলে রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি। অবস্থার পরিবর্তনে আম্পায়ারদের জন্য অ্যাকাডেমি প্রয়োজন। যেখানে ম্যাচ পরিস্থিতিতে আম্পায়ারদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের ভিডিও বিশ্লেষণ সম্ভব। এই ধরনের সংক্ষিপ্ত শিবিরে যা করা যায় না। তাছাড়া ৩-৪ দিনের শিবির করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে প্রতিফলন কী পড়ল তা অজানা থেকে যায়। এজন্যই শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার থেকে রানা দে সরকার আমাকে প্রতি মাসে অনলাইন ক্লাস করানোর প্রস্তাব দিয়েছে।' সেইসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, 'ক্রিকেটারদের মতো আম্পায়ারদেরও নেট প্র্যাকটিস প্রয়োজন। যা বলের পিচিং, সুইং-স্পিন বুঝতে সাহায্য করে। ম্যাচ ছাড়াও মাঠে অনুশীলন চলার সময় আম্পায়ারদের হাজির থাকার কথা বলব। নিজেদের পাড়ার ক্লাবেও ওরা সেটা করতে পারে।'

ফ্রান্সিস নিজে কলকাতায় তালতলা হাইস্কুলে একটি আম্পায়ারদের অ্যাকাডেমি চালান। কিন্তু সেটা বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার তুলে আনার জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি। সমস্ত জেলার আম্পায়ারিং সংস্থার উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, 'শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থা ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করেছে। বাকিদেরও অনলাইন-অফলাইন মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' তবে শিলিগুড়িতে তিনদিনের শিবিরে বেশকিছু প্রতিভাও তাঁর চোখে পড়েছে বলে জানালেন। ফ্রান্সিস বলেছেন, 'কর্মশালায় ক্রিকেটের ৪১টি নিয়মের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। দেখলাম এখানকার আম্পায়াররা নিয়ম সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। কয়েকজনকে তো বেশ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মনে হয়েছে।'

শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে আম্পায়ারদের ক্লাস করাচ্ছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্যের কোচ ফ্রান্সিস গোমস।

আর্য সমিতির দাবায় প্রথম রাজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সহযোগিতায় আর্য সমিতি আয়োজিত দাবায় ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রাজন সুবেদি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে মুকেশ কুমার এবং শীর্ষদীপ বর্মন। ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন সদ্য আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) নর্ম পাওয়া সম্যক ধারেয়া।

ষষ্ঠ স্থানে সম্যক

মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন সুমেধা রায়। দ্বিতীয় সুকৃতি বসাক। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে সেরা তিনে সোমার্য সরকার, নৈয়ায়িক বিশ্বাস ও ধৃতিমান মজুমদার। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের বিভাগে অনুশ্রী দে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১২ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে অভিরাজ সরকার এবং রণজয়ভূষণ বসু। অনূর্ধ্ব-১০ ছেলেদের সেরা তিনে সারাংশ ঘোষ, রিশান ভৌমিক ও সৌম্যজিৎ কর্মকার। অনূর্ধ্ব-১০ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন কৃত্তিকা পাল। অনূর্ধ্ব-৮ ছেলেদের প্রথম তিনে দেবরূপ ঘোষ, রিদিত সাহা ও অধিরাজ ভদ্র। অনূর্ধ্ব-৮ মেয়েদের বিভাগে সঞ্জীবনী সাহা চ্যাম্পিয়ন হয়।

সফল দাবাড়ুদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

সেরা দেবাশিস-সুবোধ

বাগডোগরা, ১১ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী। রবিবার ফাইনালে তাঁরা ২৫৩ পয়েন্টে বাদল রায়-এম সূত্রধরকে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তাঁরা ১১২ পয়েন্টে তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে জয় পান। পুরস্কার তুলে দেন চন্দন দাস, চঞ্চল দাস, সৌমেন চক্রবর্তী, সমীর ঘোষাল, শুভ্রাংশু করঞ্জাই, চম্পক দাস প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে অকশন ব্রিজে সফল খেলোয়াড়রা।